চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 13 May, 2020 ■ আগরতলা, ১৩ মে ২০২০ ইং ■ ৩০ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অর্থনীতির ক্ষতে মলম, ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা

করোনা ঃ লকডাউন ৪.০ নতুন রূপে আসবে, বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি. স.)।। বিশ্বের প্রগতি ও উন্নতি বরাবরই ভারতের চিন্তায় ও চেতনায় ছিল। গোটা বিশ্বের জন্যই ভারতকে আত্ম নির্ভর হতে হবে। এই ভাবেই মঙ্গলবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে দেশবাসীকে করোনার এই সংকটময় পরিস্থিতিতে আত্মনির্ভর হওয়ার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই লক্ষ্যে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ০ লক্ষ কোটি টাকার বিপুল পরিমানের আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা করেছেন তিনি।

সমাজের সকল স্তরের মানুষের কথা মাথায় রেখেই এই প্যাকেজ গড়ে তোলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন।পরিযায়ী শ্রমিক, কৃষক, পশুপালনকারি, মৎস্যজীবী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, কুটির শিল্পী, ঠেলাওলা, ছোট দোকানদার এমনকি বৃহৎ উদ্যোগপতি সকলের কথা মাথায় রেখেই এই প্যাকেজ গড়ে তোলা হয়েছে। বুধবার থেকে এই প্যাকেজের বিস্তৃত ঘোষণা করা হবে। এখনও পর্যন্ত যা প্যাকেজ কেন্দ্রের তরফে ঘোষণা হয়েছে ও আজ যেই প্যাকেজের ঘোষণা হল সবমিলিয়ে করোনা পরিস্থিতিতে ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার লকডাউনের ৪৯ তম দিনে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জনগণকে আত্মনির্ভর হওয়ার আহ্বান করেছেন। পাঁচটি স্তম্ভের ওপর আত্মনির্ভরতার এই ভাবনা দাঁড়িয়ে রয়েছে। অর্থনীতি, পরিকাঠামো, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, জনবিন্যাস ও চাহিদা। অর্থনীতির কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইনক্রিমেন্টাল পরিবর্তনের বদলে দেশের প্রয়োজন কোয়ান্টাম জাম্প। পরিকাঠামোর বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, আধুনিক বিশ্বে পরিকাঠামোয় হবে ভারতের মূল পরিচয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, একবিংশ শতাব্দীর কথা ভেবেই প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কাজ করে যেতে হবে যা প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল হবে। চাহিদার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন চাহিদা এবং যোগানের যে আর্থিক চক্রটি আছে তা সচল রাখতে হবে। সরবরাহ চক্রে জড়িতদের উজ্জীবিত করতে হবে। আত্মনির্ভর ভারত অভিযান এর দিকে লক্ষ্য রেখেই এই প্রকল্প ঘোষিত হয়েছে যা ভূমি, শ্রমিক, লিকুইডিটি এবং আইননের সংস্কার করবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে স্থানীয় পণ্য কেনার আহ্বান করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তার কথায় লোকাল থেকে এই পণ্যগুলিকে গ্লোবাল পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। এই পণ্যই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে বাঁচিয়েছে। ফলে এগুলোকে কিনে গর্ববোধ করার ওপর আমাদের আরও বেশি জোর দিতে হবে। পণ্যগুলির গুণগত মান আরও ভালো হতে হবে বলে মনে করেন তিনি।

তুর্থ দফার লকডাউন যে আগের তিন দফার থেকে একেবারে আলাদা হতে চলেছে মঙ্গলবারের ভাষণে সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।পাশাপাশি বিশ্ব ব্যবস্থা অর্থ কেন্দ্রিক থেকে মানবকেন্দ্রিকতার দিকে এগিয়ে যাবে সেই আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, চতুর্থ দফার লকডাউন।আগের তিনটি দফা থেকে একেবারে পৃথক হতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসির মেয়াদ সমাপ্ত হচ্ছে করোনার প্রভাব, ১৮ মে থেকে রাজ্যপালের হাতে ক্ষমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। আগামী ১৭ মে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের (টিটিএএডিসি) মেয়াদ সমাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু, করোনা-র প্রকোপে লকডাউন-এ নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই, মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার পর এডিসি-তে ১৮ মে থেকে রাজ্যপালের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়ে যাবে। সংবিধান প্রদত্ত নিয়ম মেনে আজ ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা এডিসি-তে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপের অনুমোদন দিয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে বর্তমান পরিষদ ভেঙে যাবে।

এ-বিষয়ে আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, করোনা-র প্রকোপে এডিসি নির্বাচন পিছিয়ে দিতে হয়েছে। কারণ, লকডাউন চলাকালীন নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই, আজ মন্ত্রিসভা ষষ্ঠ তপশীলের ১৬(২) ধারা মোতাবেক রাজ্যপালের হাতে এডিসি-র সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরে অনুমোদন দিয়েছে। এক্ষেত্রে এডিসি পরিচালনায় রাজ্যপালের হাতে ৬ মাস ক্ষমতা থাকবে। তবে, রাজ্যপাল চাইলেই ওই সময়সীমা বৃদ্ধিও করতেও পারবেন। শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, সংবিধানের সমস্ত নিয়ম মেনেই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তাঁর দাবি, শুধু ত্রিপুরায় নয়, অসমে বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল-র মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচন ঘোষণার পর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে চলে গিয়েছে। কারণ, প্রশাসন পরিচালনায় কোন অচলাবস্থা না হয়, তাই ওই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। তাতে, সাংবিধানিকভাবে এডিসি পরিচালনায় কোন বাধা থাকবে না। তিনি জানান, মন্ত্রিসভার ওই সিদ্ধান্ত মুলে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি বিধানসভায় পেশ করা হবে।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সরকারের বিজ্ঞাপ্তি অনুসারে একাধারে ৬ মাস এডিসি-তে রাজ্যপাল শাসন লাগু থাকতে পারবে। কিন্তু, রাজ্যপাল চাইলে সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবেন। তাঁর মতে, ১৮ মে থেকে সম্ভবত এডিসি পরিচালনায় রাজ্যপাল প্রশাসক নিযুক্ত করবেন। এক্ষেত্রেও মন্ত্রিসভার সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। স্বাভাবিকভাবেই, বর্তমান পরিষদ ভেঙে যাবে।

আগরতলা-দিল্লী স্পেশাল ট্রেনের যাত্রা শুরু ১৮ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। করোনার প্রকোপে দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকার পর চালু হচ্ছে রেল পরিষেবা। আপতত আগরতলা থেকে দিল্লী উভয় দিকে রেল পরিষেবা আগামী ১৮ মে থেকে শুরু হচ্ছে। সম্পূর্ণ বাতানুকূল ওই ট্রেন আগামী সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় দিল্লীর উদ্দেশ্যে আগরতলা থেকে রওয়ানা দেবে। তেমনি আগামী ২০ মে নয়াদিল্লী থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে সন্ধ্যা সাতটা পঞ্চাশ মিনিটে। ওই ট্রেন সপ্তাহে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনায় সংক্রমণের হার রাজ্যে ক্রমশ নিম্নমুখী নতুন আক্রান্ত ১ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ক্রমশ নিম্নমুখী। গতকাল দুই জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। আজ আরো এক ধাপ নেমে মাত্র ১ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তার থেকেও তাৎপর্যের বিষয় হল, ৭১০টি নমুনা পরীক্ষায় মাত্র ১ জন বিএসএফ আধিকারিক-র কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী আজ রাতে টুইট বার্তায় এই ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর কথায়, আজকের ৭১০টি পরীক্ষায় সাধারণ নাগরিক এবং বিএসএফ জওয়ানদের নমুনা ছিল।

ত্রিপুরায় সবমিলিয়ে এখন করোনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর্থিক প্যাকেজের সুবিধা ত্রিপুরাবাসীও পাবেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে তিনি আত্মনির্ভর ভারত গঠন করার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানকে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানকে সময়োপযোগী বলেও মন্তব্য করেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী করোনা পরিস্থিতিতে দেশের আর্থিক অবস্থাকে স্থিতিশীল রাখার জন্য ২০ লক্ষ কোটি টাকার যে আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আর্থিক প্যাকেজ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনায় আক্রান্ত বিএসএফ সীমান্ত নিরাপত্তা ভেঙে ফেলতে ছক চোরাকারবারিদের ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। ত্রিপুরায় করোনা-থাবায় বিএসএফ-এর জওয়ান সহ তাঁদের পরিবারের দেড় শতাধিক সদস্য আক্রান্ত। এরই সুযোগে চোরাকারবারিরা সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ভেঙে তছনছ করে দেওয়ার ছক এঁকেছে। এই বিস্ফোরক দাবি করেছেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তাপস দে। তাঁর কটাক্ষ, রোগের উৎস নিয়ে ত্রিপুরা সরকার এবং বিএসএফ-এর সন্দেহজনক মৌনতা সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রতি মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে সাহায্য করছে। কারণ, মানুষ এখন প্রত্যেক বিএসএফ জওয়ানকে সন্দেহের চোখে দেখছেন। তাতে সীমান্ত নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

তাপস বলেন, করোনা অতিমারির প্রকোপে বিএসএফ জওয়ানরা আক্রান্ত হয়েছেন। এখমতাবস্থায় সারা ত্রিপুরাবাসীকে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো উচিত। কারণ, জন নিরাপত্তায় তাঁরাই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফের প্রথম দুই করোনা আক্রান্তের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ ঃ আইনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। রাজ্যে করোনা সংক্রমিত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রথম দুই বিএসএফ জওয়ানের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাদেরকে আগরতলা থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং একান্তবাসে রাখার ব্যবস্থায় বিএসএফ-এর আইজি-কে চিঠি পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে শনাক্ত ১০ জন বিএসএফ জওয়ানকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যেতে বিএসএফ-এর আইজি-কে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা মেনেই হাসপাতালে ১০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ায় তাঁদের ছুটি দেওয়ার তোড়জোড় চলছে।

এদিন তিনি বলেন, করোনা আক্রান্ত শিশুটিও বর্তমানে স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে শিশুটি শালবাগানে বিএসএফ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ত্রিপুরার করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য তুলে ধরে বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ২৩০ জন প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সহযোগিতা করছে না, ফের আক্ষেপ মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। করোনা-র প্রকোপে লকডাউন-এ পশ্চিমবঙ্গে ত্রিপুরার প্রচুর নাগরিক আটকে রয়েছেন। কিন্তু, তাঁদের ত্রিপুরায় ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন সহযোগিতা করছে না। আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে ফের ক্ষোভের সুরে এ-কথা বলেন ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এদিন তিনি বলেন, বহিঃরাজ্যে ৩৯,৭৯৯ জন আটকে রয়েছেন। তাঁরা ত্রিপুরা সরকারের পোর্টাল-এ নাম নথিভুক্ত করেছেন। এ-বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, কর্ণাটক-এ ১২,৯০০ জন ত্রিপুরার নাগরিক আটকে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১১৬০ জন-কে নিয়ে একটি ট্রেন আগামীকাল সকাল ১১টায় ত্রিপুরায় পৌছাবে। সাথে তিনি যোগ করেন, আগামী ১৪ কিংবা ১৫ মে আরও একটি ট্রেন কর্ণাটক থেকে ত্রিপুরার নাগরিক-দের নিয়ে আসবে।

তিনি জানান, তামিলনাড়ু-তে ৮৭৭১ জন ত্রিপুরার নাগরিক আটকে রয়েছেন। তাঁদের আনার জন্য ট্রেন-র ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১৮০ জন সড়কপথে রওয়ানা দিয়েছে। তাদের প্রয়োজনীয় পাস দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, তেলেঙ্গানায় ১১৩২ জন ত্রিপুরার নাগরিকদের জন্য আন্তঃরাজ্য পাস-র ব্যবস্থায় লিখিতভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে। তেমনি, মহারাষ্ট্রে ২৭২০ জন-কে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, ৩টি বাস ও কয়েকটি বেসরকারি গাড়িতে বেশ কিছু মানুষ রওয়ানা দিয়েছেন। বাকি, কিছু মানুষ-কে পুণে থেকে মুম্বাই নেওয়া হচ্ছে। কারণ, পয়েন্ট টু পয়েন্ট ট্রেন পরিষেবায় মুম্বাই থেকে রওয়ানা দিতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, চলতি সপ্তাহেই মুম্বাই থেকে ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে ট্রেন ছাড়বে।

কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ত্রিপুরার নাগরিকদের ফেরত পাঠানোর বিষয়ে কোন সহযোগিতা করছে না বলে তিনি আক্ষেপ করেন। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, পশ্চিমবঙ্গে ৯২৪২ জন ত্রিপুরার নাগরিক আটকে রয়েছেন। কিন্তু, তাঁদের ট্রেন-এ ফিরিয়ে আনার বিষয়ে ওই রাজ্যের সরকার এখনো অনুমতি দেয়নি। এমনকি, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল নতুন গাইডলাইন মোটর শ্রমিকদের ভাতা ১০০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের অর্থ ব্যয়, এই তহবিল থেকে কারা কারা সহায়তা পাবেন এবং তহবিলের মনিটরিং ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করার অনুমোদন দিয়েছে। তিনি জানান, এতোদিন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলের অর্থ ব্যয় সহ বিভিন্ন বিষয়ের সুনির্দিষ্ট কোনও গাইডলাইন ছিলো না। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্যই এই গাইডলাইন তৈরি করা হবে।

রাজ্যের মোটর শ্রমিক, অটোরিক্সা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০৩২৩ এর শিক্ষা ভবন ঘেরাওকে ঘিরে ধুন্ধুমার

মঙ্গলবার ১০৩২৩ এর পক্ষ থেকে শিক্ষা ভবন ঘেরাও করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার শিক্ষা ভবন ঘেরাও করা হয়। ১২দিন আগে শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে সাত দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে একটি ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছিল। শিক্ষা অধিকর্তার তরফ থেকে এ বিষয়ে কোনো ধরনের সদুত্তর দেওয়া হয়নি। নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর মঙ্গলবার ১০৩২৩ শিক্ষকদের পক্ষ থেকে শিক্ষা ভবন ঘেরাও ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

শিক্ষা ভবন ঘেরাও ও বিক্ষোভের খবর পেয়ে পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা ছুটে যান। আন্দোলনরত শিক্ষকরা জানান তারা বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করতে চান এবং এ বিষয়ে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে স্পষ্টীকরণ চান। কিন্তু শিক্ষা অধিকর্তা আন্দোলনকারী শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হননি। তাতেই আন্দোলনকারী শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে এবং তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন। আন্দোলনকারীরা অবশ্য কোন ধরনের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেন নি।

বিক্ষোভরত আন্দোলনকারীদের সেখান থেকে সরিয়ে নিতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের দস্তাদস্তি হয়। আন্দোলনকারীরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তারা যে চার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মূর্তি, সচেতনতা ও সতর্কবার্তার অভিনব উদ্যোগ মৃৎশিল্পী দম্পতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। করোনা ভাইরাসের মূর্তি বানিয়ে জনসচেতনতা এবং মানুষকে সতর্ক করার পন্থা নিলেন মৃৎশল্পী দম্পতি। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বনকুমারী ক্ষুদিরামপল্লির বাসিন্দা উষাশেখর চৌধুরীর কথায়, করোনা অতিমারি সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছেউ তাই, এই ভাইরাসের বিধ্বংসী রূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি। এজন্য রাক্ষস-রূপী করোনা-র মূর্তি বানিয়েছি। তিনি বলেন, আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে মানুষকে সচেতন ও সতর্ক করার এই উপায় বের করেছি। তাঁদের আশা, মানুষ করোনা মোকাবিলায় সমস্ত নিয়ম মানবেন এবং করোনা-র হাত থেকে সমগ্র জাতি ও দেশকে রক্ষা করবেন।

করোনা মোকাবিলায় নানাজন বিভিন্ন উপায় বের করার চেষ্টা করছেন। সেই কঠিন লড়াইয়ে মৃৎশিল্পী দম্পতিও অংশীদার হতে চেয়েছেন। উষাশেখর চৌধুরী বলেন, এখন লকডাউন চলছে। তাই কাজকর্ম বিশেষ নেইউ ফলে, অবসর সময়ে স্বামী-স্ত্রী মিলে করোনা-র বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন ও সতর্ক করার উপায় বের করেছি। তিনি বলেন, করোনা-র ভয়াবহতাকে মূর্তি-তে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি। তাই, রাক্ষস-রূপী এক করোনা-র মূর্তি বানিয়েছি আমরা। তাঁর বিশ্বাস, করোনা আমাদের জীবনে কতটা ভয়ংকর হতে পারে মূর্তির বিধ্বংসী রূপ সেটাই বোঝাতে চাইছে। তবে সমস্ত অন্ধকার এবং আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করে জিততেই হবে, সেই অঙ্গীকার মানুষ গ্রহণ করুন, আমরা তা চাইছি।

বনকুমারীর মৃৎশিল্পী উষাশেখর চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী করোনা মূর্তি বানিয়ে সতর্কবার্তার প্রয়াস নেন। ছবি নিজস্ব।

তাঁর স্ত্রী মঞ্জু চৌধুরী বলেন, করোনা-র প্রকোপে আমরা এখন ঘরবন্দি। তাই, মানুষকে এই ভাইরাসের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতেই হবে। তাঁর দাবি, করোনা-র মূর্তি এই ভাইরাসের প্রকোপের পরিণাম সম্পর্কে মানুষের চোখ খুলে দেবে। তাই আমরা ওই মূর্তি বানিয়েছি।

প্রসঙ্গত, করোনা-র প্রকোপ নিয়ে ইতিমধ্যে শিল্পীমহল নিজ নিজ ভাবনায় মানুষের চেতনাকে নাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ভাইরাস সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির নানা উপায় বের করা হচ্ছে। কারণ, মানুষ যত এই ভাইরাস সম্পর্কে অবগত হবেন ততই নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে চেষ্টা করবেন। কারণ এই ভাইরাস বাতাসে ছড়ায় না। মানুষের সংস্পর্শেই বিস্তার লাভ করে সংক্রমণ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজস্ব ঘাটতি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। পঞ্চদশ অর্থ কমিশন পিছিয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন রাজ্যের রাজস্ব ঘাটতি হয়েছে। সেই ঘাটতি মেটাতে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশে অসম, ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছয়টি রাজ্যকে অর্থ বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। চলতি মাসেই ওই অর্থ রাজ্যগুলির কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নাগপুরে অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ওই অর্থরাশি রাজ্যগুলির কাছে পৌঁছে দিতে বলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের ব্যয় সংক্রান্ত অর্থ কমিশনের অধিকর্তা ভর্তেন্দু কুমার সিং। রাজস্ব ঘাটতি বাবদ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অর্থ কমিশন থেকে অসম সবচেয়ে বেশি এবং সিকিম সবচেয়ে কম অনুদান পাবে।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশন এক বছর পিছিয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবে রাজস্ব ঘাটতি পুষিয়ে দেওয়া হবে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সারা দেশ হিমশিম খাচ্ছে। সে মোতাবেক দেশের মূলস্রোত থেকে পিছিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করা অস্বাভাবিক নয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা এবং অসমে সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তাছাড়া, লকডাউন এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির অর্থনীতির মেরুদণ্ডে আঘাত করেছে। অবশ্যই এ-বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বিগ্ন। সে-ক্ষেত্রে এ মুহূর্তে অর্থ কমিশনের তরফে রাজস্ব ঘাটতি মিটিয়ে দেওয়ার উপহার নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী বলা যেতেই পারে।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের ব্যয় সংক্রান্ত অর্থ কমিশন বিভাগ অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং সিকিমকে রাজস্ব ঘাটতি বাবদ নির্দিষ্ট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২১১ ▫ ১৩ মে ২০২০ ইং ▫ ৩০ বৈশাখ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

রাজ্যে আশার আলো

না, এখনও বিএসএফ কর্তৃপক্ষ ঝাড়িয়া কাশিতে রাজী নহেন। অন্তত এই বাহিনীর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নীরবতা রাজ্যে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়াছে। ত্রিপুরা আসলে করোনা মুক্ত হইবার সম্ভাবনা প্রবল ছিল। কিন্তু, বিএসএফ জওয়ানরা আক্রান্ত হইয়া স্বপ্নকে লন্ডভন্ড করিয়া দিল। সোমবার সাড়ে সাতশ নমুনা পরীক্ষায় আরও দুই বিএসএফ আধিকারীক করোনা সংক্রমিত ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু, সাধারণ মানুষ একজনও সংক্রমিত হইয়াছেন ধরা পড়ে নাই। রাজ্যে বর্তমানে ১৪৮ জন করোনা সংক্রমিত রোগী চিকিৎসাধীন আছেন। তাহারা সকলেই বিএসএফ পরিবারের। নমুনা সংগ্রহে ত্রিপুরা দেশে পঞ্চম এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলে দ্বিতীয় রাজ্য। নমুনা পরীক্ষার এখন পর্য্যন্ত যে রিপোর্ট পাওয়া গেল তাহাতে তো ত্রিপুরা কার্য্যত করোনা মুক্ত। সাধারণ নাগরিক করোনা সংক্রমিত হইয়াছেন এমন খবর নাই। যে দুইজন আক্রান্ত হইয়াছিলেন তাহারা সুস্থ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছেন। বারবার প্রশ্ন উঠিয়াছে বিএসএফ জওয়ানরা এমন গণহারে করোনা আক্রান্ত হইবার পিছনে রাহস্য কি? বারবার প্রশ্ন উঠিয়াছে বিএসএফ জওয়ানদের সংক্রমনের উৎস কোথায়? যদি সংক্রমনের উৎসের সন্ধান পাওয়া যাইত তাহা হইলে এই সমস্যাকে আরও বেশী যথাযথ ভাবে মোকাবিলা করা যাইত। কেন্দ্রীয় সরকারও এক্ষেত্রে একেবারে মৌনী বাবার ভূমিকায় কেন সেই প্রশ্নও উঠিয়াছে। বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্ত পাহাড়ায় নিয়োজিত। জঙ্গলে আন্তর্জাতিক সীমান্তে তাহারা ডিউটি করেন। সেই অবস্থায় তাহাদের মাখামাখি হইয়াছিল কাহাদের সাথে? বিএসএফের শীর্ষ আধিকারীক জানিয়া বুঝিয়াও চুপ মারিয়া গিয়াছেন। হয়ত তাহা প্রকাশ করিলে সম্মান হানি হইবে। কিন্তু, বৃহত্তর স্বার্থে করোনা মোকাবেলায় যাহারা আছেন তাহাদের জানানো খুব জরুরী ছিল।

ত্রিপুরার মানুষের কপাল ভাল যে সাধারণকে করোনা থাবা বসায় নাই বা বসাইতে পারে নাই। বিশেষজ্ঞরা ত্রিপুরার আবহাওয়ায় মানুষের শারীরিক শক্তি ইত্যাদি করোনাকে প্রতিহত করিবার পক্ষে সহায়ক এবং রাজ্যের সাধারণ মানুষ যথেষ্ট সাবধানতা গ্রহণ করিতে পারিয়াছে বলিয়াই এই সাফল্য পাওয়া গিয়াছে বলা যায়। আর এজন্যই সাধারণ মানুষ করোনা মুক্ত থাকিয়া অনেক বেশী স্বস্তিতে আছেন। জহরনগরে বিএসএফের অনেক জওয়ান ক্যাম্পের বাহিরে পরিবার নিয়া ভাড়া থাকিতেন। সবচাইতে আশ্চর্য্যের এই বাড়ীর মালিকের পরিবার পরিজনরা করোনা আক্রান্ত হন নাই। যদি বিএসএফ জওয়ানদের গণহারে করোনা আক্রমণ না হইত তাহা হইলে ত্রিপুরাকে তো করোনা মুক্ত রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করা যাইত। না, তবু বিএসএফ নিজেদের দূর্বলতা কোথায়, কিভাবে এবং কেন করোনা সংক্রমিত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট না করার ফলে রাজ্য প্রশাসন বড় বেশী অস্বস্তিতে আছে। বিএসএফ জওয়ানদের করোনা আক্রান্তের ঘটনা অন্যান্য রাজ্যের করোনা বিশেষজ্ঞদেরও অনেক বেশী ভাবনায় ফেলিয়াছে। ত্রিপুরার মানুষ বিএসএফ জওয়ানদের ভূমিকা নিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছেন। একটি দায়িত্বশীল বাহিনী এখনও মানুষকে চিকিৎসা কর্মীকে করোনার উৎসের সন্ধান দিতে পারিতেছেন না। ত্রিপুরার সাধারণ নাগরিকরা করোনা মুক্ত থাকিতেছেন ইহা কম আশ্বস্তের নহে। এক্ষেত্রে বিএসএফের শীর্ষ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নৈরাশ্যজনক। ত্রিপুরায় গ্রীন জোন এলাকায় লকডাউন অনেক শিথিল করা হইয়াছে। কিন্তু, যেখানে আক্রান্ত বিএসএফ অবস্থান করিয়াছেন সেখানে লকডাউনের স্টিম রোলার চালানো হইয়াছে। কমলপুরের দুই ওয়ার্ড কার্য্যত নাকাবন্দী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৮ মের আগে লকডাউনের চতুর্থ দফা ঘোষণা হইবে এবং তখন কিভাবে লকডাউন পালন করিতে হইবে তাহা জানানো হইবে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মঙ্গলবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে জানাইয়াছেন। তিনি আত্মনির্ভর ভারত গড়িতে ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করিয়াছেন। এই প্যাকেজ কিভাবে কার্য্যকর করা হইবে তাহা বুধবার হইতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করিবেন। সুতরাং করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ত্রিপুরাকে জয়ী হইতে হইবে। এক্ষেত্রে বিএসএফের বিশাল দায়িত্ব আছে। কিন্তু এই বাহিনী রাজ্যবাসীকে ঘুমে রাখিতেছে। সংক্রমনের উৎস গোপন রাখিতেছে। ত্রিপুরায় করোনা আতঙ্কের জন্য বিএসএফ অনেক বেশী দায়ী। তাহা কতদিন বরদাস্ত করা হইবে।

আকাশ পরিষ্কার, গাছ থেকে পড়ছে বৃষ্টির ফেঁটা, অলৌকিক ভাবনায় ধূপধুনো দেখিয়ে কাছাড়ের কাটিগড়ায় চলছে পূজার্চনা

কাটিগড়া (অসম), ১২ মে (হি.স.) : আকাশ পরিষ্কার। প্রখর রোদ, না-ঝড়, না-তুফান, না-বৃষ্টি। কিছুই হচ্ছে না। এমতাবস্থায় প্রখর রোদের মধ্যে একটি গাছ থেকে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। এই দৃশ্য দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার অন্তর্গত কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার কাতিরাইল গ্রামের জনৈক গৃহস্থের বাড়িতে দেখা গেছে।

রবিবার কাতিরাইল পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অশোক কুমার দাসের বাড়িতে এই 'অলৌকিক' দৃশ্য দেখার জন্য আশপাশের মানুষরা ভিড় জমিয়েছিলেন। দুপুরে কাতারে কাতারে মানুষ গাছ থেকে পড়া জল সংগ্রহ করে নিজেদের বাড়ি নিয়ে সংরক্ষণ করে রাখতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এলাকারই সবিনয় কুমার দাসও ছিলেন এঁদের মধ্যে এখজন। এই জল দিয়ে কী করবেন জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, "বাড়িতে রাখবো, ওষুধের কাজে লাগতে পারে"। এভাবে এলাকার অনেক মানুষ জল নিয়ে গেছেন। হয়তো এই জল পান করলে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ হবে না, এমন ধারণা করে অনেকে সেই জল পানও করেছেন।

এদিকে অনেকেই মনোবাসনা পূরণ করার জন্য মোমবাতি, ধূপধুনো, ফুল দিয়ে গাছের নীচে পুজো করেছেন। আবার কেউ কেউ গাছের নীচে বসে পূজার্চনা করে আরাধনা করে উপস্থিত মানুষের মধ্যে প্রসাদও বিলিয়েছেন। এদিন দুপুর নাগাদ গাছ থেকে বৃষ্টি পড়ার দৃশ্য প্রথমে নজরে আসে গৃহকর্তা অশোক কুমার দাসের। তিনি যখন তাঁর বাড়ির পেছনে টিলার উপরে যান, তখন বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনেন। অথচ আকাশ পরিষ্কার, প্রখর রোদ। তা হলে বৃষ্টি কোথায় হচ্ছে? খুঁজতে গিয়ে দেখেন মান্দার নামের একপ্রকার ফুলের গাছ থেকে অঝোরে বৃষ্টির ফোটার মতো জল পড়ছে। গাছটি বট বৃক্ষের সমান। বিস্মিত অশোক দাস পাড়া-প্রতিবেশী দুয়েকজনকে ঘটনা সম্পর্কে অবগত করান। গাছ থেকে বৃষ্টি পড়ার ঘটনা পাঁচ কান হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে জনসমাগম ঘটতে থাকে। অনেকে এটাকে অলৌকিক ঘটনা বলে অভিহিত করেন। গৃহকর্তা অশোক কুমার দাসের অনুমতি নিয়ে অনেকেই পূজা-অর্চনা করতে থাকেন। অশোকবাবু তাদের বাধা দেননি। প্রকৃতি শান্ত হয়েছে। লকডাউনের ফলে গাড়ি চলাচল কমেছে। কলকারখানা বন্ধ। ফলে আবহাওয়া অনেকটা দূষণমুক্ত হয়েছে। প্রকৃতি আগের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। আবহাওয়ার এই পরিবর্তন ঘটায় এমন হয়েছে। বলেন, এলাকার জনৈক বিনায়ক ভট্টাচার্য। এই মত গৃহকর্তা অশোক দাসেরও। তবে কেউ বিশ্বাস নিয়ে পূজা করছে, তাতে তিনি ভক্তদের আস্থায় বাধা প্রদান করেননি। এদিন কম করে প্রায় পাঁচশো মানুষ পূজা দিয়েছেন 'অলৌকিক' গাছের তলায়।

পরপর চার-বার বিস্ফোরণে কাঁপল কাবুল, হতাহতের খবর নেই

কাবুল, ১২ মে (হি.স.): পরপর চার-বার বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল। সোমবার কাবুল শহরের পিডি ৪-এর তাহিয়া মাস্কান এলাকায় কমপক্ষে চার-বার বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। সৌভাগ্যবশত বিস্ফোরণে হতাহতের কোনও খবর নেই।

আফগান সুরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রথমে রবিবার রাতে বিস্ফোরণ হয়, এরপর সোমবার সকালে চার-বার বিস্ফোরণ হয়। যদিও, হতাহতের কোনও খবর নেই। এর আগে রবিবার রাতে কাহাররাহী কান্বার এলাকায় দু"টি বিস্ফোরণ হয় এবং হুটখিল এলাকায় একটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। রবিবার রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত সাতটি বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছে কাবুল। এখনও পর্যন্ত বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি কোনও জঙ্গি সংগঠন।

করোনার দিনগুলোতে ঘরে বসে পড়া

ঝন্টু বড়াইক

বিশ্বের এক-পঞ্চাংশে মানুষ এখন ঘরবন্দি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গত এক শতকে মনুষ্য সভ্যতার এত বড় বিপর্যয় আর দেখা যায়নি। প্রায় ২০০টি দেশে কোথাও আংশিক ও কোথাও পুরোপুরিভাবে ৩০০কোটির দৈনন্দিন জীবন-জীবিকা আজ সম্পূর্ণ স্তব্ধ। বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বহুদিন বন্ধ রয়েছে। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর তথ্য বলছে এই মুহূর্তে লকডাউনের কারণে বিশ্বে দেড়শো কোটি শিশু স্কুল আঙনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে আমাদের স্কুল,কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় তথা সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রয়েছে কয়েক কোটি শিক্ষার্থী। ইউনিসেফ ৭৩টি দেশের শিক্ষামন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কিভাবে এই শিশুদের অপ্রচলিত অনলাইন বা ডিজিটাল মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন পাঠদান সম্ভব হয় সেই বিষয়ে মতামত চেয়েছেন। এই অবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তিসহ অন্যান্য উপায়ে দেশ-বিদেশে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান লার্ন ফর্ম হোম' ব্যবস্থা শুরু করেছে। উন্নত দেশগুলিতে সেক্ষেত্রে ঘরে বসে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও বাদ সাধছে আমাদের মতো দুর্বল শিক্ষা পরিকাঠামোযুক্ত দেশগুলিতে। যেখানে, কিছু বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সীমিত পরিসরে বিভিন্ন কার্যক্রম চললেও সিংহাভাগের সরকারি স্কুল-কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা অথৈজলে। অথচ, বিশ্বায়িত চালচিত্রে আজ আমাদের একটা বড় অংশেণ কাছে টেলিভিশন, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউব, অনলাইন, আপলোড ইত্যাদি শব্দগুচ্চ জীবনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদন পরিণথ হয়েছে। প্রয়োজন এই সহজলভ্য (অন্তত একটা অংশের) আধুনিক পরিষেবাগুলিকে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সুচারু রূপে ব্যবহার করা। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক হিসেবে আমাদেরও বহু কিছু করণীয়। রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের দায়িত্বের পাশাপাশি একজন শিক্ষকের দায়িত্বও অপরিসীম। কারণ, একজন শিক্ষক হিসেবে আমার দায়িত্ব শুধু শ্রেণিকক্ষে ক্লাস পরিচালনা করা আর সেমিস্টারের খাতা দেখার মধ্যে সীমায়িত নয়। যে কোনও পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো। শিক্ষার্থীদের পাঠদান নিয়ে ভাবা এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ। উদ্দেশ্য এখটাই দেশের কোটি কোটি শিক্ষার্থীকে গৃহবন্দি দশায় এক অনিশ্চয়তাজনিত মানসিক চাপ থেকে মুক্ত করে একাডেমিক কাজে নিয়োজিত রাখা। তা সে সাধারণ পাঠক্রম থেকে শুরু করে সহ পাঠক্রমিক বিষয় যথা, নাচ-গান-জিম-এর শরীর চর্চা, সাঁতার কাটার সময় শরীরের বিভিন্ন চাল-চলন কিংবা ডাক্তার বা মনোবিদের পরামর্স সবটাই।

ইতিমধ্যে, মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে দেশের অদিকাংশ সর্বভারতীয় পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে। যেগুলি সম্পূর্ণ হয়েচে তাদের ফলাফল কবে প্রকাশিথ হবে তা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। সংক্রমণ পরিস্থিতির উন্নতি না হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কবে নাগাদ খোলা হবে তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারছেন না। এই অবস্থায় কী হবে প্রাইমারি থেকে উচ্চশিক্ষায় অধ্যায়নরক শিক্ষার্থীদের? সব স্তর মিলিয়ে দেশে প্রায় কয়েক কোটি শিক্ষার্থী রয়েছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে তাদের মূল্যবান কোটি কোটি ঘণ্টা কি আমরা এমনিতেই নষ্ট হতে দেব? দেওয়া কী উচিত হবে?

উন্নত দেশগুলিতে বিশেষ প্রযুক্তি বা শিক্ষাপ্রদানের উচ্চ প্রযুক্তির প্রয়োগের সুব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে, অনলাইনে প্ল্যাটফর্মে বিভিন নধরনের পড়াশোনার সরকারি ও বেসরকারি সুযোগ।

কিন্তু আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেক নামীদামী আর পরিরাইটেড সপটওয়্যার প্রযুক্তির সার্বিকভাবে ব্যবহার অসম্ভব। ফলে সে দিকে না তাকিয়ে আমাদের উচিত হবে তাদের নাগালে থাক প্রযুক্তিগুলো কীভাবে পড়াশোনার কাজে খুব ভালোভাবে প্রয়োগ করা যায়, তার বব্যস্থা করা। এগুলো ছাড়াও স্কুল-কলেজের বাইরে, ঘরে বসে শিক্ষা দেওয়ার আর নেওয়ার কিছু সহজ পদ্ধতি আর কৌশল নিয়ে ভাবা যেতে পারে। বিশেষ করে মফসসল আর গ্রামের শিক্ষার্থীদের কথা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভাবতে হবে। এ দেশের অর্থনৈতিক বাবস্থা তো ভিন্ন। 'লার্ন ফ্রম হোম' উদ্ভুত সমস্যার সমাধানগুলোও তাই ভিন্ন হবে। ইউরোপ আমেরিকার মতো হবে না। বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা আর পারিপার্শ্বিকতার জন্য থাকতে হবে বিভিন্ন সমাধান। আর এসব সমাধান বের করতে হবে সবাই মিলে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো, শিক্ষার্থীরা, অভিভাবকেবা, আর বিভিন্ন প্রযুক্তিগত পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর যেমন—ইন্টারনেট আর মোবাইল ফোন সংযোগ সহায়তা কেন্দ্র, এলাকার ইন্টারনেট সরবরাহকারী, রাজ্য কেন্দ্রীয় স্তরে সরকারি ও তথ্যসেবা/ তথ্যমিত্র কেন্দ্র, গ্রামীণ ওয়্যারলেস ব্যবস্থা, স্যাটেলইড় নির্ভর চ্যানেল আর এফ এম রেডিও স্টেশন ইত্যাদির সমন্বয় প্রয়োজন।

আমাদের তথ্যপ্রযুক্তির এখন অনেকটাই সুদৃঢ়। ইন্টারনেট-ফোন ব্যবহারেরখরচের দিকটা ন্যূনতম হলে, যেকোনও অনলাইন শিক্ষার পরিকল্পনা সর্বত্রই অনেকাংশে সমাধান সম্ভব। অনলাইনে লাইভ স্ট্রিমিং, ভিডিও চ্যাটিং-এর মাধ্যমে। তবে, লেকটার দিতে গেলে যেসব সময় লাইভ ব্রডকাস্ট করতে হবে এমন ধারণাও সবসয় ঠিক নয়। আগে থেকে রেকর্ড করা লেকচারেরও কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। আর ক্লাস চলাকালীন বা এরপর ছাত্রছাত্রীদের হাজারটা প্রশ্ন থাকতেই পারে, সেটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে একজন শিক্ষক কীভাবে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন লাইভ থাকা আবস্থায়। অতবা যখন তিনি আগে থেকে রেকর্ড করা ভিডিও চালাচ্ছেন। সেটা কার ব্যাপার। যদিও সমস্যা আরও আছে। শহরাঞ্চল না হয় ভালো কানেক্টিভিটি ও অন্যান্য প্রযুক্তি অনেকটাই সহজলভ্য। কিন্তু শহর ছেড়ে বের হলে? যেসব জায়গায় শিক্ষক অপ্রতুল বা থাকলেও তাঁদের দ্বারা অনলাইনে পাঠদান কতটা সম্ভব একটা গুরুতর প্রশ্ন থেকে যায়। তাছাড়াও খরচের ব্যাপারটা তো সেখানে একটা বিরাট সমস্যা। বিভিন্ন পর্যায়ে এসব সমস্যার গ্রহণযোগ্য উত্তর খুঁজতে হবে। স্কুলস্তরে সবার মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির, সুবিধা ততটা নাও থাকতে পারে। যেখানে, অনেক শিক্ষার্থীর বাড়িতে টেলিভিশন নেই। ইন্টারনেট ব্যবস্থা থেকে অনেক পরিবারের এখনও যোজন দূরে। আর থাকলেও এর পেছনে খরচ একটা বিলাসিতার শামিল। আর শিক্ষকদের সময়/ অভিজ্ঞতা/ সংযোগ এসবও বড় ফ্যাক্টর হয়ে দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে কমিউনিটি স্তরে সমাধান করা যেতে পারে। যেমন, এলাকার এক বা একাধিক সহজলভ্য সংযোগকে আমরা রিসোর্স হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। ফেসবুকে ক্লাসরুম বানিয়ে । কোর্সভিত্তিক আলাদা আলাদা গ্রুপে লাইভ ক্লাস নিয়ে। সেক্ষেত্রে পেসবুকে প্রতিটা ক্লাসের থাকবে, যার নিয়ন্ত্রণ থাকবে যৌথ, আর নিরম করে সেখানে সিক্ষকদের লাইভ ক্লাস দেওয়া হবে। ছাত্রছাত্রীদের কাছে পেজগুলোর দায়িত্বে দিলে একটা সমন্বয় তৈরি হবে, যেটা খুব দরকার। এছাড়া ভিডিও অ্যাপ টিকটক-এর প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে খেলার ছলে কিছু বোঝানো বা ছোটখাটো অ্যাসাইনমেন্টে করা যেতে পারে। তবে এই ক্লাসগুলোয় পড়ানোর সময়ে শিক্ষক-ছাত্র আর ছাত্রদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে নিজেদের মধ্যে গঠনমূলক ইন্টারেকশন থাকে।

আবার আগে থেকে রেকর্ড করা ক্লাসগুলো আমরা অনলাইন বা অফলাইন, দুভাবেই শেয়ার করতে পারি। যদি ইন্টারনেট সংযোগ দুর্বল হয়, তবে মেমোরি কার্ডে ক্লাস ভিডিও অডিওগুলো সেভ করে রাখা যেতে পারে। যেগুলো পরবর্তী সময়ে হাতবদল হতে পারে শিক্ষক আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে। এছাড়াও কিছু পুরোনো ব্যবস্থা যেমন, মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশেঅনা নিয়ে বিভিন্ন দৈনিক কাগজে প্রকাশিত বিষষভিত্তিক প্রতিবেদন সংগ্রহ এগুলোর সঙ্গে যদি এখন নিয়মিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসগুলোর ভিডিও-অডিও'র কিউআর কোড (কুইক রেসপন্স কোড) শেয়ার করা যায়, তাহলে ভালে াকনটেন্ট নিয়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ইতিমধ্যে ইংরেজি মাধ্যম ও আঞ্চলিক শিক্ষা দফতর সরকারি ও বেসরকারি চ্যানেল ব্যবহার করে প্রাথমিক/ জুনিয়র/ উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের ক্লাস শুরু করেছে। খুব ভালো উদ্যোগ। তবে এঘুলি মূলত কাজ করবে উদ্‌ঘাত (রেফারেন্স) হিসেবে। তৃণমূলস্তরে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি পরিচিত মুখ (শিক্ষক) না থাকে, যদি স্থানীয় পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সমন্বয় করা না হয়, তাহলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাঠদান রেকর্ড করে দিলেও আখের লাভ হবে না। আর কমিউনিটি লেভেলে এই কাজে খুব ভালোভাবে সহযোগিতা করতে পারবে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা আমাদের বিভিন্ন গণমাধ্যম (দুরদর্শন) ও রেডিও সেন্টারগুলো। ক্লাস অ্যাসাইনমেন্টের জন্য গুগল ফর্ম, গুগল ডক, গুগল ড্রাইভ ও ইউটিউব ভিডিও'তে পাঠ পরিকল্পনা করা যেতে পারে, প্রয়োজনে ক্লাসের পরেও ভিডিওগুলো দেখা যাবে। শুধু কম্পিউটার নয় যে কোনও ডিভাইস থেকে শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নিতে পারবে। এই অনিশ্চিত বিপর্যয়ের মধ্যে ইউটিউব হয়ে উঠতে পারে অনলাইন ক্লাসের নোটস বিনিময় ও লাইভ ক্লাসে শিক্ষার্থীদের সমস্যা জানার মাধ্যম। ঠিক ওই সময়ে ক্লাসে উপস্থিত না থাকতে পারলেও পরে গ্রুপে ভিডিও হিসেবে থেকে যাবে এই লাউভ ক্লাসগুলো। ভিডিও শোয়ারিং ভিত্তিক সবছেয়ে বড় সাইট হচ্ছে ইউটিউব ব্যবহার। নির্ধারিত চ্যানেলে শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক ক্লাসের ভিডিও আপলোড করা হয়। সেই ভিডিওতে প্রাইভে; অপশন চালু করে শুধু নির্ধারিত শিক্ষার্থীদের দেখানো হয়। আবার একবারে সব ভিডিও আপলোড করে কোর্সে নির্ধারিত সময়ে ভিডিও প্রিমিয়ার করা যায়। নির্ধারিত মূল্যের মাধ্যমে বিশ্বের নামিদামি শিক্ষকদের ক্লাসগুলো পাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে প্রযুক্তির ব্যবহার, তুলনামূলভাবে সবচেয়ে সহজ। এই স্তরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির ধারণা ও ব্যবহার দুটোই বেশি। তাই আজকাল ভার্চুয়ালি ক্লাস একটি জনপ্রিয় ধারণা। বেশ কয়েকটি পদ্ধতিতে ভার্চুয়াল ক্লাস নেওয়ার পদ্ধতি থাকলেও ইউটিউব লাইভ, ফেসবুক লাইব, গুগল ক্লাসরুম, মাইক্রোসফট টিম, জুম এবং স্বাইপ—পদ্ধতিগুলির মধ্যে দু-একটির ব্যবহার ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে বহু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সেক্ষেত্রে লাইভ ক্লাস করতে হলে গুগলের হ্যাং আউট/ জুম' স্কাইপে ব্যবহার করা যায় সহজে (ভিডিও-অডিও)। নিদেনপক্ষে ফেসবুক লাইভ করে সময়ের ক্লাস সময়ে নিয়ে নেওয়া যাবে। যারা লাইভে আসতে পারবে না, তারা পরে সুবিধা অনুযায়ী রেকর্ড করা ভিডিও দেখে নিতে পারে। ভিডিও বা অডিও ফাইলগুলোর সেটিংস এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে বেশি বড় না হয়, তাতে অল্প খরচেই দ্রুত ক্লাস বা আলোচনাগুলো ডাউনলোড করা যাবে। ইমো বা হোয়াটঅ্যাপ প্ল্যাটফর্ম ও বেশ ভালে াসমাধান। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি হল গুগল ক্লাসরুম। অনেক শিক্ষই এখন গুগল ক্লাসরুম পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্লাস নিচ্ছেন। গুগল স্যাটে নিবন্ধন করে নির্ধারিত কোড দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রবেশ করতে পারবে ওই ক্লাসে । একটি কোর্সে অসংখ্য ক্লাসের পাশাপাশি ২০ জন শিক্ষক তাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন।

অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সময় কোনও অংশ বুঝতে সমস্যা হলে সরাসরি ভিডিও কনফারেন্স থাকা শিক্ষার্থী লাইভ প্রশ্ন, অনুপস্থিত শিক্ষার্থীরা পরবর্তী সময়ে কমেন্টের অপশনে আলোচনা করার সুযোগ করে দিচ্ছে। প্রতিটি লেকচারের ওপর নেওয়া ক্লাসগুলো ভিডিও রেকর্ড করে আপলোড করে দেওয়ার ব্যবস্তা রয়েছে। ফলে ওই সময় কোনও শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলেও পরে ভিডিও টিউটোরিয়েল ও লেকচার দেখতে পারবে। সেখানে তার কোনও সমস্যা থাকলে কমেন্ট লিখতে পারবে এবং শিক্ষক সেটির উত্তর দিতে পারবেন। একই সঙ্গে পরের দিনের লেকচারগুলো ওয়েসবাইটে দিয়ে পরের দিনের লেকচারগুলো ওয়েবসাইটে দিয়ে দেবেন। **(লেখক সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষা প্রযুক্তি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)**

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রাজস্থানে ছোট্টা এক জেলা ভিলওয়ারা

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

ভিলওয়ারা হ্যাঁ, আজ কোভিড -১৯ এর দৌলতে যে জেলার নাম মানুষের মুখে মুখে। রাজস্থানের জেলার মধ্যে একটি। কী এমন হল যে সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ এক বাক্যে স্বীকার করে নিল ভিলওয়ারাকে। এমন কী ঘটল সেখানে যে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী থেকে আমলা এমনকি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের নজরে এসেছে এই ছোট্ট জেলাটির নাম। প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলছেন, ভিলওয়ারা মডেল। আর এই মডেলকেই অনুসরণ করতে বলছেন সকলেই। রাজস্থানের জয়পুর থেকে ভিলওয়ারার দূরত্ব ২৫০ কিমি। জেলার ক্ষেত্রফল ১০ হাজার ৪৫৫ কিমি। ২০১১ সালের জনগণনা বলছে, এখানকার জনসংখ্যা ২৪ লক্ষ ১০ হাজার ৪৫৯ জন। বর্তমাম সময়ে জনসংখ্যা হিসাব করলে তা ২৮ লক্ষের আশেপাশে। ২৫টি লোকসভা আসনের ৩৩টি জেলার একটি। আর জেলার সদর ভিলওয়ারাই।

হ্যাঁ, নজির গড়েছে করোনা মোকাবিলাতে রাজস্থানের এই জেলাটি। তাই মানচিত্রের এক কোণে পড়ে থাকা এই ভিলাওয়ারা এখন সবার নজের। না কোনও যাদুমন্ত্রে নয়। নয় কোনও অদৃশ্য শক্তিবলে। ভিলওয়ারা কাজ করে দেখিয়েছে ইচ্ছে করে দূরদৃষ্টির এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবেই।

ভারতের সবকটি রাজ্যের সঙ্গে এক ভিলওয়ারা কাঁপছিল কোবিড-১৯ জ্বরেই। স্বাস্থ্য দফতরের মাথাব্যথা হয়ে উঠেছিল রাজস্থানের এই জেলাটিও। ফলে আর সবার সঙ্গে একই পংক্তিতে ছিল ভিলওয়ারা। আলাদা কিছু নয়। হিসাব বলছে ১৮ মার্চ এখানে করোনা সংক্রমণ খুঁজেড পাওয়া যায়নি। কিন্তু ৩০ মার্চ মাত্র বারো দিনের ব্যবধানে সে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে জেলাকে সিল করে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই। ৩০ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল সংক্রমণের সংখ্যা মাত্র ১জন। সংক্রমণ পুরোপুরি বন্ধ জেলা জুড়ে মোট রোগী যেখানে ২৭জন। আর এই ২৭ জনের মধ্যে ১৭ জন ইতিমধ্যেই সুস্থ। বাকিরা সুস্থতার পথেই। হিসাব বলছে করোনা ভাইরাস মোকবিলাতে এই জেলা এখনও সবার ওপরে। কিন্তু

কী করে, সেটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন।

কেমন করে সম্ভব হলো এই অসাধ্য সাধন? কী জাদুবেলে এই মারণ ব্যাধি জেলার সীমানতে আর উঁকি দিতে পারেনি। আর এই খবরেই সমগ্র দেশ এখন তাকিয়ে ভিলওয়ারার দিকেই। মুখে মুখে ফিরছে ভিলওয়ারা মডেলের নাম। কি কি সাবধানতা অবলম্বন করে এই যুদ্ধ জয় করল এই জেলা? ডাক্তার তেকে বিশেষজ্ঞ, মন্ত্রী থেকে আমলা, সকলের চোখই এখন রাজস্থানের এই প্রত্যন্ত জেলার মানচিত্রের দিকেই। সকলের প্রশ্ন একটাই কী সে পদ্ধতি, যা ভিলওয়ারাকে এই ক'দিন অন্যের থেকে আলাদা করে দিতে সমর্থ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম মেনেই স্টেস্ট টেস্ট আর টেস্ট। শুরু করেছিল প্রথম দিন থেকেই। তিন হাজার স্বাস্থ্যকর্মীর দল বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে শুরু করেছিল করোনা পরীক্ষা। অবশ্যই জেলার সীমানা সিল করেই, যাতে বাইরে থেকে কেউ ছড়াতে না পারে এই রোগ। আর এই কাজে সাহায্য করেছিল ২৭টি পুলিশ চৌকি। মাত্র ক'দিনে দু'লক্ষ বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল স্বাস্থ্যকর্মীর দল। আর ফল হাতে হাতে।

না, এখানেই থামে থাকেনি ভিলওয়ারা আর থামবেই বা কেন? যুদ্ধ জয় বলে কথা। আর সেই যুদ্ধ এখন জেলাজুড়ে। আর এই যুদ্ধের সৈনিক জেলার সকলেই। প্রথম দিন থেকেই জেলাজুড়ে লকডাউন। লকডাউন বলতে শতকরা ১০০ শতাংশ। না কোনও ছাড় নেই। দোকান বাজারের ঝাঁপ একেবারে বন্ধ। খাবার সামগ্রী সব বাড়িতে বসেই। ওষুধও জোগান এসেছে প্রশাসনের কাছ থেকে।

লকডাউনের শুরু থেকেই সঙ্গে কার্ফু। পজিটিভের সন্ধান মিললেই কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং। আর সে কাজটিও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। এতটুকু ফাঁকফোকর নেই কোথাও। জেলার সব হোটেল বন্ধ করে হোটেলের সব ক'টি রুমকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রূপান্তরিত করা। আর এই কল কাজের ফল যে আসবে হাতে হাতে, তা জানতেন ভিলওয়ারাবাসী। তাই প্রথম দিন থেকেই প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা। কার্ফু লকাডাউন গণ পরিবহণ ও ব্যক্তিগত গাড়ির ওপর নিষেধাজ্ঞা তো ছিলই। সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠী সংক্রমণ রুখতে জেলার সীমানা সিল করে দেওয়া ছিল আর এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। আর স্বাস্থ্যকর্মীর দল দু'লক্ষের মতো বাড়ি ঘুরে ঘুরে প্রায় দশ লক্ষম মানুষের টেস্টও করেছেন, যা সত্যিই কঠিন কাজ। থেমে নেই ভিলওয়ারা। শহর ও গ্রামজুড়ে আজও চলছে টেস্ট টেস্ট আর টেস্ট। আর এখজনকেও পজিটিভ পেলে সঙ্গে সঙ্গেই কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং ও কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বুধবার আগরতলা রেল স্টেশনে বহিঃরাজ্যে আটকে থাকা রাজ্যের বাসিন্দাদের রেলে করে নিয়ে আসা হবে। তাই মঙ্গলবার বিধায়িকা মিমি মজুমদার এসডিএম সাথে আলোচনা করে। ছবি- নিজস্ব।

লকডাউন : রাজ্যের পড়ুয়াদের ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করতে সরকারের কাছে আহ্বান জিইউ ছাত্র সংসদের

গুয়াহাটি, ১২ মে (হি.স.) : লকডাউনের মধ্যে অসমের ছাত্রছাত্রীরা অনলাইনে পড়াশুনো চালিয়ে যেতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মলনে এ কথা জানিয়েছেন গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক মুন তালুকদার। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বলেন, মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে গত ১৬ মার্চ থেকে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ (ইউজিসি)-এর নির্দেশিকা মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অনলাইনে নিরন্তর পাঠদান প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সমস্যা হচ্ছে তাঁদের যাঁরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামে থাকেন। সে ধরনের বহু গ্রাম আছে যেখানে বিদ্যুৎ সমস্যা, মোবাইলের নেটওয়ার্ক সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের প্রত্যেক পড়ুয়ার কাছে এখনও অ্যানড্রয়েড মোবাইল সেটও নেই। যার দরুন বহু পড়ুয়া এখনও অনলাইনে ক্লাসে যোগ দিতে পারেননি। এমন হলে পরীক্ষা নেওয়াও সম্ভব নয়, বলে মুন।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের কারিগরি শিক্ষা অধিকর্তা ক্লাসরুমে পাঠদান ছাড়াই জুন মাসে পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে নোটিশ জারে করেছেন। এই নোটিশের বিরোধিতা করে পড়ুয়াদের শৈক্ষিক ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক মুন তালুকদার। লকডাউনের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কমপক্ষে দু'মাস ক্লাস হওয়ার পর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার দাবি জানিয়েছেন মুন তালুকদার। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার খোলারও বিরোধিতা করেছেন তিনি।মুন জানান, ইতিমধ্যেই তেজপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কাজিরঙা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তেজপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অধ্যাপকদের কোয়ার্টার রয়েছে। ২৫টিরও বেশি ভিন দেশ থেকে আগত আন্তর্জাতিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা সেখানে ছিলেন। কোয়ারিন্টাইন সেন্টার খোলার আগে এই সব বিষয় রাজ্য সরকারের বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন ছিল বা এখনও আছে বলে দাবি করেছেন ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক। বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মহাবিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার না খোলার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

তাছাড়া ছাত্রছাত্রীদের ভাড়াঘর এবং ব্যক্তিগত হস্টেলে যাঁরা ভাড়া রয়েছেন তাঁদের ভাড়া শুধু এপ্রিল নয়, মে মাসেরও ছাড় দিতে সংশ্লিষ্ট মালিকপক্ষকে নির্দেশনা জারি করতে রাজ্য সরকারের কাছে ছাত্র সংসদের তরফ থেকে দাবি জানান তিনি। তা না হলে আর্থিক সংকটে পড়ে পড়ুয়াদের ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে বলে মনে করেন মুন। এছাড়া ভিন রাজ্যে আটকে থাকা পড়ুয়াদের প্রতিও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তোর ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক মুন তালুকদার।

কাছাড়ে কোভিড-১৯ রুখতে গৃহীত সর্বশেষ পদক্ষেপ ইত্যাদির পর্যালোচনা জেলাশাসকের

শিলচর (অসম), ১২ মে (হি.স.) : কাছাড়ে কোভিড-১৯-এর বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে আজ মঙ্গলবার জেলাশাসক তাঁর কার্যালয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে এক জরুরি সভা করেছেন। জেলাশাসক কীর্তি জল্লির পৌরোহিত্যে আজকের সভায় কোভিড-১৯-এর সর্বশেষ পরিস্থিতিতে করণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত সাত্তওয়ান, স্বাস্থ্য যুগ্ম অধিকর্তা ডা. এসজে দাস সহ স্বাস্থ্য দফতরের অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিতিতে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন জেলাশাসক। জেলাশাসক কীর্তি জল্লি ব্লক স্তরে কোভিড-১৯ কেয়ার সেন্টারগুলিকে শক্তিশালী করার উপর জোর দেন। এছাড়া তিনি গ্রাম পর্যায়ে নজরদারি কার্যক্রমের (সার্ভেইলেন্স প্রোগ্রাম) সজাগ তদারকির উপরও জোর দিয়েছেন। জেলাশাসক এই মহামারি থেকে সমাজকে রক্ষা করতে বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক ও কর্মচারীদের অতিরিক্ত ভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিন স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকগণ ছাড়াও ডিইইও, জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক, সহকারী শ্রম কমিশনার, জেলা ভেটেরিনারি অফিসার, পিএইচইডি এবং সেচ বিভাগের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে আরেকটি সভা হয়। এই বৈঠকে জেলাশাসক কীর্তি দল্লি জাপানিজ এনকেফেলাইটিস, ডেঙ্গু এবং অন্যান্য ভেক্টরজনিত রোগের বিস্তার রোধে বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

করোনা আতঙ্কে ১৭ হাজার বন্দীকে জামিন দেওয়ার ঘোষণা মহারাষ্ট্র সরকারের

মুম্বই, ১২ মে (হি. স.): করোনা আতঙ্কের জের।মহারাষ্ট্রের জেলে বন্দী ১৭ হাজার কয়দীকে অস্থায়ীভাবে জামিন দেওয়া ঘোষণা করলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ। জেলের ভেতর যাতে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে না যায়। সেই জন্যই এই ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার অনিল দেশমুখ জানিয়েছেন, আর্থার রোড জেলে ১৮৫ জন কয়দীর শরীরে করোনা মিলেছে। ভায়খোলা সহ অন্যান জেলাগুলোতে করোনা সংগ্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। এই সকল কয়দীর চিকিৎসা রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে চলছে। ফলে রাজ্য সরকার জেলে বন্দী ৫০ শতাংশ কয়দীর জামিনে মুক্তির ঘোষনায় করেছে। মহারাষ্ট্রের ৪৮ জেলের মধ্যে ৩৫ হাজারের বেশি কয়দী রয়েছে করোনার জেরে রাজ্যের প্রতিটি জেল সিলড করে দেওয়া হয়। কিন্তু জেলাগুলিতে ধারণ ক্ষমতার থেকে বেশি কয়দী হওয়ায় করোনা সংক্রমণ ছড়ানোর প্রবণতা বেড়ে যায়। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য হাইপাওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটি সোমবার রাজ্য সরকারের কাছে এই সুপারিশ করে যে জেলার কয়দীদের ৫০ শতাংশ কে জামিনে ছেড়ে দিতে হবে। সেই অনুযায়ীই এই ঘোষণা করা হয়।

জিম ও সেলুন খোলার অনুমতি দিল ব্রাজিল সরকার

রিও ডি জেনেরিও, ১২ মে (হি. স.) : ব্রাজিলে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে করোনার সংক্রমণ। তাই ব্রাজিলে জিম এবং সেলুন খোলার অনুমতি দিলেন দেশটির রাষ্ট্রপতি জাইর বলসোনারো।

সরকারি সূত্রে খবর, বর্তমানে করোনা মহামারী অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত। সরকারি গ্যাজেটের একটি বিশেষ সংস্করণে প্রকাশিত একটি ডিক্রিতে করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে চলা লকডাউনের আওতায় থাকা রাজ্য এবং শহরগুলিতে প্রয়োজনীয় ব্যবসায়ের তালিকায় জিম এবং সেলুন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সোমবার রাতে রাষ্ট্রপতি জাইর বলসোনারো সাংবাদিকদের বলেন, 'স্বাস্থ্য জীবনের সম্পদ তাই জিম ও সেলুনকে নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের তালিকায় রাখছি।' ব্রাজিলিয়ান রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস করেন, লকডাউন অর্থনীতির জন্য ধ্বংসাত্মক। যদিও এই সময়ে নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ অনেকটাই আটকানো গিয়েছে। সে দেশে করোনা ভাইরাসের জেরে ১১ হাজার ৫০০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছে এবং ব্রাজিলের ১ লক্ষ ৬৮ হাজারেরও বেশি মানুষ অসুস্থ হয়েছেন। এদিকে বাড়িতে বসে স্বাস্থ্যের যত্ন পূর্ণতা পাচ্ছে না। অনেকরই কোলেস্টেরল মাত্রা বাড়ছে। স্ট্রেসের সমস্যাও বেড়েছে। কিন্তু যদি জিমে গিয়ে শরীরচর্চার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখা যায় তবে তা অবশ্যই যুক্তিগত। পাশাপাশি, চুল ও নখের পরিচর্যাও জরুরি। এইসব নিয়ে আলোচনার পর ব্রাজিলে জিম ও সেলুন খোলার অনুমতি দেওয়া হল।

আগামী ৪৫ দিনে বহিঃরাজ্য থেকে অসমে আসবেন প্রায় ১০ হাজার নাগরিক, সবাইকে স্ক্রিনিং করে রাখা হবে কোয়ারেন্টাইনে : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১২ মে (হি.স.) : আজ থেকে শুরু হয়েছে ট্রেন চলাচল। ভূতল সড়কে বাস চলাচাল আগেই শুরু হয়েছে। ট্রেনে করে আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে রাজ্যে আসবেন প্রায় ১০ হাজার অসমের বাসিন্দা। আগতদের সকলকে রাখা হবে তাঁদের গৃহজেলার কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার কলেজ, ক্লাববাড়ি বা অন্য সুবিধাজনক স্থানকে কোয়ারেন্টইন সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলার কাজ তীব্র গতিতে চলছে, কোথাও সম্পন্ন হয়ে গেছে। জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মন্ত্রী জানান, বহিঃরাজ্য থেকে আগতদের স্ক্রিনিং, কোয়ারেন্টাইন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের তদারকি করতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়কদের। এ ক্ষেত্রে সহায়তা নেওয়া হবে স্থানীয় বেসকারি অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠনগুলোরও। ড় শর্মা জানান, তাঁদের ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে। ১৪ দিন পর করোনা উপসর্গ দেখা দিলে সংগ্রহ করা হবে নমুনা। নমুনায় কোভিড-১৯ সংক্রমিত বলে ধরা পড়লে নেওয়া হবে উপযুক্ত ব্যবস্থা। দেওয়া হবে চিকিৎসা পরিষেবা। মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব জানান, গতকাল তিনি তেজপুর, যোরহাটের কাকডোঙায় গঠিত স্ক্রিনিং সেন্টার পরিদর্শন করেছেন। আজ বিকেলে দিল্লি থেকে প্রায় ১,২০০ জনকে নিয়ে ডিব্রুগড়ের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছে একটি বিশেষ যাত্রীবাহী ট্রেন। যাত্রীরা আসার পর তাঁদের কোথায় কোথায় রাখা হবে তার ব্যবস্থাও ইতিমধ্যে করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। জানান, বঙাইগাঁও, গুয়াহাটি, লামডিং, মরিয়নি, ডিব্রুগড় প্রভৃতি স্টেশনে যাত্রীরা নামার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নিজ নিজ গৃহজেলায় পাঠানো হবে। গৃহজেলায় নিয়ে যাত্রীদের রাখা হবে কোয়ারেন্টাইনে, জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মহারাষ্ট্রের একটি গ্রামের নামকরণ করা হল প্রয়াত অভিনেতা ইরফান খানের নামে

পুণে, ১২ মে (হি. স.) : ২৯ এপ্রিল প্রয়াত হন বলিউডের অন্যতম সেরা অভিনেতা ইরফান খান। তাঁর মৃত্যুতে বলিউডের পাশাপাশি হলিউড স্টাররাও শোক প্রকাশ করতে শুরু করেন। এবার শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রয়াত অভিনেতার নামে নামকরণ করা হল মহারাষ্ট্রের একটি গ্রামের।

জানা গেছে, মহারাষ্ট্রের ইগতপুরি নামে একটি গ্রামের নতুন নামকরণ করা হয়েছে ইরফান খানের নামে। ওই গ্রামে নিজের বাগান বাড়ি তৈরি করবেন বলে জমি কিনেছিলেন ইরফান। এরপরই সেখানকার দুঃস্থ পরিবারের সন্তানদের পড়াশোনার দায়িত্ব নেন তিনি। শুধু তাই নয়, গ্রামে স্কুল খুলতে উদ্যোগী হন ইরফান। সেই স্কুলের খরচও বেশ কিছু অংশে বহন করেন তিনি। শুধু তাই নয়, সেখানকার দুঃস্থ শিশুদের মধ্যে থেকে বেশ কয়েকজনের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়ে তাঁদের বইপত্রও কিনে দেন ইরফান। এসবের পাশাপাশি গ্রামের মানুষের জন্য কিনে দেন অ্যাম্বুলেন্স। কোনও জরুরি অবস্থায় সেখানকার মানুষ যাতে শিগগিরই হাসপাতালসহ চিকিতসকের কাছে পৌঁছতে পারেন, অ্যাম্বুলেন্স কিনে সেই ব্যবস্থা করেন ইরফান। তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ইগতপুরির নাম পালটে করা হয়েছে ইরফান খান। স্থানীয় জেলা পরিষদের তরফে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর।

মধ্য অসমের রহায় সড়ক দুর্ঘটনা ট্রাকের ধাক্কায় আহত ব্যক্তি

রহা (অসম), ১২ মে (হি.স.) : মধ্য অসমের মরিগাঁও জেলার অন্তর্গত রহার নতুন চারালিতে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে জনৈক পথচারীকে ধাক্কা মেরে ঘায়েল করেছে একটি ট্রাক। আহত ব্যক্তিকে রহার বামুনিয়া গ্রামের জনৈক রূপজ্যোতি দাস বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যারাতে নিজের বাইসাইকেলে চড়ে বামুনিয়ায় তাঁর বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন রূপজ্যোতি দাস। নতুন চারালি এলাকায় জাতীয় সড়ক পার হতে গেলে এএস ১৭ বি ৭৩৮৬ নম্বরের একটি ট্রাক এসে তাঁকে ধাক্কা দেয়। ট্রাকটি নগাঁও থেকে গুয়াহাটির দিকে যাচ্ছিল। এ ঘটনায় গুরুতরভাবে ঘায়েল হন রূপজ্যোতি দাস। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সংকটজনক অবস্থায় ১০৮ জরুরি পরিষেবার অ্যাম্বুলেন্স করে নগাঁওয়ে ভোগনদী ফুকননী অসামরিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। এদিকে রহা থানার পুলিশ ট্রাক ও তার চালককে আটক করেছে বলে জানা গেছে।

সেন্ট পিটার্সবার্গে ভেন্টিলেটরে আগুন, মৃত ৫ করোনা রোগী

সেন্ট পিটার্সবার্গ, ১২ মে (হি. স.) : রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে হাসপাতালের আইসিইউতে ভেন্টিলেটরে আগুন লেগে মৃত্যু হল পাঁচ করোনা আক্রান্ত রোগীর। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার।

জানা গেছে, এদিন একটি রাশিয়ান হাসপাতালের আইসিইউতে থাকা ভেন্টিলেটরে আগুন লাগে। সেখানে করোনা রোগীদের চিকিৎসা চলছিল বলে জানা গিয়েছে। সরকারিভাবে এই মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, ভেন্টিলেটরটি ওভারলোডেড থাকায় তাতে আগুন লেগে যায়। সূত্রের খবর, প্রায় দেড় শতাধিক মানুষকে ওই হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। করোনা আক্রান্তের সংখ্যার নিরিখে এখন বিশ্বে তৃতীয় স্থানে রয়েছে রাশিয়া। রাশিয়ায় এখন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা মোট ২,২১,৩৪৪।

পরিযায়ী শ্রমিককে ধাক্কা বেপরোয়া গাড়ির

চণ্ডীগড়, ১২ মে (হি. স.): স্বপ্ন ছিল বাড়িতে পৌঁছানোর।নিজ রাজ্য ও গ্রামে পৌঁছে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় সেই সব স্বপ্নের সলিল সমাধি হল। ঘটনাস্থলেই নিহত এক পরিযায়ী শ্রমিক। গুরুতর জখম অপর পরিযায়ী শ্রমিক। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার আম্বলায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহত পরিযায়ী শ্রমিককে স্থানীয় চণ্ডীগড়ের পিজিআই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

জানা গিয়েছে আহত ও নিহত পরিযায়ী শ্রমিকরা বিহারের বাসিন্দা। তারা পায়ে হেঁটেই নিজ রাজ্যে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই চেষ্টা ও স্বপ্ন বিফল হয়েছে। নিহত শ্রমিকের পরিচয় অশোক। আহতের নাম পিংকু কুমার। তিন বছর ধরে তারা এখানে কাজ করত। নিজেদের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ শেষ হয়ে গিয়েছে।লকডাউন প্রত্যাহারের অপেক্ষায় তারা ছিল। বিহার যাওয়ার মতো অর্থ তাদের ছিল না।

উল্লেখ করা যেতে পারে, মহেশ নগর থানার পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আম্বালার ইন্দিরা কলোনিতে এই শ্রমিকরা থাকত। দুর্ঘটনাটির সময় আরও তিনজন শ্রমিক তাদের সঙ্গে ছিল। গাড়িটাকে আটক করেছে পলিশ। চালকের বিরুদ্ধে মামলা রুজ করা হয়েছে।

হাফলঙের পাহাড়ে ধস মাটির নীচে চাপা পড়ে হতাহত দুই

হাফলং (অসম), ১২ মে (হি.স.) : মাটির ধসে চাপা পড়ে জনৈক শ্রমিকের করুণ মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় আরেক শ্রমিক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। মর্মান্তিক ঘটনাটি মঙ্গলবার বিকেল তিনটা নাগাদ ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলং শহরের পার্শবর্তী মহাদেবটিলায় সংঘটিত হয়েছে। মহাদেবটিলায় একটি ঘর নির্মাণের কাজ চলছিল। এই ঘরের রিটেইনিং ওয়াল তৈরির জন্য মাটি কাটার সময় হঠাৎ করে পাহাড় থেকে মাটির ধস পড়ে। এতে মাটি কাটার কাজে নিয়োজিত দুই শ্রমিক যথাক্রমে সঞ্জয় ভূমিজ ও রাজু তাঁতি মাটির নীচে চাপা পড়ে যান। হাফলঙে কয়েকদিন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে পাহাড়ের মাটি এমনিতেই নরম হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় আজ মাটি কাটতে গেলে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়।এদিকে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশের দল এসে স্থানীয়দের সাহায্যে দুই শ্রমিককে মাটি খুঁড়ে মাটির নীচ থেকে উদ্ধার করে হাফলং সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি সঞ্জয় ভূমিজের। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু ঘটে সঞ্জয়ের। তবে রাজু তাঁতি নামের অন্য শ্রমিকের হাফলং সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। তার অবস্থা সঙ্কটজনক বলে জানা গেছে।

দুই বন্ধু সহ মুম্বই থেকে সস্ত্রীক গুয়াহাটি পৌঁছেছেন জুবিন গর্গ

গুয়াহাটি, ১২ মে (হি.স.) : দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে মুম্বই থেকে সস্ত্রীক গুয়াহাটি এসে পৌঁছেছেন সংগীতশিল্পী তথা অসমের যুব প্রজন্মের হার্টথ্রব জুবিন গর্গ। মহানগরের সরুসজাই স্টেডিয়ামে সোমবার রাত প্রায় আড়াইটে নাগাদ সংগীতশিল্পী জুবিনদের বাস এসে পৌঁছে। এবার ১৪ দিনের জন্য মহানগরের হোটেল রেডিসন ব্লু-তে কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন জুবিন গর্গ, তাঁর স্ত্রী গরিমা শইকিয়া গর্গ এবং দুই বন্ধু।

গতরাতে সরুসজাইয়ে পৌঁছনোর পর তাঁদের চারজনেরই প্রথমে স্ক্রিনিং করা হয়। তার পর সাংবাদিকদের সামনে সংগীত শিল্পী জুবিন গর্গ মুম্বই থেকে গুয়াহাটি পৌঁছতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা যেভাবে তাঁদের সাহায্য করেছেন তার জন্য মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অসমবাসীর উদ্দেশ্যে জুবিনের বার্তা, 'অসমবাসীকে সচেতন করতে হবে। গত ১৫ দিন ধরে আমি খুব অস্থিরতার মধ্যে ছিলাম। কখন অসম এসে পৌঁছব, মনটা অস্থির হয়ে উঠেছিল। সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করার জন্যই এসেছি।' জুবিন-পত্নী গরিমা শইকিয়া গর্গ বলেন, 'অসমের মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অশেষ ধন্যবাদ। অসমবাসীর জন্য তাঁরা যা করছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমাদের আবেদন তাঁরা শুনেছেন।' তার পর সেখানে থেকে কিছুক্ষণ পর হোটেল রেডিসন ব্লু-তে চলে যান

ছয়ের পাতায়

বহিঃরাজ্য থেকে বরাকে আগত নাগরিকদের যাচাই করতে ডিডিএমএ-র নেতৃত্বে গঠিত উচ্চস্তরীয় কমিটি

শিলচর (অসম), ১২ মে (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকায় নতুন কোনও করোনা সংক্রমিত রোগীর খবর নেই। আজমির শরিফ থেকে বাসে আগত যাত্রীদের মধ্যে দশ জন করোনা পজিটিভ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পর জেলা প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে। মে মাসের প্রথম থেকে আন্তঃরাজ্য পরিবহণ পরিষেবা চালু হওয়ার পর অসমের বাইরের রাজ্য থেকে ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন অনেকে। নতুন করে আগতদের শরীর থেকে যাতে করোনা ভাইরাস ছড়াতে না পারে এর জন্য ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির অধীনে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আগে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাইরে অন্য রাজ্য থেক যাঁরা এসেছেন তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে এতদিন গুয়াহাটির বিশেষ মেডিক্যাল টিমের অনুমতি নিতে হত। এবার বৃহৎ সংখ্যক আগতদের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বরাক উপত্যকায় একটি স্ক্রিনিঙের ব্যবস্থা করা হবে। এই স্ক্রিনিঙের জন্য জোন স্ক্রিনিং ডিসচার্জ বোর্ড নামে জেলাস্তরে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে রয়েছেন জেলার ডেভলপমেন্ট কমিশন, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান, স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম সম্পাদক, আইডিএসপি-র ডিএসও।

বরাক উপত্যকার নোডাল ডিস্ট্রিক্ট হিসেবে কাছাড় জেলাকে চিহ্নিত করেছে রাজ্য সরকার। অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত সত্যওয়ান এবং স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক সুমন চৌধুরী সংবাদ মাধ্যমকে জানান, উত্তরপূর্বের বাইরের রাজ্য থেকে আগত প্রত্যেক যাত্রীকে লালারস পরীক্ষা এবং সরকারি কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। বরাক উপত্যকার তিন জেলার যাঁরা বাইরের রাজ্য থেকে আসছেন তাঁদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাঁদের সরকারি কোয়ারেন্টাইনে পাঠানোর দায়িত্বে রয়েছে কাছাড় জেলা। বাইরে থেকে আগত যাত্রীদের জেলায় ঢোকার আগেই লালারস পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

কাজের সুবিধার জন্য শিলচরের রামনগরে সোয়াব কালেকশন সেন্টার গঠন করা হয়েছে। কোনও যাত্রীর লালা পরীক্ষায় নেগেটিভ আসলেও তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত নেবে শিলচরের সিনিয়র ডাক্তার এবং উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত কমিটি। রাজ্যের বাইরে থেকে আগতদের কাছ থেকে কোভিড-১৯ যাতে বরাক উপত্যকায় ছড়িয়ে না পড়ে এর জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

অনলাইনে লাভ হচ্ছে না, জিইউ-এর উপাচার্যকে ৪০-৫০ দিন ক্লাসে পাঠদানের আবেদন আইন ছাত্র সংস্থার

গুয়াহাটি, ১২ মে (হি.স.) : করোনা এবং লকডাউনের জেরে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় (জিইউ)-এর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের ছাত্রছাত্রীরা নানা সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছেন। উদ্ভূত এই সকল সমস্যাবলি সমাধানের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে এক স্মারকপত্র পাঠিয়েছে আইন ছাত্র সংস্থা।

সংস্থার সভাপতি সঞ্জীব বরা, উপ-সভাপতি দেবাশিস মেধি, সাধারণ সম্পাদক সামসুল হক এবং মুখ্য কার্যনির্বাহী মৃন্ময় কলিতা স্বাক্ষর সংবলিত স্মারকপত্রটি লকডাউনের দরুন হাতেহাতে না দিয়ে উপাচার্যের ই-মেলে পাঠানো হয়েছে। স্মারকপত্রে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের ছাত্রছাত্রীদের ৪০-৫০ দিন ক্লাসে পাঠদান সম্পন্ন করে ষাণ্মাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করতে আবেদন জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বর্তমানে কোভিড-১৯ সমগ্র বিশ্বে সংহারী রূপ ধারণ করেছে। এমতাবস্থায় গোটা দেশের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের মতো গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর অধীনস্ত কলেজগুলির পড়ুয়ারা গভীর অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। তাই পরিস্থিতি বিবেচনায় উপাচার্যকে তাঁদের আবেদনে সাড়া দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে।

উপাচার্যের উদ্দেশে স্মারকপত্র পাঠিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ছাত্র সংস্থার মুখ্য কার্যনির্বাহী মৃন্ময় কলিতা সাংবাদিকদের বলেন, ষাণ্মাসিক পরীক্ষার শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলো বন্ধ হয়ে গেলেও অনলাইনে পাঠদান চলছে।

কিন্তু এই শিক্ষা পদ্ধতি সব ছাত্রছাত্রীকে স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই পরিস্থিতি কিছু স্বাভাবিক হওয়ার পর সজাগতা অবলম্বন করে ৪০-৫০ দিন ক্লাসে পাঠদান সম্পন্ন করে ষাণ্মাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করতে তাঁরা গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে দাবি তথা আবেদন জানিয়েছেন।

এছাড়া বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ (ইউজিসি)-এর নির্দেশ অনুযায়ী সকল কলেজকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি কোভিড-১৯ সেল গঠন করারও দাবি তাঁরা জানিয়েছেন বলে জানান মৃন্ময় কলিতা।

মুম্বাইয়ে অসম ভবনকে কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা বিপাকে আবাসিকরা

মুম্বাই, ১২ মে (হি.স.) : মুম্বাইয়ের অসম ভবনকে কন্টেইমেন্ট জোন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতে দ্রুতহারে করোনা ভাইইরাসের সংক্রমণ বাড়ছে। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সংখ্যাও। এই খবর লেখা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৮৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৬০৪ জন। করোনা সংক্রমণে দেশের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মহারাষ্ট্র। রাজ্যে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২৩,৪০১ জন।

এর মধ্যে কেবল মুম্বাইয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৪,৫২১ জন। মৃত্যু হয়েছে ৫২৮ জনের। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুাইয়ের বিভিন্ন এলাকাকে কন্টেইনমেন্ট জোন বলে ঘোষণা করেছে সরকার। মহারাষ্টের মুম্বাই সহ অধিকাংশ এলাকাকে রেড জোনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভয়াবহ এই পরিস্থিতিতে মুম্বাইয়ে অবস্থিত অসম ভবনও কন্টেইনমেন্ট জোনের আওতায়। মুম্বাইয়ের থানে এলাকার ১১৩টি স্থান, নওবী মুম্বাইয়ের ১২৪টি স্থান, মীরা ভায়ান্ডারের ২৩টি স্থান, প্রভাগ সমিতি নম্বর ৪-এর ১৩টি স্থান, প্রভাগ সমিতি নম্বর ৫-এর ২৭টি স্থান, প্রভাগ সমিতি নম্বর ৬-এর ১৭টি স্থান কন্টেইনমেন্ট জোন।

করোনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল স্থান ব্যারিকেড দিয়ে রাখা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে মুম্বাইয়ের অসম ভবনে আটকে ছিলেন অসমের বহু মানুষ। অসম ভবনে আটক ক্যানসার রোগী সহ মোট ১৪০ জন সোমবার গভীর রাতে গুয়াহাটি এসে পৌঁছেছেন। এবার অসম ভবনও কন্টেইনমেন্ট জোনের অন্তর্গত হওয়ায় অসুবিধায় পড়েছেন আটক আরও বহু।

করোনার থাবায় বন্ধ হল এয়ার ইন্ডিয়ার অফিস

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি. স.) : দিল্লিতে এয়ার ইন্ডিয়ার এক কর্মী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এ খবর জানাজানি হতেই সংক্রমণের আতঙ্কেই বন্ধ হল এয়ার ইন্ডিয়ার দিল্লির অফিস।

জানা যাচ্ছে, আক্রান্ত চতুর্থ শ্রেণির কর্মী বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন বলেও সংস্থার পক্ষ থেকে জানান হয়েছে। পাশাপাশি আগামী দু'দিন এয়ার ইন্ডিয়ার সমস্ত অফিসিয়াল কাজকর্ম বাড়িতে বসেই সামলাবেন কর্মীরা। এমনকি এয়ার ইন্ডিয়ার এমডি প্রদীপ সিং খারোলাও অফিসে যাচ্ছেন না বলে জানা যাচ্ছে। বর্তমানে পুরো অফিসে স্যানিটাইজ করছে স্থানীয় প্রশাসন।দিল্লিতে এয়ার ইন্ডিয়ার সদর দফতরে প্রায় ২০০ জন ছিলেন। প্রত্যেককেই সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

সালমানের জীবনের সবচেয়ে সস্তা কাজ

লকডাউন, তাই বলে মোটেও কাজকর্ম শিকেয় তুলে রাখেননি সালমান খান। পানভেলে নিজের ফার্ম হাউসেই শুটিং সেরে ফেললেন তিনি। আর সঙ্গী, শ্রীলঙ্কান বলিউড তারকা জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। তাঁরা দুজনে মিলে ''তেরে বিনা'' শিরোনামের গানের মিউজিক ভিডিও বানিয়েছেন। সেটি মুক্তি পেয়েছে আজ। সালমানের ইউটিউব চ্যানেল থেকে মাত্র তিন ঘণ্টায় সালমান-জ্যাকুলিনের এই গান দেখা হয়েছে পাঁচ লাখের বেশিবার।

লকডাউনের শুরুতেই সালমান তাঁর পরিবারের কিছু সদস্য এবং বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে মুম্বাই থেকে দূরে পানভেলে তাঁর ফার্ম হাউসে চলে গেছেন। ইন্ডাস্ট্রির বন্ধু বলতে তাঁর সঙ্গে আছেন মডেল ও অভিনয়শিল্পী ওয়ালুচকা ডিসুজা, ইউলিয়া ভান্তুর এবং জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। সঙ্গে নায়িকা জ্যাকুলিন আর ক্যামেরাম্যান বন্ধুও আছে। আর কী চাই? তাই লকডাউনের পুরোপুরি ফায়দা ওঠালেন বলিউডের ভাইজান। ফার্ম হাউসে হাসি—মজা করতে করতে সালমান দুটো গানের শুটিং সেরে ফেললেন। আর নায়িকা হলেন জ্যাকুলিন। খুব কম খরচে

মাত্র তিনজনের সাহায্যে সালমান গান দুটির শুটিং করেন। সালমানের ''তেরে বিনা'' গানটিতে সুর দিয়েছেন বন্ধু অজয় ভাটিয়া। অজয় এই বলিউড সুপারস্টারের বিল্ডিং গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা।সালমান-জ্যাকুলিন আর ক্যামেরাম্যানএই তিন ব্যক্তি গানটির শুটিং করেছেন। ভাইজানের কথায় এটা নাকি তাঁর জীবনের সবচেয়ে সস্তা কাজ। এত কম খরচে যে পুরো গানের মিউজিক ভিডিওর শুটিং হতে পারে, তা সালমান কল্পনাও করেননি বলে জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, গানটিতে ফার্ম হাউসের বেশি অংশ দেখানো হয়নি। কারণ, এটি তাঁর বাড়ি। তিনি মানুষকে তাঁর থাকার ঘর আর সম্পত্তি দেখাতে চান না। আর ফার্ম হাউসের কোন কোন অংশ দেখানো হবে, তা আগে থেকেই ঠিক করেন এই বলিউড তারকা। গান দুটির শুটিংয়ের সময় সালমান-জ্যাকুলিন কোনো প্রসাধন ব্যবহার করেননি। তবে শুটিং চলাকালীন প্রযুক্তিগত সমস্যার কথাও বলেছেন ভাইজান। তিনি বলেছেন যে ইন্টারনেটের গতি খুব ধীর ছিল। আর ওয়াই—ফাই কাজ করছিল না। তাই তাঁদের শুটিং করতে ২৪ ঘণ্টা সময় লেগে যায়।সালমানের ফার্ম হাউস কেমন, তা একঝলক দেখতে আপনি গানটি দেখে ফেলতেই পারেন। এই গানে সালমান আর জ্যাকুলিন মোটরবাইকে চড়ে ঘুরেছেন, পুলে সাঁতার কেটেছেন। জ্যাকুলিন নাকি এই গানের শুটিংয়ে সত্যি সত্যি ছবি এঁকেছেন। খোলা আকাশের নিচে তিনি পানভেলের খোলা মাঠে সেই আকাশেরই ছবি এঁকেছেন। মোমের আলোয় পানীয় খাচ্ছেন। এই গানে অংশ নিয়েছে সালমানের ফার্ম হাউসের পোষা ঘোড়ারাও। সালমান ও জ্যাকুলিনের সন্তানের ভূমিকায় একটা মেয়েকেও দেখা গেছে তাঁদের সন্তানের

৩৫০ শ্রমিককে বাড়ি ফেরালেন সোনু

দীর্ঘদিন লক ডাউনের ফলে ভারতের অর্থনীতি ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে। দেশজুড়ে হাহাকার। বিশেষ করে দিনমজুরেরা কর্মহীন হয়ে পড়ছেন, ফলে অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটছে তাঁদের। তবে দেশের এই চরম দুর্দশার সময় বলিউড তারকারা সাহায্যের জন্য দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। খাবার সংস্থান, অর্থ দান, মাস্ক, পিপিই কিটসহ আরও নানাভাবে তাঁরা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। অক্ষয় কুমার, শাহরুখ খান, সালমান খান, দীপিকা পাড়ুকোন, আয়েশা টাকিয়াদের পর সেই তালিকায় নাম লেখালেন সোনু সুদ।

যোধা আকবর, দাবাং, সিম্বাখ্যাত বলিউড তারকা সোনু সুদ এক অভিনব উদ্যোগ নিলেন। বলিউড তারকাদের মধ্যে তিনিই প্রথম পরিযায়ী শ্রমিকদের বাসায় ফেরানোর জন্য এগিয়ে এলেন। হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিক মাইলের পর মাইল হেঁটে বিভিন্ন শহর থেকে নিজেদের গ্রামে ফিরছেন। আর তা দেখে ভারাক্রান্ত হয় সোনুর হৃদয়। তাই পরিযায়ী শ্রমিকদের বাসায় ফেরানোর জন্য ১০টি বাসের ব্যবস্থা করলেন এই বলিউড তারকা। এই বাসগুলো ৩০০ থেকে ৩৫০ শ্রমিককে তাঁদের কর্মস্থল মহারাষ্ট্র থেকে কর্ণাটক নিয়ে পৌঁছাবে।মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক সরকারের অনুমতি নিয়ে সোনু শ্রমিকদের তাঁদের নিজের বাসায় ফেরানোর ব্যবস্থা নিলেন। এমনকি পরিযায়ী শ্রমিকদের খাওয়াদাওয়ারও বন্দোবস্ত করলেন তিনি। মহারাষ্ট্রের থানে থেকে গতকাল সোনুর ১০টি বাস রওনা দেয় কর্ণাটকের গুলবর্গার উদ্দেশে। এই বলিউড অভিনেতা নিজে দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের বিদায় জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সোনু বলেন, 'আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে আমরা যখন একটা ভয়ংকর পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করছি। আর এই সময়ে মানসিকভাবে শক্তিশালী থাকার জন্য প্রত্যেকটা মানুষের নিজের পরিবারের সঙ্গেই থাকা উচিত। আমি মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক সরকারের

কাছে অনুমতি নিয়ে ১০টি বাসে করে পরিযায়ী শ্রমিকদের তাঁদের গ্রামে ফেরানোর ব্যবস্থা নিয়েছি। মহারাষ্ট্র সরকার খুব সহযোগিতা করেছে। আর কর্ণাটক সরকার পরিযায়ীদের স্বাগত জানিয়েছে। শিশুদের কাঁধে করে বা বুড়ো বাবা, মাকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের দেখে আমার হৃদয় কেঁদে উঠেছে। আমি আমার ক্ষমতা অনুযায়ী অন্য রাজ্যের জন্যও কাজ করব।'

সোনু আগে পাঞ্জাবের চিকিৎসকদের জন্য ১ হাজার ৫০০ পিপিই কিট দিয়েছেন। রমজানের এই সময় মুম্বাইয়ের ভিওয়ান্ডি এলাকার হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য প্রতিদিন খাবারের বন্দোবস্ত করছেন তিনি। সবকিছুর আগে সোনু মুম্বাইয়ের বুকে নিজের হোটেলের দরজা স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য খুলে দিয়েছেন। আর মা দিবসে মায়ের জন্য কবিতা লিখে তা আবৃত্তি করে অন্তর্জালের দুনিয়ার মাধ্যমে পৌঁছে দিয়েছেন মায়ের কাছে, সবার কাছে।

সেই ভাগ্যশ্রী এখন কেমন আছেন

১৯৮৯ সালে দেশে চলছিল ভিসিআরের দাপট। ঘরে ঘরে ভিসিপিতে বলিউড সিনেমা। সে বছর সাড়া ফেলে দিল বলিউডের 'ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া' ছবিটি। এ ছবির হাত ধরে এল নব্বইয়ের রোমান্টিক ছবির যুগ, দুই নতুন মুখ, সালমান খান ও সারল্যভরা মিষ্টি মেয়ে ভাগ্যশ্রী। প্রথম ছবিতেই ভাগ্য তাঁকে সমর্থন করল। তোলপাড় উঠল গোটা ভারত, এমনকি বাংলাদেশেও। সালমান খান এখনো বলিউডের দাপুটে তারকা। তবে সিনেমায় আর নিয়মিত হননি ভাগ্যশ্রী। অল্প কদিন ছোট পর্দায় কাজ করেছিলেন তিনি। পরে বিদায় জানান রঙিন এ দুনিয়াকে। হয়ে যান সংসারী।

পর্দায় নেই, বিনোদন জগতের তেমন কোনো খবরেও নেই। তাই ভাগ্যশ্রীর খবর নিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোয় ঢুকি। পেয়েও যাই। সেখানে তিনি বেশ সক্রিয়, উজ্জ্বল। এই তো দুই দিন আগে মা দিবসে মায়ের সঙ্গে বেশ কিছু ছবি দিয়েছেন। গতকাল সোমবার দুপুরে দিলেন টমেটো আর বেশি করে পেঁয়াজ দিয়ে মশুর ডাল রান্নার বিশেষ রেসিপি, ভিডিও আকারে। ছবি, ভিডিও দেখে মনে হয় ভাগ্যশ্রী যেন আজও ১৯৮৯-এর সুমনের মতোই সরল, কিশোরী! এ ছাড়া অসংখ্য ছবিতে মিলল বর্তমানের ভাগ্যশ্রীকে। মিলেছে ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমকে দেওয়া বিভিন্ন সাক্ষাৎকার। নতুন, পুরাতন ছবি ও সাক্ষাৎকার স্মৃতিকাতর করছে ভক্তদের। নানা মন্তব্য সেখানে। ৫০ পেরিয়েছেন। তবে সেটি তার জন্য শুধু সংখ্যা মাত্র। নানা সময়ে দেওয়া তার ফেসবুক পেজে এবং ইনস্টাগ্রামে দেখা যায় তাঁর শরীরচর্চার ভিডিও। রান্নার ছবি, ভিডিও দিচ্ছেন।

মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলির এক রাজপরিবারে ভাগ্যশ্রীর জন্ম। তিন ভাইবোনের মধ্যে তিনিই বড়। বয়স এখন ৫০ পেরিয়েছে। তবে ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামে পাওয়া যায় এক তরুণ ভাগ্যশ্রীকে। দেখা যায় শরীরচর্চা করছেন, নয়তো হাসিমুখে রান্না। স্বামী-সন্তান নিয়ে বেশ সুখেই আছেন তিনি। ভাগ্যশ্রীর মেয়ে অবন্তিকা ও ছেলে অভিমন্যু। ছেলেটা অভিনয় করতে চায়। তারুণ্য ধরে রাখার জন্য শরীরচর্চা থেকে শুরু করে যা যা প্রয়োজন, সবই করছেন তিনি। যথেষ্ট ফ্যাশন—সচেতনও।

চলচ্চিত্র থেকে সরে যাওয়ায় কিছুটা হতাশ মনে হয় তাঁকে। এক ভিডিও বার্তায় বলেছিলেন, অভিনয়টা চালিয়ে গেলে জীবনটা হয়তো অন্য রকম হতো। একবার যখন ভেবেছিলেন ফিরবেন, তত দিনে বলিউড অনেক বদলে গেছে। বোম্বে হয়ে গেছে মুম্বাই। হতাশার ছায়া পড়েছিল সংসারেও। দেড় বছর স্বামীর কাছ থেকে আলাদা ছিলেন তিনি।

কী হয়েছিল? তিনি বলেন, 'দোটানায় ভুগতে ভুগতে একসময় মানসিক অবসাদ জড়িয়ে ধরেছিল আমাকে। ভাবতাম, হিমালয় জীবনে না এলে কী এমন ক্ষতি হতো! লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনে দিব্যি কাটত। পরে অন্য কাউকে বিয়ে করলে এত অসফল হতাম না। সেসব মনে পড়লে আজও খারাপ লাগে।'

সালমান খানের সঙ্গে এখনো মাঝেমধ্যে যোগাযোগ হয় ভাগ্যশ্রীর। জন্মদিনে হয় শুভেচ্ছা বিনিময়। কোনো অনুষ্ঠানে দেখা হলে কথা হয়। তাঁর সঙ্গে আর ছবি করা হয়নি। প্রস্তাব এলেও পর্দায় সালমানের প্রেমিকা হিসেবে দর্শক তাঁকে মানবেন না। তাই আর নায়কের ভাবি হতে চাননি ভাগ্যশ্রী।

'ম্যায়নে পেয়ার কিয়া' রিমেক হলে নিজের জায়গায় কাকে দেখতে চাইবেন? আলিয়া ভাটকে। 'উড়তা পাঞ্জাব'-এ আলিয়ার অভিনয় খুব ভালো লেগেছিল তাঁর। আর সালমানের জায়গায় রণবীর সিং বা কাপুরকে। দুই রণবীরেরও প্রশংসা করেছেন তিনি।প্রথম ছবির সাফল্যের পর বড় বড় প্রযোজক যোগাযোগ করেছিলেন তাঁর সঙ্গে। তিনি জানিয়েছিলেন, স্বামী হিমালয় দাসানিকে নায়ক করলেই ছবি করবেন। বেচারা হিমালয়ও স্ত্রীর সঙ্গে পর্দায় অন্য পুরুষকে দেখতে রাজি ছিলেন না। ফলাফল, একজন ভাগ্যশ্রী হারাল বলিউড।

লকডাউনের বাইরে কী করছেন রাকুল!

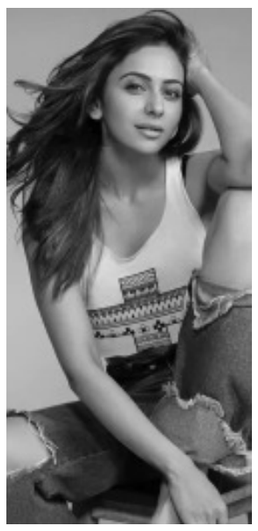

একটি ভিডিও ভাইরাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বলিউড তারকা রাকুল প্রীত হাতে ওষুধজাতীয় কিছু নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে উৎসুক ভক্তরা জানতে চেয়েছেন, লকডাউনের এমন সময়ে বাইরে কী করছেন রাকুল! একজন আবার লিখেছেন, ''তিনি কী ''জরুরি অবস্থায়'' নিজেই মদ কিনতে বেরিয়েছিলেন?'' কিছু মানুষ আবার এই বক্তব্যে সমর্থনও জানিয়েছেন।

এসবে বেজায় খেপেছেন ২৯ বছর বয়সী রাকুল প্রীত সিং। টুইটারের ওই মন্তব্য শেয়ার করে ফোড়ন কেটে লিখেছেন, ''ওয়াও, নতুন জ্ঞান পেলাম। ওষুধের দোকানে যে মাদকদ্রব্য কেনাবেচা হয়, তা তো আগে জানা ছিল না।''

রাকুল জানান, তিনি ওষুধ কিনতে গিয়েছিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাকুল ক্রমাগত মানুষকে ঘরে থাকতে বলছেন। একেবারে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হতে নিষেধ করছেন। তিনি মুম্বাইয়ে নিজের বাসায় থেকে রান্না করছেন, ব্যায়াম করছেন। অন্যদিকে তাঁর পরিবার থাকে দিল্লির গুরুগ্রামে। সেখান থেকে তাঁর পরিবার রান্না করে বিলিয়ে দিচ্ছে কাজ হারানো, অসহায়, নিঃস্ব পরিবারের মধ্যে।

কেবল হিন্দি ভাষায় নয়, দক্ষিণ ভারতীয় তেলেগু, তামিল ও কন্নড় ভাষার অসংখ্য ছবিতেও দেখা দিয়েছেন রাকুল। সামাজিক কাজেও যুক্ত আছেন। ভারতের সামাজিক আন্দোলন ''বেটি বাঁচাও'' প্রোগ্রামের শুভেচ্ছাদূত তিনি। ২০১৪ সালে ইয়ারিয়া ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক ঘটে তাঁর। ২০২১ সালে তাঁকে দেখা যাবে থ্যাঙ্ক গড ছবিতে।

রিচার্ডের স্মরণে লেননের খোলা চিঠি

৮৭ বছর বয়সে কিংবদন্তি মার্কিন গায়ক ও গীতিকার লিটল রিচার্ডের সুর থেমে গেল শুক্রবার। বিটলস, দ্য রোলিং স্টোনস, বো ডিডলে এভারলি ব্রাদার্স, এলভিস প্রিসলি, এলটন জন, মিক জ্যাগার, ডেভিড বোওয়ি, রড স্টুয়ার্টসহ বিশ্ববিখ্যাত সংগীতশিল্পীরা তাঁকে দিয়ে প্রভাবিত। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বসংগীতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একের পর এক ভেসে উঠছে রিচার্ডের মৃত্যুতে তাঁকে

নিয়ে স্মৃতিকথা আর শোকগাথা।বিশ্বখ্যাত ব্রিটিশ গায়ক, গীতিকার ও বিশ্বশান্তির কর্মী জন লেনন তাঁর ''লং টল স্যালি'' গানের ভিডিওর সঙ্গে লেখেন, ''লিটল রিচার্ড সর্বকালের সেরাদের একজন। আমার এক বন্ধু একবার হল্যান্ড থেকে একটা গানের টেপ নিয়ে এল। এর এক পাশে বাজে লং টল স্যালি। আর আরেক পাশে স্লিপিং অ্যান্ড স্লিডিং। আমি পাগল হয়ে গেলাম। সবচেয়ে ভালো লাগত, কোনো একক গান শুরুর আগে রিচার্ড যেই চিৎকারটা করতেন। কী ভালো স্যাক্সেস বাজাতেন! এক জীবনে একবারই এমন শিল্পীর দেখা মেলে। আমার মনে আছে, হামবুর্গের স্টার ক্লাবে তিনি গাইতেন। গান শুরুর আগে স্টেজের পেছনে বাইবেল পড়তেন। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। বিটলসের ম্যানেজার ব্রায়ান এপসটেইন তাঁকে গাইতে এনেছিলেন। আমরা বিটলসের সদস্যরা রিচার্ডের সাজঘরে গিয়ে বসে থাকতাম। আশপাশ দিয়ে ঘুরঘুর করতাম।

সেই সময় রিচার্ড যে আমাদের কত খাইয়েছেন। পল ম্যাককার্টনি তো বলত, "ও রিচার্ড, আমি আপনার মতো হতে চাই। আমি আপনাকে একবার স্পর্শ করতে চাই।" ১৯৬৪ সালে আমরা যখন যুক্তরাষ্ট্রে গেলাম, আমাদের আইডল ছিলেন চাঙ্ক বেরি, বো ডিডলে আর অবশ্যই লিটল রিচার্ড। তিনি আমাদের অনেকটা পথ দেখিয়েছেন। সৃষ্টিকর্তা লিটল রিচার্ডকে সুখে রাখুন। তিনি ছিলেন আমাদের প্রত্যেকের জীবনের হিরোদের একজন।''

দুজনের বন্ধুর মতো সম্পর্ক

সম্পর্কে কারিনা কাপুর সারা আলী খানের বাবার স্ত্রী, যাকে বলে সৎমা। কিন্তু এই দুজনের সম্পর্কে মা-মেয়ে কম, বন্ধু বেশি। কারিনা কাপুরের শোতে এসেছিলেন ২৪ বছর বয়সী সারা। সেখানে কারিনা কাপুর সারা আলী খান ও তাঁর ভাই ইব্রাহীম আলী খানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কারিনা একাধিকবার বলেন, তৈমুরের মতোই তাঁরা দুজনেই কারিনার পরিবারের অংশ। তাঁরা দুজনই শিক্ষায়, রুচিতে, জ্ঞানে, গুণে, আচরণে সব দিক থেকে পতৌদি পরিবারের ঐতিহ্য বহন করছে। আর তাঁদের নিয়ে কারিনার অনেক গর্ব।কারিনা বলেন, ২০১৪ সালে সারা যখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যায়, তখন সাইফ আলী খানের মতো কারিনারও মন খারাপ হয়েছিল। কারিনা সারাকে বলেন, ''তোমরা দুজনই তোমাদের বাবার হৃদয়ের খুব কাছের। তাই তুমি যখন মুম্বাই থেকে নিউইয়র্ক গেলে, তোমার বাবার খুব মন খারাপ। সাইফ খুবই ঘরকুনো। ও পরিবারের সবাইকে নিয়ে থাকতে ভালোবাসে। পরিবারের সব সদস্য একসঙ্গে বসে খায় আর গল্প করে, একটা ইরানি যৌথ পরিবারের মতো, সেটিই সাইফের সবচেয়ে প্রিয় সময়। শুধু সাইফ কেন, তুমি যাবার সময় আমারও মন খারাপ হয়েছিল।''অন্যদিকে সারা আলী খানও দারুণ ''বেবো''ভক্ত। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সারা ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর পড়াশোনা করেন। ভালো ছাত্রী হলেও চোখ ছিল বলিউডে। তাই চার বছরের কোর্স তিন বছরেই সম্পন্ন করেন। আর এক বছর চার মাস লেগেছে ওজন ঝরিয়ে একেবারে ফিটফাট হতে। সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে তারপরই দেশে ফিরে বলিউডে পা রাখেন তিনি।

প্রকৃতি বাঁচাতে একজোট তারকারা

জুলিয়েত বিনোশ, কেট ব্লানচেট, রবার্ট ডি নিরো, হোয়াকিন ফিনিক্স, ম্যাডোনা, রুনি মারা, পেদ্রো আলমোদোভার, আলেহান্দ্রো গঞ্জালেস ইনারিতু, অ্যাডাম ড্রাইভার, পেনেলোপে ক্রুজ, মনিকা বেলুচ্চিসহ বিশ্বের প্রথম শ্রেণির প্রায় ২০০ চলচ্চিত্র তারকা একজোট হলেন। তাঁরা সবাই সম্প্রতি একটি পিটিশনে স্বাক্ষর করে কথা দিয়েছেন, ''প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থান ভেঙে পড়ার ফলে যাতে ভবিষ্যতে কোভিড-১৯-এর মতো দুর্যোগ নেমে না আসে, সে জন্য আমরা যেন নিজেদের শুধরে নিই।''

শত শত বছর ধরে আমরা মাটি, পানি, প্রাণী, বাতাসের সঙ্গে যা করে আসছি, সেখানে আর ফিরব না'' বলে আবেদন করেছেন এই তারকারা। আর সে জন্য সবার লক্ষ্য, মূল্যবোধ আর অর্থনীতি ঢেলে সাজানোর জন্য বিশ্বনেতা আর বিশ্বের নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা। এই পিটিশন লেখা হয়েছে অস্কারজয়ী ফরাসি অভিনেত্রী জুলিয়েত বিনোশ ও নৃবিজ্ঞানী আউরেলিয়েন বাররাউয়ের কলমে। গতকাল এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ফ্রান্সের জাতীয় দৈনিক লা মঁদে।

পূর্ণ পিটিশনটি শুরু করা হয়েছে এভাবে, কোভিড-১৯ মহামারি একটা ট্র্যাজেডি। কী সবচেয়ে বেশি জরুরিএই সংকটে এই প্রশ্নের উত্তর আরেকবার যাচাই করে নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। আর এটা স্পষ্ট যে কেবল এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এর কোনো সমাধান নয়। সমগ্র সিস্টেমটাই ঘুণে ধরা। যা চলছে, তা সংকটের চূড়ান্ত রূপ। সবকিছু একটা দিকেই নির্দেশ করছে, আমরা মারাত্মক হুমকির মুখে আছি। এই মহামারি শেষ হয়েও শেষ হবে না। বহুকাল ধরে বহু ক্ষেত্রে এর প্রভাব রেখে যাবে।

এরপর বলা হয়েছে, ''আমরা আমাদের বিশ্বনেতাদের আহ্বান জানাচ্ছি। আহ্বান জানাচ্ছি পৃথিবীর মানুষদের। সবাই যাতে টেকসই নয় এমন সব ধারণাকে ছুড়ে ফেলে দেয়। পুরো সিস্টেমটাকে নতুন করে ঢেলে সাজায়।

মঙ্গলবার ওবিসি দপ্তরের তরফে শহর এলাকায় ১১টি অটোরিক্সা সহ পারমিট প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

কাছাড়ের ভারত-বাংলা সীমান্তবর্তী গ্রামে ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও ভিএইচপি-র সামগ্রী বণ্টন

কাটিগড়া (অসম), ১২ মে (হি.স.) : অতিমারি করোনা মোকাবিলায় চলমান লকডাউনের জেরে অসহায় হয়ে পড়েছেন গরিব মানুষ। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিভিন্ন দল, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন এবং ব্যক্তিবিশেষ। পিছিয়ে নয় ভারত সেবাশ্রম সংঘ, বিশ্বহিন্দু পরিষদের মতো সংগঠনগুলোও। দক্ষিণ অসম প্রান্তের কাছাড় জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কাটিগড়া বিধানসভা লাকার মহাদেবপুর দ্বিতীয় খণ্ডে খাদ্য সামগ্রী বণ্টন করেছে ওই দুই সংগঠন।

আজ মঙ্গলবার ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পশ্চিম কাটিগড়ার মহাদেবপুর এলাকার অসহায় মানুষদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। ভারত সেবাশ্রম সংঘের সম্পাদক স্বামী মৃন্ময়ানন্দজী মহারাজ, বিশ্বহিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী (সাংগঠনিক সম্পাদক) পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল, বিভাগ সংগঠন মন্ত্রী প্রদীপ বৈষ্ণব, সুনীতা চৌধুরী, নিরুপম আচার্য প্রমুখের উপস্থিতিতে এই সামগ্রী বণ্টন করা হয়েছে।

খাদ্য সামগ্রী বণ্টনের পর স্বামী মৃন্ময়ানন্দজি মহারাজ বলেন, সকলেই জানেন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ শুধু ভারতেই নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও সেবামূলক কাজ করে আসছে। সাম্প্রতিককাকালে যে করোনা ভাইরাস নামের জীবাণু মানবজাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে ধ্বংস করতে হলে আমাদের সরকার থেকে শুরু করে প্রত্যেক মানুষকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। সরকার যা যা নির্দেশ দিয়েছে, তা মেনে চলতে হবে। বাইরে বেরোলে একে অপর থেকে ব্যবধান রাখতে হবে, মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে নিজেদের। আর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, নিজের হাত ধৌত করতে হবে একটু পর পর। তবেই আমরা করোনা নামক ভাইরাসকে ধ্বংস করতে পারব।

স্বামিজি আরও বলেন, বর্তমানে অতিমারির কারণে যে দুর্দিন এসেছে, সকল মানুষই তো কম-বেশি কষ্ট পাচ্ছে। গ্রামের মানুষ হয়তো একটু বেশি কষ্ট পাচ্ছেন। এখানখার মানুষ কিছু পেয়েছেন তো কিছু পাচ্ছেন না। ভারত সেবাশ্রম সংঘ বা বিশ্বহিন্দু পরিষদের কার্যকর্তারা কী করে, দুস্থদের দুঃখে সমব্যথী হয়। আমরা হয়তো খুব অল্প সামগ্রী নিয়ে এসেছি। তা দিয়ে তাঁদের দু-তিনদিন চলবে। কিন্তু আমরা এসেছি অসহায়ের বন্ধু রূপে। আর বন্ধু রূপে এসে তাঁদের অল্প চাল ডাল তেল আলু বিস্কুট ইত্যাদি অল্প সামগ্রী দিয়ে যাচ্ছি। তাঁরা তা গ্রহণ করেছন, এতে আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আর গ্রাম আমার খুব ভালো লাগে। তাই গ্রামে গ্রামে আমি বেশি ঘুরি। এখানে ভারত-বাংলা সীমান্তে হরিটিকর বলে একটি গ্রাম আছে, সেখানেও আমি গিয়েছি। এই যে সমস্ত মানুষের সেবা, সে সম্পর্কে ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ বলেছিলেন, সেবাই সংঘের কর্ম, সেবাই পরম ধর্ম। আর এই সেবাকে আমরা আদর্শ মেনেই চলি।

এদিকে ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদের কাছ থেকে খাদ্য সামগ্রী পেয়ে তাঁরা বেজায় আহ্লাদিত, জানিয়েচেন জনৈক প্রাপক।

লাদাখে ভারতীয় সীমান্তের কাছে চিনা হেলিকপ্টার

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি. স.): উত্তর সিকিমের পর এবার লাদাখ। ফের লাল ড্রাগন চিনের হুঙ্কার স্তব্ধ করে দিল ভারতীয় সামরিক বাহিনী। মঙ্গলবার লাদাখে ভারতীয় সীমান্তের খুব কাছে চলে আসে চিনের একটি অ্যাসল্ট হেলিকপ্টার। এর জেরে মুহূর্তের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। চিনা আগ্রাসন রুখতে ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান পাল্টা হেলিকপ্টারটির উদ্দেশ্যে উড়ে যায়। যুদ্ধবিমানটিকে দেখতে পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় হেলিকপ্টারটি।

জানা গিয়েছে সম্প্রতি লাদাখের ভারতীয় সীমান্তের কাছে অ্যাসল্ট হেলিকপ্টার দিয়ে টহল দেওয়া বাড়িয়ে দিয়েছে চিন। পাল্টা ভারত যুদ্ধবিমান মোতায়েন করেছে ওই অঞ্চলে। সম্প্রতি পূর্ব লাদাখের ৫ এবং ৬ নম্বর সেক্টরে টহলরত ভারতীয় সেনার সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে চিনা সেনা।যদিও পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করার আগে স্বাভাবিক হয়ে যায়। এরপরে ফের ৯ মে উত্তর সিকিম টহলরত ভারতীয় সেনাদের সাথে বচসা বাধে চিনা সেনার। বচসার থেকে শুরু হয়ে যায় হাতাহাতি। এতে করে দুই তরফের জওয়ানরা আহত হয়।কারোরই শারীরিক ক্ষত সংকটজনক ছিল না।এরপর উত্তর সিকিমে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢোকার প্রবেশ করার চেষ্টা করে ১৫০ চিনা সেনা।ভারতীয় সেনা বাহিনীর তৎপরতায় তা বানচাল হয়ে যায়।

হোয়াইট হাউসের কর্মীদের মাস্ক পরার নির্দেশ ডোনাল্ড ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১২ মে (হি. স.) : মারণ ভাইরাস করোনা হোয়াইট হাউসে থাবা বসাতেই নিজের কার্যালয় ও বাসভবনের সব কর্মীকে এখন থেকে মাস্ক পরার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, 'হোয়াইট হাউসের কর্মীদের ওয়েস্ট উইংয়ে প্রবেশের সময় মাস্ক পরতে হবে।'

জানা গেছে, জারি হওয়া নির্দেশিকায় হোয়াইট হাউসের কর্মীদের নিজ নিজ ডেস্কে বসে কাজ করার সময় ছাড়া বাকি সব সময় মুখে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে ডেস্কে কাজ করার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়ে নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এমন নির্দেশ দেওয়ার পিছনে হোয়াইট হাউসে পর পর তিন কর্মীর মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়াকেই কারণ হিসেবে দেখছেন পর্যবেক্ষকরা। গত বুধবার ট্রাম্পের ব্যক্তিগত পরিচারক আক্রান্ত হওয়ার পরের দিন করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন মার্কিন মুলুকের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সের প্রেস সচিব কেটি মিলার। আর তারপর দিন ট্রাম্প কন্যা ইভাঙ্কা ট্রাম্পের ব্যক্তিগত সহায়কের (পিএ) করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে।

লক্ষ্মী লাভ! টিকিট বিক্রি করে রেলের কোষাগারে এল ১৬.১৫ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি. স.): লকডাউনে লক্ষ্মী লাভ ভারতীয় রেলের। আগামী সাত দিনের এসি স্পেশাল ট্রেনের আগাম বুকিং থেকে ১৬.১৫ কোটি টাকা আয় করেছে রেল।করোনা মোকাবিলায় দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। এমন পরিস্থিতিতে ১৫ জোড়া এসি স্পেশ্যাল ট্রেন চালানোর ঘোষনায় করে রেল। আজ, মঙ্গলবার বিকেল ৪ টের সময় দিল্লি - বিলাসপুর স্পেশ্যাল ট্রেন চালানোর মধ্যে দিয়ে তা শুরু হবে। পরে ৪ টে ৪৫ মিনিট নাগাদ দিল্লি - ডিব্রুঘর এবং রাত ৯ টা ১৫ মিনিট নাগাদ দিল্লি - বেঙ্গালুরুর রুটে ট্রেন চলবে। এদিন দেশের পাঁচ জায়গা থেকে বিশেষ ট্রেন দিল্লির দিকে আসবে।

ভারতীয় রেলের তরফে জানানো হয়েছে, আই আর সি টি সি - র মাধ্যমে বিশেষ এসি ট্রেনের জন্য বুকিং শুরু করেছিল রেল।এ পর্যন্ত ৪৫৫৫৩ টিকিট বুকিং হয়েছে। টিকিট বিক্রি করে ভারতীয় রেল ১৬ কোটি ১৫ লাখ ৬৩ হাজার ৮২১ টাকা আয় করেছে। এই সকল যাত্রীদের আরোগ্য সেতু অ্যাপ ব্যবহার করতে হবে।স্টেশনে পৌঁছনোর সময় রাস্তায় পুলিশ আটকালে তাদের ট্রেনের টিকিট দেখালেই চলবে।

লকডাউন সম্প্রসারণের প্রস্তাবে নীতিশের পাশে রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি. স.): সোমবার প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার করোনা নির্মূল করার লক্ষ্যে বিহারে লকডাউনের মেয়াদ গোটা মে মাস পর্যন্ত রাখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা তথা রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা।

এদিন রবীন্দ্র কিশোর সিনহা জানিয়েছেন, করোনা দমনে বিহারে রাজ্য প্রশাসন যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা সদর্থক এবং কার্যক্ষেত্রে সাফল্য মিলেছে। এখনও দেশের যে সকল রাজ্যে করোনা খুব একটা ছড়াতে পারেনি, তাদের মধ্যে বিহার অন্যতম। পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রসঙ্গ তুলে ধরে রবীন্দ্র কিশোর সিনহা জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানার থেকে শ্রমিকরা রাজ্যে ফিরে আসছে। খুবই সংকটজনক পরিস্থিতির থেকে তারা নিজ রাজ্যে ফিরছে। হয়তো সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে তাদের মধ্যে অনেকেই এসেছে। সেই কারণেই রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।গ্রামে যাতে করে সংক্রমণ না ছড়িয়ে যায়।সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।এর জন্য লকডাউন সম্প্রসারণের যে প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছেন তা পুরোপুরি সঠিক।

নার্সরা চিকিৎসা ব্যবস্থার মেরুদন্ড : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি. স.): আন্তর্জাতিক নার্স দিবস বিশ্বের সকল নার্সদের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার মতে চিকিৎসা ব্যবস্থার মেরুদন্ড হচ্ছেন নার্সরা। করোনা মোকাবিলায় তারা উল্লেখজনক অবদান রেখে গিয়েছেন। নার্সদের নিরলস পরিশ্রমের জন্য কুর্নিশ জানাই।

ভারত সহ গোটা বিশ্বে ১২ মে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস হিসেবে পালিত হয়। দক্ষিণ ভারত নার্স পেশার জন্য সুপরিচিত।কেরল এমন একটি রাজ্য যেখানে আজও নার্সিং পেশাটা সবাই বেশি পছন্দ করে ও আসতে চায়। কেরল নার্সদের খ্যাতি গোটা বিশ্বে সমাদৃত। নিষ্ঠা, বুদ্ধি এবং নিয়মানুবর্তিতা দক্ষিণ ভারতের নার্সদের মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যা বিশ্বের অন্য কোথাও খুব একটা দেখা যায় না। দক্ষিণ ভারতের মহিলারা নার্সিং পেশাতে বেশি করে আসতে চায়। এর কারণও একটা রয়েছে কর্ণাটক ও কেরলে প্রচুর নার্সিং কলেজ রয়েছে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তরফ থেকেও এদের প্রশিক্ষিত করা হয়। সেই কারণেই এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নার্সদের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। তাদের সাহসিকতা ও নিষ্ঠাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন তিনি।

হোয়াইট হাউসের কর্মীদের মাস্ক পরার নির্দেশ ডোনাল্ড ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১২ মে (হি. স.) : মারণ ভাইরাস করোনা হোয়াইট হাউসে থাবা বসাতেই নিজের কার্যালয় ও বাসভবনের সব কর্মীকে এখন থেকে মাস্ক পরার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, 'হোয়াইট হাউসের কর্মীদের ওয়েস্ট উইংয়ে প্রবেশের সময় মাস্ক পরতে হবে।'জানা গেছে, জারি হওয়া নির্দেশিকায় হোয়াইট হাউসের কর্মীদের নিজ নিজ ডেস্কে বসে কাজ করার সময় ছাড়া বাকি সব সময় মুখে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে ডেস্কে কাজ করার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়ে নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এমন নির্দেশ দেওয়ার পিছনে হোয়াইট হাউসে পর পর তিন কর্মীর মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়াকেই কারণ হিসেবে দেখছেন পর্যবেক্ষকরা। গত বুধবার ট্রাম্পের ব্যক্তিগত পরিচারক আক্রান্ত হওয়ার পরের দিন করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন মার্কিন মুলুকের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সের প্রেস সচিব কেটি মিলার। আর তারপর দিন ট্রাম্প কন্যা ইভাঙ্কা ট্রাম্পের ব্যক্তিগত সহায়কের (পিএ) করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে।

করোনা মোকাবিলায় ভারতের সাফল্যের চর্চা গোটা বিশ্বে হচ্ছে : হর্ষবর্ধন

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় ভারত যে সাফল্য এখনও পর্যন্ত পেয়েছে। তার চর্চা গোটা বিশ্বজুড়ে চলছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন।ভারতে ৩২ শতাংশ মানুষ করোনা থেকে সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে নার্সিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন ডা: হর্ষবর্ধন। সেই বৈঠকে নার্সদের নিরলস পরিশ্রমের প্রশংসা করে বলেন, করোনা রোধে স্বাস্থ্যকর্মীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সংক্রমণ হতে পারে এটা জেনেও নিজেদের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে অবিচল ছিলেন তারা। সরকার স্বাস্থ্য কর্মীদের পাশে রয়েছে। দেশের প্রতিটা হাসপাতলে পি পি ই কিট, মাস্ক দেওয়া হয়েছে এবং হবে।

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উপলক্ষ্যে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রতি বছর এই দিনটি পালন করা হয়। করোনা পরিস্থিতিতে নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা যে নিরলসভাবে লড়াই করে চলেছেন, তা প্রশংসার যোগ্য।

কাছাড়ে জনসমাগম রুখতে কড়া নিষেধাজ্ঞা জেলা প্রশাসনের

শিলচর (অসম), ১২ মে (হি.স.) : কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাস মানবজীবনের প্রতি এক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোটা দেশের পাশাপাশি অসমেও মারণ এই ভাইরাস হামলা করতে মুখিয়ে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অসমের কাছাড় জেলায় এই ভাইরাস ছড়ানো তথা মানুষের জীবন হানি রোধে লকডাউনের মতো কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসন। কিন্তু লকডাউনের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে জেলার বিভিন্ন এলাকায় মানুষের জমায়েত দেখে কাছাড়ের জেলাশাসক তথা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কীর্তি জল্লি উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন। জনসমাগমে লাগাম ধরতে জেলাশাসক আজ মঙ্গলবার এক নির্দেশ জারি করেছেন।

নির্দেশে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন, রাস্তার পাশে ফুটপাতে দোকানিরা তাঁদের পসরা নিয়ে বসতে পারবেন না। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কেউ শাকসবজি, ফলমূল, স্টেশনারি ইত্যাদি সামগ্রী নিয়ে রাস্তার পাশে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেন না। এই সব সামগ্রী মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে সরবরাহ করার জন্য বলেছেন জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। তিনি তাঁর নির্দেশে আরও বলেছেন, দোকানের স্বত্বাধিকারীদের তাঁদের বিক্রয় সামগ্রী দোকানের বাইরে প্রদর্শন করতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা আজ থেকে বলবৎ করা হয়েছে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের উদ্ধার করতে চালানো হয়েছে ৫৪২ ট্রেন চালিয়েছে রেলমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি. স.): দেশের বিভিন্ন প্রান্তে লকডাউনের কারণে আটকে পড়া শ্রমিকের নিজ রাজ্যে ফিরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে এখনও পর্যন্ত ৫৪২ শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালানো হয়েছে। এর ফলে উপকৃত ৬.৪৮ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক।মঙ্গলবার রেলের তরফে জানানো হয়েছে যে এখনও পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করতে ৫৪২ শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালানো হয়েছে। এর মধ্যে ৪৪৮টি ট্রেন ইতিমধ্যেই নিজের গন্তব্যে পৌঁছিয়ে গিয়েছে। ৯৪ টি ট্রেন গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। ৪৪৮ ট্রেনের মধ্যে ২২১ টি পৌঁছেছে উত্তরপ্রদেশে বিহারে গিয়েছে ১১৭ টি ট্রেন। এর পরেই রয়েছে মধ্যপ্রদেশ সেখানে গিয়েছে ৩৮ টি ট্রেন, ওড়িশায় ২৯, ঝাড়খন্ডে ২৭।তেলেঙ্গানা ও পশ্চিমবঙ্গে দুই করে। অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, হিমাচল প্রদেশে একটি করে ট্রেন। রাজস্থানে চারটি ট্রেন।উল্লেখ করা যেতে পারে প্রথম দফার লকডাউন ঘোষণা হওয়ার পর থেকে পরিযায়ী শ্রমিকরা পায়ে

ছয়ের পাতায়

গণমাধ্যম কর্মীদের কাজে পাঠানোর আগে সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রীর

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১২।। করোনাভাইরাসের এ সময়ে সম্মুখ যোদ্ধা গণমাধ্যম কর্মীদের কাজে পাঠানোর আগে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠান মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ।

মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সদস্যদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।তথ্যমন্ত্রী বলেন, সাংবাদিকরা করোনা মোকাবিলায় সম্মুখ যোদ্ধা। প্রতিটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানপ্রধানের প্রতি আমার অনুরোধ, গণমাধ্যম কর্মীদের পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে তারপর কাজে পাঠান।তিনি জানান, গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য বিএসএমএমইউয়ে করোনা টেস্টে অগ্রাধিকার সুবিধা দেয়ার জন্য তিনি যে অনুরোধ করেছিলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তা কার্যকর করেছে।গণমাধ্যম কর্মীদের চিকিৎসায় শয্যা সংরক্ষণের জন্য সাংবাদিকদের অনুরোধ অন্য একটি হাসপাতালেও জানাবেন বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

করোনায় প্রত্যেক মৃত্যুর জন্য সরকার দায়ী বলে বিএনপি যে অভিযোগ করেছে সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিএনপি নেতাদের বক্তব্য উদভ্রান্তের প্রলাপের মতো। বিএনপি যেভাবে কথাবার্তা বলছে, তারা কখন বলে বসেন যে করোনাভাইরাসের জন্যও সরকার দায়ী, আমি সেই আশঙ্কা করছি।

মন্ত্রী বলেন, সমগ্র বিশ্ব আজ করোনায় থমকে গেছে। ইউরোপ-আমেরিকায় তারা প্রাণহানি ঠেকাতে পারছে না। বিশ্বে এ প্রাদুর্ভাব দেখার সাথে সাথেই আমাদের সরকার নানা ব্যবস্থা নেয়ায় অনেক উন্নত ও প্রতিবেশী দেশের তুলনায় আমাদের অবস্থা ভালো আছে। কিন্তু তাই বলে আমরা বসে নেই। যেকোনো পরিস্থিতি হতে পারে, তা মাথায় রেখেই সরকার সব প্রস্তুতি নিচ্ছে।প্রকৃতপক্ষে, দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে সরকারি সহায়তার আওতায় আনা, মানুষের জীবনরক্ষায় নানা কর্মতৎপরতা চালানো- সরকারের এসব কর্মকাণ্ডে দিশেহারা হয়ে বিএনপি কিছু ফটোসেশন করছে এবং সেখানে নানা কথাবার্তা বলে সরকারের কাজগুলোকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে, বলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান।

ডিইউজে সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম খান তপুর সঞ্চালনায় সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি মোল্লা জালাল, মহাসচিব শাবান মাহমুদ, জাতীয় প্রেস ক্লাব সভাপতি সাইফুল আলম প্রমুখ।এ সময় কয়েকজন ডিইউজে সদস্যদের হাতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী হস্তান্তর করেন তথ্যমন্ত্রী।

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য প্রনোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করতে হবে : জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১২।। বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য প্রনোদনা প্যাকেজ ঘোষনা করার দাবী করলেন জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সাংবাদিক সমাজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করছে।তাই অবিলম্বে সাংবাদিকদের জন্য প্রনোদনা প্যাকেজ ঘোষনা করতে হবে।

মঙ্গলবার বিকালে বাংলাদেশের জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার নারায়নগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানা শাখার অফিসে আয়োজিত সংস্থার অন্যান্য সদস্যদের সাথে ঈদ প্যাকেজ বাস্তবায়নের বিষয়ে এক মতবিনিময় সভায় এই দাবী জানান সংগঠনের আহ্বায়ক দৈনিক সমতল পত্রিকার সাংবাদিক মোঃ আঃ হান্নান প্রধান। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশের জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার ঢাকা বিভাগ এর সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনিছুর রহমান প্রধান,সাংবাদিক জহিরুল ইসলাম বাবু, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা শাখার সদস্য সচিব মোঃ শহিদুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য মোঃ শফি উদ্দিন মুন্সি, মোঃ জালাল উদ্দিন, মোঃ মারুফ হোসেন (তুষার), সদস্য মহিউদ্দিন রানা, সুমন পারভেজ, মোঃ কুট্টি, শাহিন সরকার, মোঃ রহিম প্রধান, মেহেদি হাসান রানা, মোঃ মিজানুর রহমান, শাকিল, কামাল, মোঃ রনি হাওলাদার, আবুল হোসেন, ইলিয়াছ, বড় বাবুল, শিপন, ছোট মিজান, ছোট বাবুল প্রমুখ।

বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্ত হয়ে তিন জন পেশাদার সাংবাদিকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তিনি বলেন,সাংবাদিকদের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের পাশাপাশি বিত্তশালীদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।তিনি বলেন,আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে মানবিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।ইতিমধ্যেই করোনা ভাইরাসের কারনে লকডাউনে অবরুদ্ধ গরীব, অসহায়, নিম্নআয়ের প্রায় ১৫'শ পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, আলু, পেয়াজ,সবজি সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ১ থেকে ৬ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত মানবিক সহায়তার অংশ হিসাবে আমরা সাধ্যমত খাদ্য সামগ্রী বিতরন করেছি। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই ঈদ প্যাকেজ কর্মসূচি চালু করতে যাচ্ছি।যাতে করে ধনী-গরিব ও অসহায় পরিবার সকলে মিলে এক সাথে ঈদ উদযাপন করতে পারি। তিনি বলেন,দেশের মানুষের এই দু:সময়ে তাদের পাশে দাড়ানোর জন্য সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ বিত্তশালীদের এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে একটি পরিবারও না খেয়ে থাকবেনা।

বাংলাদেশে করোনা আক্রান্ত বেড়ে ১৬৬৬০ জনে দাঁড়াল, মোট মৃত্যু ২৫০

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১২।। মহামারি করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় ৯৬৯ জন শনাক্ত হওয়ার কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে মঙ্গলবার পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ হাজার ৬৬০ জনে দাঁড়িয়েছে। আরও ১১ জনের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫০ জনে।স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৬ হাজার ৮৪৫টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৬ হাজার ৭৭৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। নতুন করে মারা যাওয়া ১১ জনের মধ্যে সাতজন পুরুষ এবং চারজন নারী বলে জানান নাসিমা সুলতানা। ঢাকার পাঁচজন, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীর একজন করে এবং সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে দুজন করে মারা গেছেন।এছাড়া নতুন করে ২৪ ঘণ্টায় আরও ২৪৫ জন করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগী সুস্থ হওয়ায় মোট ৩ হাজার ১৪৭ জন সুস্থ হয়েছেন বলেও জানান তিনি।

ভারত থেকে বেনাপোল দিয়ে বাংলাদেশে ফিরলেন আরও ২১৭ বাংলাদেশি

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১২।। করোনাভাইরাসের কারণে ভারতে চলমান লকডাউনে বিভিন্ন স্থানে আটকা পড়া আরও ২১৭ বাংলাদেশি মঙ্গলবার বিকালে দেশে ফিরেছেন।বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশনের ওসি আহসান হাবিব জানান, ফেরত আসাদের বিশেষ নিরাপত্তায় প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হয়েছে। ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিজিবি, উপজেলা প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাদের যশোরের ঝিকরগাছা থানার গাজির দরগাহ মাদরাসায় কোয়ারেন্টাইনে নিয়ে যান। শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পুলক কুমার মন্ডল বলেন, উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভারত থেকে ফেরত আসা যাত্রীদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে ১৪ দিন রাখা হচ্ছে। মঙ্গলবার যেসব যাত্রী দেশে এসেছেন তাদের আমরা যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের গাজিরদরগাহ মাদরাসায় রেখেছি। সেখানে তারা ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকার পর কারও শরীরে করোনা সংক্রামক ধরা না পড়লে তারা সরাসরি বাড়ি চলে যাবেন।

এনবিএসটিসির বাস ছাড়ল কালিম্পং থেকে

শিলিগুড়ি, ১২ মে (হি. স.) : মঙ্গলবার কালিম্পং থেকে মালদা, মুর্শিদাবাদ, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে বাস ছাড়ল। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বহু পরিযায়ী শ্রমিক সহ অন্য কাজে কালিম্পংয়ে যাওয়া মানুষ আটকে পড়েছেন। তাঁদের জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম (এনবিএসটিসি) সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত মালদার উদ্দেশ্যে ২টি, মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে ১ টি, শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে ৩ টি ও জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে ২ টি বাস ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে প্রয়োজন পড়লে বাসের সংখ্যাও বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ির ডিভিশনাল ম্যানেজার দীপঙ্কর দত্ত। অন্যদিকে, এদিন পূর্ব ঘোষণামতন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর ও খড়িবাড়ি এলাকার ইটভাটায় কাজ করা ২০০ শ্রমিককে ৭ টি বাসের মাধ্যমে কোচবিহারে পাঠানো হয়েছে। ফাঁসিদেওয়া থেকে ওই একই রুটে আরও বাস ছাড়া যায় কিনা, সেবিষয়ে ভাবনা-চিন্তা চলছে বলে এনবিএসটিসি সূত্রে জানা গিয়েছে। গত তিনদিনে দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া ও কোচবিহারের সাড়ে আটশোরও বেশি মানুষ নিজেদের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছেন।

ঝাড়গ্রামে করোনা আক্রান্তের খবরে রীতিমত আতঙ্কিত গ্রামের বাসিন্দারা

ঝাড়গ্রাম, ১২ মে (হি. স.) : সোমবার ঝাড়গ্রাম পুরসভার সাফাই কর্মী তিনজনের রিপোর্ট পজিটিভ আসার পরেই সাফাই বিভাগের সমস্ত কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম পুরসভা ছিল একেবারে শুনশান ছিল বলে পুরসভা সুত্রে জানা গিয়েছে। এদিন কোনও লোকজন দেখা পাওয়া যায়নি। এদিন শহরের পুরসভার অফিস চত্ত্বরে গিয়ে জন প্রানীর দেখা মেলেনি। এদিকে অরণ্য শহর ঝাড়গ্রামে পর পর করোনা আক্রান্তের খবরে রীতিমত আতঙ্কিত নাগরিক গন।ঝাড়গ্রাম জুবিলি মার্কেটের এক মুদি দোকানের কর্মীর পর শহরের খোদ পুরসভার তিন সফাই কর্মীর আক্রান্তের খবরে শহরের মানুষ মনে করছেন সংক্রমন আরো ছড়াতে পারে।কারন পুর সভার স্প্রে ম্যানরা শহরকে জীবানু মুক্ত করার কাজে যুক্ত ছিলেন।তারা শহরের নানা নালা গুলিতে জীবাণু নাশক স্প্রে করার পাশাপাশি বিভিন্ন ওয়র্ডের বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্প্রে করার কাজ করেছেন। প্রশাসনের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে আক্রান্তরা তিনজনই এসিমট্রমিক।এদের পরিবার এবং তাদের সংস্পর্শে যারা এসেছিলেন তাদের হোম কয়ারেন্টাইনে থাকতে বলা হয়েছে।প্রশাসনের আরো সূত্রে জানা গিয়েছে পুরসভার আরো অনেকের লালরসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।জেলার বিভিন্ন ব্লকে এবং এবার শহরেও তথা গ্রিন জোনে পরপর করোনা আক্রান্তের ঘটনায় হঠাৎই আতঙ্কের আবহ তৈরি হয়েছে।তবে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও নমুনা বেশি করে সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ভ্রাম্যমান ম্যাডিক্যাল ভ্যানের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দাদের লালরসের নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।বাড়ানো হচ্ছে কিয়স্কের সংখ্যা।জেলার তিনটি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সাথে ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলিতেও কিয়স্ক বসানোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।রেড জোনের পথে ঝাড়গ্রাম।সবুজ থেকে হঠাৎই রেড।ফলে আতঙ্ক অনেকটাই।

নন্দকুমারে রেশন দুর্নীতির অভিযোগ বিজেপি- তৃণমূল চাপানউতোর তুঙ্গে

নন্দকুমার, ১২ মে (হি. স.) : বর্তমান গোটা বিশ্বে করোনা আতঙ্কে ঘরবন্দী সাধারণ মানুষের খাদ্য সুনিশ্চিত করতে ইতিমধ্যে সরকারের তরফ থেকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এরপর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রেশন দুর্নীতি নিয়ে ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। মঙ্গলবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমারের খঞ্চিতে তৃণমূল পরিচালিত সমবায় সমিতির অধিন রেশন দোকানে একাধিক অভিযোগ নিয়ে রেশন দোকানের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় মানুষজনেরা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এদিন বিক্ষোভ দেখানোর পর ঘটনাস্থলে স্থানীয় নন্দকুমার থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

নন্দকুমারের খঞ্চিতে তৃণমূল পরিচালিত এই সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির অধীনে একটি রেশন দোকান রয়েছে। যেখানে তৃণমূলের বিরুদ্ধে রেশন সামগ্রী আত্মসাতের অভিযোগ উঠছে। প্রায় শতাধিক গ্রাহকের অভিযোগ, সরকার থেকে কুপন পাওয়ার পরও তাদের সঠিক পরিমাণে রেশন দ্রব্য দেওয়া হচ্ছে না। সেই সমস্ত রেশন তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড আত্মস্যাৎ করছে। এমনকি সাধারণ মানুষকে নির্দিষ্ট পরিমাণের কম পরিমাণ রেশন দেওয়া হচ্ছিল। আর এই সমস্ত অভিযোগে মঙ্গলবার সকাল থেকে প্রায় কয়েকশো গ্রাহক রেশন দোকানের সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভের খবর স্থানীয় নন্দকুমার থানায় পৌঁছতে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায়।

১০০০ টাকা

● প্রথম পাতার পর

শ্রমিক, ই-রিক্সা শ্রমিকদের ১,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। এক্ষেত্রে যাদের রেজিস্টার্ড বৈধ কমার্শিয়াল ড্রাইভিং লাইসেন্স রয়েছে তাদের প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ডিবিটির মাধ্যমে ১,০০০ টাকা করে প্রদান করা হবে। রাজ্যে এরকম ১৮ থেকে ২০ হাজার শ্রমিক রয়েছেন বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান। তিনি আরও জানান, রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে গাড়ি, অটোরিক্সা না চলার কারণে মোটর শ্রমিকদের দাবি অনুযায়ী রাজ্য সরকার এই আর্থিক সহায়তা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : **জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলোপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রেড জোনকে তিন ভাগে ভেঙ্গে কিছু ব্যবস্থা শিথিল করার সিদ্ধান্ত মমতাব

কলকাতা, ১২মে (হি. স.): রেডজোন এলাকাকে সংক্রমণের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করে কাজ শুরু করতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে এক বৈঠকে এমনটাই জানালেন তিনি। মূলত পড়ে যাওয়া অর্থনীতিকে খানিকটা চাঙ্গা করতেই এই সিদ্ধান্ত তার।

নবান্নে এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, রেড জোনকে এ, বি, সি তিন ভাগে বিভক্ত করা হবে। রেড জোনের এ বিভাগে কোন কিছু ছাড় দেওয়া হবে না। বি বিভাগের ক্ষেত্রে, সামাজিক দূরত্ব মেনে অল্প কিছু দোকান খোলার ছাড় দেওয়া হবে। এবং সি বিভাগে আরও বেশ কিছু দোকান খোলার ছাড় দেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি জানান অবশ্যই এই সি বিভাগটি ব্যারিকেডের বাইরে হতে হবে। তবে পুরো বিষয়টি তিনি পুলিশ আধিকারিকদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

জানিয়েছেন, আগামী তিন দিন সময় দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। ১৫ মে কোন এলাকায় কি কি দোকান খোলা যাবে সেই বিষয়ে পুলিশ চূড়ান্ত রিপোর্ট দেবে। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে সরকার। কোথাও যদি সামাজিক দূরত্ব বিধিমালা না হয় বা আইন অনুযায়ী কাজ না হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে পুলিশ বিপর্যয় মোকাবিলা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে।

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিন ভাগে পরিকল্পনা করে কাজ করবে রাজ্য সরকার। তিন মাসের জন্য স্বল্পকালীন পরিকল্পনা করা হবে। এই কাজ শুরু হবে আগামী কাল থেকে। এছাড়া মধ্যমকালীন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হবে ২১ মে থেকে। সে ক্ষেত্রে আরও কিছু বিষয়ে ছাড় দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। এবং সবশেষে দীর্ঘকালীন পরিকল্পনায় কাজ শুরু করতে চায় রাজ্য সরকার। দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আরও বেশি কিছু জিনিসে ছাড় দেওয়া হবে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তবে কি কি বিষয় এই পরিকল্পনা কালীন সময় ছাড় দেওয়া হবে তা এখনও নিশ্চিত ভাবে কিছু জানানো হয়নি। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর মত পরিকল্পনা করেই লকডাউন ঘোষণা করায় এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

রাজনীতি বিরোধিরা করছে না রাজনীতি সরকার করছে": সোমেন মিত্র

কলকাতা, ১২ মে (হি স): করোনা আতঙ্কে ঘুম উড়েছে শহরবাসীর।এরই মাঝে ফের রাজ্যকে তোপ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র। মঙ্গলবার "রাজনীতি বিরোধিরা করছে না রাজনীতি সরকার করছে" রাজা সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন সোমেন মিত্র।

এই প্রসঙ্গে সোমেন মিত্র বলেন, " রাজ্য সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতার কথা বারবার বলছে। ওনারা বলছে বিরোধীরা রাজনীতি করছে। কিন্তু রাজনীতি বিরোধিতা করছে না রাজনীতি সরকার পক্ষ থেকেই করা হচ্ছে।বারবার করে বিরোধী দল হওয়া সত্বেও আমরা মুখ্য সচিব, মুখ্যমন্ত্রী সবার আবেদন জানিয়েছি। সবার সাথে দেখা করতে চেয়েছি। তিনটে চিঠি দেওয়া হয়েছে মুখ্যসচিবকে।কিন্তু একটারও প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সে চিঠি পেয়েছেন কিনা তা জানা নেই। অথচ তারা বলছেন বিরোধীরা কেন রাজনীতি করছে। আমরা বারবার করে বলেছি আমাদের নেতা-নেত্রীরা বলেছেন সরকারকে সমর্থন করছি। কিন্তু তার মানে এটা নয় অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যাবে না। পরিযায়ী শ্রমিকদের আনার কথা বলা হচ্ছে। সোনিয়া গান্ধী বারবার করে বলার পরও পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে টালবাহানা হচ্ছে। আমরা জানি এই গরীব মানুষগুলো যারা কাজ হারিয়ে বিদেশে পড়েছিল তাদের কাছ থেকে কত টাকা দিতে হচ্ছে।

এরপরেই রেশন প্রসঙ্গ টেনে সোমেনবাবু আরও বলেন, "রেশন নিয়ে ক্রমাগত দুর্নীতি চলছে। মুখ্যমন্ত্রী তারস্বরে চিৎকার করছে। রেশনে দুর্নীতি বন্ধ করুন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত দুর্নীতি বন্ধ করা যায়নি। এটা কার দোষ। এটা শুধু খাদ্যসচিবকে সরিয়ে দিলেই হবে না। দায়িত্ব খাদ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে। যখন সারা বিশ্বব্যাপী রোগ ছড়িয়েছে তখন মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যমন্ত্রী। নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকা দরকার। যে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে সব কাজ করবে"।

সঙ্কটে রামবাগানের শিল্পীরা লকডাউনে কর্মহীন

কলকাতা, ১২ মে (হি. স.) : বাঁশের কঞ্চি কেটে শিল্পীরা তৈরি করেন নিত্যনতুন জিনিস। যা এই রাজ্য ছাড়িয়ে ভিনপ্রদেশেও পাড়ি দেয়। উত্তর কলকাতার রামবাগানের সেই শিল্পীরা আজ কর্মহীন, আর্থিক সঙ্কট গ্রাস করেছে তাঁদের।

শতবর্ষ পেরনো রামবাগানের এই শিল্পের ঐতিহ্য আজ অনেকটাই তলানিতে এসে ঠেকেছে। তাই বাঁচার তাগিদে এখানকার শিল্পীরা বাঁশের কাজের পাশাপাশি থার্মোকল দিয়ে তৈরি করেন নানা ধরনের জিনিস। যে কোনও বড় পুজো ও নির্বাচনের আগে জেগে ওঠে রামবাগান। সে সময় অনেক ক্ষেত্রে কাজ হয় দিনরাত।

বাঁশের কঞ্চি দিয়ে সুদৃশ্য মণ্ডপ, গেট প্রভৃতি তৈরি করেন রামবাগানের শিল্পীরা। এছাড়া ভোটের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক চিহ্ন তৈরিরও বরাত পান। শিল্পীরা বাঁশ কেটে তৈরি করতেন নানা ধরনের চোখ ধাঁধানো সামগ্রী। ঘর সাজানোর জিনিস থেকে ছোটখাট প্যান্ডেলের কাঠামোসবই মেলে এখানে। কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলা থেকে ছোট ব্যবসায়ীরা এসে এসব কিনে নিয়ে যান বিক্রির জন্য।

এবার রামনবমীর বরাত হাতছাড়া হয়েছে। এই সময় ফি বছর হাজারিবাগ, রাঁচি প্রভৃতি জায়গা থেকে তাঁরা কাজের বরাত পেয়ে থাকেন। কিন্তু এবার বরাত পেলেও শেষ পর্যন্ত তা বাতিল হয়ে গিয়েছে।

রামবাগানের পাশাপাশি ডোমপাড়া হিসেবেও অনেকে চেনেন এই এলাকাকে। এখানকার যোগেন দত্ত লেন, মানিকতলা লেন, রমেশ দত্ত স্ট্রিট সহ বিস্তীর্ণ এলাকা এখন খাঁ খাঁ করছে। অথচ প্রাক-করোনা সময়ে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গমগম করত এই এলাকা। লকডাউনে ঘরবন্দি এমন পাঁচশো শিল্পীর পরিবার। নিত্যদিন খাবার জোগাড় করাই এখন তাঁদের কাছে কঠিন। কিন্তু করোনার জেরে সব কাজই গিয়েছে থমকে। তাই এখন ওই চত্বর শুনশান।

লকডাউনে কলকাতার পথ দুর্ঘটনা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে

কলকাতা, ১২ মে (হি. স.) : লকডাউনের ফলে কলকাতা শহরে পথ দুর্ঘটনা এবং প্রাণহানির সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমে গিয়েছে। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের এক রিপোর্ট বলছে, ২৪ মার্চ থেকে লকডাউনের প্রথম এক মাসে শহরে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মাত্র ২ জনের, জখম হয়েছেন ৪০ জন।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে শহরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ২৯৪ জনের। সেই হিসেবে কলকাতায় মাসে দুর্ঘটনায় গড়ে ২২ থেকে ২৫ জনের মৃত্যু হয়ে থাকে। এমনিতে কলকাতায় প্রতিবছর গড়ে মোট ২৫০০-২৬০০টি পথ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। সেখানে লকডাউনপর্বে দুর্ঘটনায় প্রাণহানি কমেছে প্রায় ৯২ শতাংশ। প্রথম ৩০ দিনে দুর্ঘটনা ঘটেছে মাত্র ৪০টি। শতাংশের হিসেবে কমেছে প্রায় ৮১ শতাংশ।লালবাজারের রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, ৪০টি দুর্ঘটনার মধ্যে দিনের বেলায় ঘটেছে ২৫টি, বাকি ১৩টি রাতে ঘটেছে।

জুবিন গর্গ

তিনের পাতার পর

তাঁরা। উল্লেখ্য, গত ৮ মে তাঁরা মুম্বই থেকে বিশেষ বাসে করে গুয়াহাটির উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিলেন। টানা পাঁচদিনের সফর শেষ করে গতকাল রাতে তাঁরা গুয়াহাটি এসে পৌঁছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বলেন, দেশের অন্যান্য রাজ্যের সাথে ত্রিপুরাও এই আর্থিক প্যাকেজের সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। ছোট ও মাঝারি শিল্প থেকে শুরু করে সাধারণ কৃষকও এই প্যাকেজের সুযোগ পাবেন। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মাধ্যমে গোটা দেশের মধ্যে সমস্ত নাগরিক তথা সুবিধাভোগীদের কাছে সরকারী সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্পে টাকা বা ভাতার সুযোগ সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পৌঁছে যাচ্ছে। করোনার প্রকোপের মধ্যেও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে স্থিতিশীল করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন তার জন্য তিনি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

১ জন

● প্রথম পাতার পর

আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫৩। তাঁদের মধ্যে ২ জন সুস্থ হয়েছেন এবং দুই জন বহিঃরাজ্যে রয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, ১৪৯ জন শুধু বিএসএফ ও পরিবারের সদস্যরা রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ টুইট করে বলেন, করোনা আক্রান্ত-দের সঠিকভাবে চিকিৎসা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তাঁদের চিকিৎসা করছেন। তিনি করোনা আক্রান্ত-দের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

কমিশনের

● প্রথম পাতার পর

অর্থ রাশি মিটিয়ে দেওয়ার জন্য বলেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে। তাতে অসম ৬৩১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা, নাগাল্যান্ড ৩২৬ কোটি ৪১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, ত্রিপুরা ২৬৯ কোটি ৬৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, মণিপুর ২৩৫ কোটি ৩৩ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা, মিজোরাম ১১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং সিকিম ৩৭ কোটি ৩৩ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা পাবে।

ধুন্ধুমার

● প্রথম পাতার পর

দফা দাবিতে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছিলেন সে বিষয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে শিক্ষা অধিকর্তাকে স্পষ্টীকরণ দিতে হবে। অন্যথায় তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে শিক্ষা অধিকর্তার দেখা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ এর ঘটনাকে শিক্ষা দপ্তরের দুর্বলতা বলেও তারা আখ্যায়িত করেছেন।

আক্ষেপ মন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

২০৩৬টি এ-পাস দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তার মধ্যে ১৬২ জন রওয়ানা দিয়েছেন। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, অন্য রাজ্যের সরকার সম্পর্কে মন্তব্য করা উচিত নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার ত্রিপুরার নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার জন্য কোন সহযোগিতা করছে না। বহুবার অনুরোধ করার পর সামান্য পাস-র ব্যবস্থা করছে।

দম্পতির

● প্রথম পাতার পর

তাই, করোনা মোকাবিলায় সমস্ত সরকারি নিয়ম পালনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই মূর্তি বানানো হয়েছে, দাবি করেন মৃৎশিল্পী দম্পতি।

এডিসির

● প্রথম পাতার পর

আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। স্বাভাবিকভাবেই, বর্তমান পরিষদ ভেঙে যাবে।

করোনা ঃ ত্রাণ বন্টন নিয়ে উদ্বিগ্ন কংগ্রেসের গুচ্ছ দাবী

আগরতলা, ১২ মে ।। করোনা ভাইরাসের আক্রমণের এই বিপন্ন সময়ে জনজীবন বড়ই দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। আর্থসামাজিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। কাজ কর্মহীন গৃহবন্দী জীবনে হাহাকার উঠেছে দুবেলা দুমঠো অন্নের জন্য শ্রমিক, কৃষক, দিন মজুর, ক্ষেত মজুর এবং নিম্ন আয়ের মানুষের যখন রোজগারের সব রাস্তা বন্ধ প্রায় তখন সরকারী সাহায্য ছাড়া বাঁচার উপায় কি। তাই প্রদেশ কংগ্রেস দাবী তুলেছে এবং সরকারে কাছে মাথাপিছু ১৫ কিলো চাল / ৫ কিলো আটা মাসে বিনামূল্যে দিতে হবে। এর সঙ্গে প্রয়োজন মত ভোজ্য তেল, লবন, শুকনো মাছ অন্তত ছায়মাসের জন্য দেওয়া হোক।

যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক দেশের বিভিন্ন স্থানে আটকে পড়েছে এবং কাজ হারিয়েছে তাদের অসহায় পরিবারকে চিহ্নিত করে ত্রাণ সাহায্য করা হোক। যাদের রেশন কার্ড নেই তাদেরকেও সমপরিমানে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হোক। সুষ্ঠ ভাবে বিকল্প কুপন বা কার্ড বিতরণ করা হোক।

করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে যে লকডাউন প্রক্রিয়া চলছে তাতে আর্থিক পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে যাচ্ছে, সামাজিক সংকট আরো ঘনীভূত হবে। দেখা দিতে পারে সামাজিক গোলযোগ। দলমত নির্বিশেষে সকলকে এর মোকাবিলা করতে হবে, তাই সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে জেলাস্তর থেকে ব্লকস্তর পর্যন্ত কমিটি বানানো হোক যারা দায়িত্বের সঙ্গে আগামী দিনে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে। লকডাউন পরিস্থিতিতে কৃষি, কৃষক এবং শ্রমিক মজদুরদের স্বার্থে ধান / ফসল কাটার কাজটিকে অবিলম্বে এম জি এন আরইজিএ-এর অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানাচ্ছি।

আন্তর্জাতিক সীমান্তের বেড়ার ওপাড়ে যে সমস্ত চাষীরা চাষবাস করেছে তারা রাজ্য সরকারে এবং বিএসএফ'র উদাসীনতা এবং নিয়মের কচকচানির ফলে উৎপাদিত ফসল অনায়াসে নিয়ে যাচ্ছে। এই অভিযোগ রাজ্যের সীমান্ত কৃষকদের। রাজ্য সরকারও এদের উৎপাদিত সবজি সরকারী এজেন্সির মাধ্যমে ক্রয় করে নিতে পারে। কিন্তু তা না করায় ফড়েরা এর সুবিধা নিচ্ছে। এই চাষীরা যে শুধু ফেন্সিং এর বাইরে তা নয় পাহাড়ী এলাকায় যারা চাষবাস করছে তারাও একই সমস্যার শিকার হচ্ছে। শীঘ্রই এর একটা বিহিত করা দরকার।

তাছাড়া ধলাই জেলার বিশেষ করে গন্ডাছড়া, ছাওমনু সহ বিভিন্ন এলাকায় সহজে বহন যোগ্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে।

এসব মানবিক দাবীর পাশাপাশি মনে করেয়ি দিতে চাই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৫ এর ৬১ নং ধারায় স্পষ্টভাবে কোন ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে সর্তক করা হয়েছে। বলা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণ ও সাহায্য বিলির ক্ষেত্রে লিঙ্গগত, জাতপাত, সম্প্রদায়, উঁচু নিচু এবং ধর্মীয় ভেদাভেদ করা চলবে না।

আগরতলা

● প্রথম পাতার পর

একদিন উভয় দিকে চলাচল করবে। ত্রিপুরায় অন্যকোন স্টেশনে ওই ট্রেন দাঁড়াবে না। আগরতলা থেকে দিল্লী পর্যন্ত পথে বদরপুর, গুয়াহাটি, কোকরাঝাড়, নিউজলপাইগুড়ি, কাটিহার, বারোওনি, পাটলিপুত্র, পন্ডিত দিনদয়াল উপাধ্যায় এবং কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশনে ওই ট্রেন বাণিজ্যিক স্টপেজ রয়েছে। ওই স্পেশাল ট্রেনে একটি এসি প্রথম শ্রেণী, ২টি এসি দ্বিতীয় শ্রেণী এবং আটটি এসি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা রয়েছে। ইতিমধ্যে ট্রেনের সমস্ত টিকিট শেষ হয়ে গিয়েছে। দিল্লী থেকে আগরতলা ট্রেনের টিকিট বুকিং আগামীকাল থেকে শুরু হবে। রেলওয়ের নির্দেশিকা অনুযায়ী আসন সংরক্ষিত হলেই ওই ট্রেনে সফর করা যাবে। সাথে সচিত্র পরিচয়পত্র বহন করতে হবে। এছাড়া করোনা সংক্রমনের লক্ষণ না থাকলেই ওই ট্রেনে সফরের অনুমতি মিলবে। এক্ষেত্রে স্টেশনে প্রত্যেক যাত্রীর স্ক্রিনিং করা হবে। স্ক্রিনিং করার সময় যাত্রীর করোনা সংক্রমনের লক্ষণ দেখা গেলে তার টিকিট বাতিল করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

চলেছে। নতুন অনেক কিছুই দেখা যাবে এই চতুর্থ দফায়। এই দফার লকডাউন এর জন্য কি কি নিয়ম বলবৎ হবে সেই নির্দেশিকা ১৮ মের আগেই বলে দেওয়া হবে।করোনার ভয় আটকে গেলে চলবে না। মুখে মাস্ক পরে ও দুই গজ দূরত্ব বজায় রেখে দেশবাসীকে এগিয়ে চলতে হবে।কিন্তু পুরোপুরি লকডাউন শিথিল করা হবে না।একবিংশ শতাব্দীর যে ভারতের হতে চলেছে সেই কথা এই সংকটময় পরিস্থিতিতেও দেশবাসীকে মনে করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বর্তমান শতাব্দী ভারতেরই হবে এর জন্য ভারতকে একাগ্র চিত্তে এগিয়ে যেতে হবে। অর্থকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা থেকে মানবকেন্দ্রিক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। ভারতের প্রযুক্তিবিদ, বৈজ্ঞানিক, সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে সেই প্রতিভা ও গুণগতমান রয়েছে। বিশ্বমানের পণ্য প্রস্তুত করতে দেশবাসী তৈরি। পাশাপাশি আগামী দিনে যে আর্থিক সংস্কার করা হবে সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তার কথায় আর্থিক সংস্কার হয়েছিল বলেই সরকারি অফিস এবং পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও মানুষ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ নিজের ব্যাংক একাউন্টে মধ্যে দিয়ে পেয়েছে। জনধন, আঁধার, মোবাইলের সংস্কার হয়েছিল বলেই তা সম্ভবপর হয়েছে।

করোনা পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্ববাসী ভারতের দিকে চেয়ে রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া নিজের ভাষণে বিশ্বের মঙ্গলে ভারতের অবদানের কথা স্মরণ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মাধ্যমে বিশ্বকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে ভারত। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে গোটা বিশ্ব যখন করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে তখন তারা ভারতের ওষুধ ব্যবহার করছে। সেই জন্য পৃথিবীবাসী ভারতের প্রশংসা করছে। ভারতের ভাবনায় বিশ্ব অপরিহার্য অঙ্গ। বিশ্বের কল্যাণী ভারতের কর্তব্য ও লক্ষ্য। স্বচ্ছ ভারত অভিযানে যখন ভারতের ছবিটা পাল্টে যায় তখন আদতে বিশ্বের ছবি পাল্টে যায়। যক্ষা, অনাহার, পোলিও দূরীকরণ অভিযান যখন ভারত নিয়েছিল তখন তাতে বিশ্ব সাড়া পড়ে গিয়েছিল। দূষণ রোধে ইন্টারন্যাশনাল সোলার এলাইন্স আন্তর্জাতিক সৌর জোট বিশ্বকে উপহার দিয়েছে ভারত ভারতের আত্মনির্ভরতার কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, আত্মনির্ভরতার অর্থ আত্মকেন্দ্রিকতা নয় এখানে আত্মকেন্দ্রিকতার অর্থ হচ্ছে বিশ্ববাসীর সুখ, সহযোগিতা, শান্তি, সংস্কৃতি ও বিশ্বকে নিজের পরিবার হিসেবে মনে করা। পৃথিবী যে মা সেটা ভারতের সংস্কৃতিতেই রয়েছে।ভারত এক সমৃদ্ধ বিশ্বের স্বপ্ন দেখে চলেছে।

করোনা মোকাবিলায় ভারতের পরিকাঠামোগত উন্নতির কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বর্তমানে প্রতিদিন দু লক্ষ পিপিই এবং এন-৯৫ মাস্ক তৈরি করছে ভারত। রাষ্ট্র হিসেবে ভারত গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেখানে তার নিজের স্বপ্নকে পূরণ করতেই হবে। স্বপ্ন হলো একবিংশ শতাব্দী কান্ডারী হয়ে ওঠা। পরিস্থিতি অবলোকন করে ভারতকে আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে হবে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন গোটা বিশ্ব ওয়াই টু কে আতঙ্কে ভুগছিল তখন ভারত সেখান থেকে গোটা বিশ্বকে উদ্ধার করেছিল। আগামী দিনে ভারতের লোকাল বা স্থানীয় পণ্যই বিশ্বব্যাপী বাজারে ছড়িয়ে পড়বে তার জন্য দেশবাসীকে সদর্থক ভূমিকা পালন করতে হবে। এই উন্নয়নের গতিধারা অবরুদ্ধ করলে চলবে না। দেশবাসীকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে ভারতীয় রাজ্যের চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখিয়েছে তা প্রশংসনীয়।কোনও ভাবেই হাল ছাড়লে, ভেঙে পড়লে, হার মেনে নিলে চলবে না।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

আমাদের রক্ষাকবচ হিসেবে সীমান্ত প্রহরায় থাকেন। কিন্তু পরিস্থিতির নিষ্ঠুর পরিহাস, তাঁদেরকেই মানুষ এখন সন্দেহের চোখে দেখছেন। তাঁর দাবি, প্রত্যেক বিএসএফ জওয়ানকে করোনা আক্রান্ত বলে মানুষ সন্দেহ করছেন। অবশ্য এই সন্দেহ অমূলক নয়উ কারণ, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ান সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশা করেন। অথচ তাঁরা করোনা-আক্রান্ত নন, এমন কোনও স্পষ্ট বার্তা ত্রিপুরা সরকার কিংবা বিএসএফ-এর তরফে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর সাফ কথা, জনসচেতনতার অভাবে বিএসএফ জওয়ানরা করোনা আক্রান্ত হিসেবে সন্দেহের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন। তাতে চোরাকারবারিদের উপকার হচ্ছে, দাবি করেন তিনি।

তাপস দে-র কথায়, চোরাকারবারিরা এই সুযোগে বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে মানুষের মনে সন্দেহ বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাতে সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটতে পারে, এই আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়ার কোনও অবকাশ নেইউ তাঁর সাফ কথা, বিএসএফ-এর প্রতি মানুষের আস্থা হারিয়ে গেলে সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে। ত্রিপুরা সরকার এবং বিএসএফকে শীঘ্রই এর প্রতিকারে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে।

আইনমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রয়েছেন এবং ২,৩৬৭ জন রয়েছেন বাড়িতে একান্তবাসে। তাঁর দাবি, এখন পর্যন্ত মোট ১১ হাজার ২৩৫ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০ হাজার ৩৪৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে মোট ১৫৪ জনের নমুনা পরীক্ষায় পজিটিভ এসেছে। এর মধ্যে ২ জন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং ২ জন বহির্রাজ্যের রয়েছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ১৫০ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি জানান, আজ আরও ৭১০ জনের নমুনার রিপোর্ট এখনও আসেনি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আজ চোরাইবাড়ি দিয়ে ৩৭২ জন রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। এর মধ্যে ১০১ জন ট্রাক চালক, ৩৬ জন রোগী এবং ২৩৫ জন যাত্রী রয়েছেন। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত যতজন বহির্রাজ্যে আটকে রয়েছেন তাঁদের মধ্য থেকে মোট ৬,৭২৩ জন আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। এর মধ্যে ৫,৭৮৯ জনকে মোট ২ কোটি ৮ লক্ষ ১ হাজার ৮৪০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ত্রাণ তহবিলে দান

আটের পাতার পর

কর্মচারী সমন্বয় কমিটিও তার সমার্থ নিয়ে দশ হাজার টাকার ডালি নিয়ে এগিয়ে এসেছে। আজ শিক্ষামন্ত্রীর হাতে দশ হাজার টাকার ড্রাফ্‌ট তুলে দিয়েছেন সমন্বয় কমিটির পক্ষে চেয়ারম্যান অভয় চন্দ্র দেববর্মা, মহা সম্পাদক কানুলাল দেবনাথ, প্রচার সম্পাদক মহঃ নুরুল ইসলাম ও পরেশনাথ ভট্টাচার্য্য। ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

সংক্রমিত ৪,০৩৫

আটের পাতার পর

রাজস্থানে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের, জয়পুরে একজন এবং বিকানের একজন প্রাণ হারিয়েছেন। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২,৩৬২ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৫৫৮ এবং মৃত্যু হয়েছে ১১৫ জনের।

বন্টন নিয়ে

আটের পাতার পর

ডেকে নিয়ে রড এবং কার্ডের ফাইল দিয়ে এলোপাতাড়ি মারতে থাকেন ঘটনায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কামাল হোসেন। ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে অগ্নিনির্বাপক দপ্তর উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতাল সেখানে তার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জিবি হাসপাতালে।জানাজায় দুজনেরই গরীবদের হত্যা লুণ্ঠন করার ক্ষেত্রে এক নম্বর পদবী গ্রহণ করতে চলেছেন।গত কিছুদিন পূর্বে সাহেব নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আর কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে রয়েছে বিভিন্ন রকম অভিযোগ।

চালিয়েছে রেলমন্ত্রক

পাচের পাতার পর

হেঁটে নিজ রাজ্যে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। বিষয়টি নিয়ে গোটা দেশজুড়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। পরে পরিত্রাতা মতো অবতীর্ণ হয় ভারতীয় রেল।

াঙ্গন

অথচ তাঁরা খেলতে পারতেন অন্য ক্লাবে

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নয়, একটু এদিক-ওদিক হলে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে খেলতে দেখা যেত লিভারপুলে। মেসি খেলতেন আর্সেনালে, ভিয়েরা-ফ্যাব্রিগাসদের সঙ্গে। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না তো?

দলবদলের বাজারে এক খেলোয়াড়কে নিয়ে একাধিক ক্লাবের টানাটানি আজকের নতুন নয়। দলবদলের পুরো সময় জুড়ে এক ক্লাবের সঙ্গে কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে যাওয়ার পরেও একদম শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলে অন্য ক্লাবে গিয়েছেন, এমন ঘটনা হরহামেশাই ঘটেছে। এমনই কিছু ঘটনা নিয়ে আজকের আয়োজন।

”লিভারপুল ইংল্যান্ডের অন্যতম সেরা ক্লাব, যেকোনো খেলোয়াড়ের জন্যই এমন ক্লাবের অংশ হতে পারা গর্বের বিষয়। আশা করব ওরা যেন এমন একটা প্রস্তাব দেয় যা আমার ও স্পোর্টিং লিসবন, উভয়ের জন্যই ভালো হয়,” ২০০৩ সালে উক্তিটা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো কোন ক্লাবের প্রতি উদ্দেশ্য করে করেছিলেন, বলুন তো?

না। যে ক্লাবের হয়ে খেলে তিনি তারকাখ্যাতি পেয়েছেন, সেই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নয়। এই কথাটা তিনি বলেছিলেন লিভারপুলের উদ্দেশ্যে। তখন পর্তুগালের স্পোর্টিং লিসবনে খেলা এই তরুণ মাত্রই আলো ছড়ানো শুরু করেছেন। তত দিনে খবর পেয়ে রোনালদোর খোঁজখবর নেওয়ার জন্য ভিড় করছে আর্সেনাল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতো ক্লাবগুলো। আগ্রহী ক্লাবের তালিকায় ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সবচেয়ে বড় ”শত্রু” লিভারপুলও। লিভারপুলের তৎকালীন কোচ জেরার্ড হুলিয়ের ও সহকারী কোচ ফিল থম্পসন বেশ ক”বার পর্তুগালে গিয়ে স্বচক্ষে রোনালদোর কারিকুরি দেখে এসেছিলেন।

রোনালদোর মুখপাত্র হোর্হে মেন্ডেস তখন পাগলের মতো নিজের তরুণ মক্কেলের জন্য ক্লাব খুঁজছেন। ইংল্যান্ডে আসার আগ্রহটাই বেশি ছিল রোনালদোর। কারণ ওই একটাই, ইংল্যান্ডে আসলে ওই বয়সে অন্য যেকোনো দেশের ক্লাবের চেয়ে বেশি আয় করা যাবে। থম্পসনকে বলা হল, রোনালদোর দাম চল্লিশ লাখ পাউন্ড (চার মিলিয়ন পাউন্ড), যা লিভারপুল চাইলে চার বছরে দিতে পারবে, অর্থাৎ ফি-বছর এক মিলিয়ন পাউন্ড করে। বেতন বাবদ প্রতি বছর এক মিলিয়ন পাউন্ড চেয়েছিলেন রোনালদো। তবে আঠারো বছর বয়সী এক তরুণের জন্য এত বেতন দেওয়াটা ঠিক হবে কি না, সন্দিহান ছিলেন লিভারপুলের কর্তাব্যক্তিরা। বাচ্চা একটা ছেলেকে এত বেশি বেতন দিলে খেলোয়াড়দের মধ্যে রোষের সৃষ্টি হতে পারে, ভেবেছিলেন কোচ হুলিয়ের।

লিসবন থেকে লিভারপুলে ফিরে হুলিয়েরকে খেলোয়াড়ের দাবি-দাওয়া খুলে বলেন থম্পসন। হুলিয়ের লিভারপুলের প্রধান নির্বাহী রিক পেরির সঙ্গে কথাবার্তা বলে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান। পরদিন টিভি খুলেই আক্কেলগুড়ুম হয়ে যায় থম্পসনের। এক কোটি বাইশ লাখ পাউন্ডে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যোগ দিয়েছেন রোনালদো, স্কাই স্পোর্টসের খবরটা দেখে ঠিক বিশ্বাস হয় না তাঁর। দাম কীভাবে তিনগুণ বেড়ে গেল? পরে জানা যায়, লিভারপুলের দোনমনার সুযোগ নিয়ে দাঁও মেরে দিয়েছে স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের দল!

জুভেন্টাস, আয়াক্স, ইন্টার মিলান, বার্সেলোনা, প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের হয়ে লিগ জেতা সুইডেনের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা এই স্ট্রাইকার আর্সেনালে যোগ দেননি কেন জানেন? ২০০০ সালে সুইডিশ ক্লাব মালমো থেকে কেনার সময় আর্সেনাল কোচ ওয়েঙ্গার তাঁকে চেয়েছিলেন ট্রায়ালে খেলা দেখানোর জন্য!

তত দিনে আর্সেনালের নয় নম্বর জার্সি নিয়ে পোজ দেওয়া শেষ ইব্রার। যখন শুনলেন আর্সেনালের খেলোয়াড় হওয়ার জন্য নতুন করে কোচের সামনে ”স্ক্রিন টেস্ট” দেওয়া লাগবে, আঁতে ঘা লাগল সুইডিশ তারকার।”জাতান ডাজ নট ডু ট্রায়ালস,” বিখ্যাত এই উক্তি দিয়ে পরদিনই ডাচ ক্লাব আয়াক্সে যোগ দিয়েছিলেন। বাকিটা ইতিহাস!

”বার্সা লওতারো মার্টিনেজকে নেওয়ার চেষ্টা করলেও আমরাও লিওনেল মেসিকে নিয়ে আসব,” কিছুদিন আগে এমন উক্তি করে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন ইন্টার মিলানের সাবেক সভাপতি মাসিমো মোরাত্তি। মোরাত্তির মেসি-প্রীতি আজকের না অবশ্য। সেই ২০০৫ সালে স্প্যানিশ লা লিগার এক নিয়মের বেড়াজালে আটকে আরেকটু হলে ক্লাব ছাড়া হচ্ছিলেন লিও মেসি। আর তখন থেকেই মেসির গুণমুগ্ধ ভক্ত হওয়ার কারণে আর্জেন্টিনার এই তারকাকে পাওয়ার জন্য লাইনে সবার আগে দাঁড়িয়েছিলেন মোরাত্তি।

কী সেই নিয়ম? ইউরোপীয় ইউনিয়নের পাসপোর্ট না থাকা সর্বোচ্চ তিনজন থাকতে পারত স্পেনের একেকটা ক্লাবে। বার্সায় তখন ছিলেন ব্রাজিলের রোনালদিনহো, ক্যামেরুনের স্যামুয়েল ইতো ও মেক্সিকোর রাফায়েল মার্কেজ। ওদিকে মেসির তত দিনে পাসপোর্ট হয়নি। ই-ইউয়ের পাসপোর্ট না থাকলে না চাইলেও মেসিকে বেঞ্চে বসিয়ে রাখতে হবে। আর মেসি অবশ্যই বেঞ্চে বসে থাকতে চাইবেন না!

বার্সার এই সমস্যার ”সমাধান” নিয়ে আসে ইন্টার। তখন মেসির চুক্তিতে বাই আউট ক্লজ দেওয়া ছিল ১৫০ মিলিয়ন ইউরো (১৫ কোটি ইউরো)। গোটা টাকাটাই দেওয়ার জন্য রাজি হয়ে যায় ইতালির ক্লাবটি, আঠারো বছর বয়সী এক তরুণের জন্য যে দামটা আকাশছোঁয়া। শুধু তাই নয়, মেসির বেতন তিন গুন করে দেওয়ার প্রস্তাব করে ইন্টার। ছেলের প্রতি বাইরের ক্লাবের এহেন আগ্রহ দেখে মাথা ঘুরে যায় মেসি বাবা ও মুখপাত্র হোর্হে মেসির। বার্সাকে নতুন চুক্তি ও পাসপোর্ট সংক্রান্ত জটিলতা কাটানোর জন্য তাগাদা দিতে থাকেন তিনি। পাসপোর্ট সংক্রান্ত জটিলতা মেটাতে পারলেও মেসিকে নতুন চুক্তি দিতে গড়িমসি করছিল কাতালান ক্লাবটা। কারণ, মাত্র তিন মাস আগে চুক্তি নবায়ন করেছিলেন মেসি। এর মধ্যে আবার নতুন বেতনের চুক্তি দেওয়ার কোনো মানেই হয় না।

বার্সার মনোভাব পালটে দিতে মেসি সময় নিলেন মাত্র এক ম্যাচ। ভেরডার ব্রেমেনের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগের এক ম্যাচে ৬৫ মিনিটে মেসিকে মাঠে নামান তৎকালীন বার্সা কোচ ফ্রাঙ্ক রাইকার্ড। মাঠে নেমেই জাদু দেখানো শুরু করেন মেসি। মেসিকে আটকাতে হিমশিম খাচ্ছিল ব্রেমেনের রক্ষণভাগ। মেসিকে সামলাতে গিয়ে পেনাল্টি দিয়ে বসে তাঁরা। আর তাতে গোল করে দলকে জয় এনে দেন রোনালদিনহো। বার্সা বুঝতে পারে, এমন ছেলেকে হাতছাড়া করা উচিৎ হবে না। পরদিনই মেসির সঙ্গে বাড়তি বেতনের চুক্তি করে কাতালান ক্লাবটি।

রোনালদোর মতো দানি আলভেসকেও চেয়েছিল লিভারপুল। ব্রাজিলের এই রাইটব্যাক তখন মাত্র সেভিয়ার হয়ে নিজের জাত চেনানো শুরু করেছেন। লিভারপুলের তৎকালীন কোচ রাফায়েল বেনিতেজ আলভেসের জন্য আট মিলিয়ন (আশি লাখ) পাউন্ডও দিতে রাজি হয়ে যান। কিন্তু বাধ সাধে লিভারপুলের বোর্ড। একই সঙ্গে ডাচ ক্লাব ফেইনুর্দের স্ট্রাইকার ডির্ক কিউটকে আনার জন্যও চেষ্টা চলছিল। লিভারপুলের বোর্ড সাফ জানিয়ে দেয়, দুজনকে কেনার টাকা নেই বোর্ডের কাছে। একজন গোলশিকারির তখন বড্ড দরকার লিভারপুলে। বেনিতেজ তাই পরেরটাই বেছে নেন। ওদিকে আরও দুবছর সেভিয়ায় খেলে আলভেস নাম লেখান বার্সেলোনায়।

প্রিয় খেলোয়াড়েরা আছে ওখানে, তাই

ওয়েলশের এই মিডফিল্ডারকে নিয়ে ২০০৮ সালে টানাটানি করছিল আর্সেনাল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও এভারটন। র‍্যামসির তৎকালীন ক্লাব কার্ডিফ সিটি তখন ইউনাইটেডের একটা প্রস্তাবেও রাজি হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের ওয়েবসাইটেও ঘটা করে ইউনাইটেড জানিয়ে দিয়েছিল, র‍্যামসি আসছেন। কিন্তু শেষমেশ আর্সেনালের কোচ আর্সেন ওয়েঙ্গারের প্রস্তাব ও গানারদের সাজঘরে প্রিয় খেলোয়াড়দের দেখে মাথা ঘুরে যায় তরুণ এই তারকার। পঞ্চাশ লাখ পাউন্ডের বিনিময়ে লন্ডনে চলে যান র‍্যামসি।

শেরউড থাকতে জিদান কেন?

১৯৯৫ সালে তখন মাত্রই প্রিমিয়ার লিগ জিতেছে ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স। শিরোপা জিতেই বিশ্বের সেরা প্রতিভাদের দলে টানার জন্য মনোযোগ দেয় ক্লাবটি। নজরে আসে ফরাসি ক্লাব বোর্দোতে খেলা এক মিডফিল্ডার, জিনেদিন জিদান নাম। কিন্তু অখ্যাত এক বিদেশি তরুণের পেছনে তখন টাকা ঢালতে রাজি হননি ব্ল্যাকবার্নের সভাপতি জ্যাক ওয়াকার। ”টিম শেরউড থাকতে জিনেদিন জিদানকে কেন কিনব?” ফুটবলীয় রূপকথার অংশ হয়ে গিয়েছে তাঁর এই উক্তিটা।

ফ্যালকাও নয়, হেসকিকে চাই

২০০৮ সালের কথা। কলম্বিয়ার স্ট্রাইকার রাদামেল ফ্যালকাও তখন খেলছেন আর্জেন্টিনার ক্লাব রিভার প্লেটে। কিন্তু ইংলিশ লিগের প্রতি তাঁর আগ্রহ দুর্নিবার। সে কারণেই অ্যাস্টন ভিলার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ফ্যালকাওয়ের মুখপাত্র। ”মাত্র পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ড দিয়ে ফ্যালকাওকে কিনে নাও,” মুখপাত্রের প্রস্তাব ছিল এমন। এর আগে রিভার প্লেট থেকে কলম্বিয়ার আরেক স্ট্রাইকার হুয়ান পাবলো অ্যানহেলকে কিনেছিল ক্লাবটি। অ্যাস্টন ভিলার হয়ে বেশ ভালো খেলেছিলেন ওই তারকা। ওই কাহিনি দেখে ফ্যালকাও ও তাঁর মুখপাত্রের সাহস বেড়ে যায় একটু। কিন্তু একই সময়ে উইগান অ্যাথলেটিকের পোড় খাওয়া ইংলিশ স্ট্রাইকার এমিল হেসকিকে মনে ধরেছিল ভিলা কোচের। অখ্যাত বিদেশির চেয়ে অভিজ্ঞ দেশির ওপরে আস্থা রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করল ভিলা। ব্যস, কপাল পুড়ল ফ্যালকাওয়ের। (ছবি : ৯) আসলেই কী পুড়েছিল? পরে ফ্যালকাও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে চলে যান। গিয়ে কী কী করেন, সবারই জানা।

ইউনাইটেডের জার্সি পরে যোগ দিলেন চেলসিতে

মিকেলের গল্পটা আরও চমকপ্রদ। নরওয়ের ক্লাব লিন অসলো তে খেলা এই নাইজেরিয়ান মিডফিল্ডারকে কেনার জন্য লড়াই করছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও চেলসি। ইউনাইটেডের স্কাউট জিম রায়ান তো একটু বাড়াবাড়িই করে ফেললেন। একদিন নরওয়েতে গিয়ে মিকেলকে ইউনাইটেডের জার্সি পরিয়ে ছবি তুলে আনলেন, সবাই ভাবল ইউনাইটেডের হয়ে মাঠে নামা সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু মিকেলের মনে যে তখন চেলসির বসবাস! কারওর চাপে পড়ে ইউনাইটেডে নয়, বরং নিজের পছন্দ মতো চেলসিতেই যাবেন বলে গোঁ ধরলেন। তাতে কাজ হলো। পরের এক যুগ চেলসিতেই খেলেছেন।

লেভানডফস্কিব.

উড়োজাহাজ-বিভ্রাট

মাত্র চল্লিশ লাখ পাউন্ডের বিনিময়ে পোলিশ ক্লাব লেচ পোজনান থেকে ব্ল্যাকবার্নে আসা নিশ্চিত হয়েছিল স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানডফস্কির। ব্ল্যাকবার্নে যাওয়ার জন্য উড়োজাহাজেও চেপেছিলেন পোলিশ এই স্ট্রাইকার। কিন্তু আইসল্যান্ডের ওদিকে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণে উড়োজাহাজের সেই যাত্রা বাতিল হয়ে যায়। পরে লেভানডফস্কির আর ব্ল্যাকবার্নে যাওয়া হয়নি, যোগ দেন জার্মান ক্লাব বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে।

রিয়ালের মিডফিল্ডার-খোঁজ

ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ তখন দলে তারকা আনতে ব্যস্ত। একে একে রিয়াল মাদ্রিদে চলে এসেছেন জিনেদিন জিদান, লুইস ফিগো, ডেভিড বেকহাম, রোনালদো, মাইকেল ওয়েনের মতো তারকারা। সঙ্গে ইকার ক্যাসিয়াস, রবার্তো কার্লোস ও রাউল গঞ্জালেসরা তো ছিলেনই। তারকার এই ভিড়ে ক্লাবে থাকা ফরাসি রক্ষণাত্মক মিডফিল্ডার ক্লদ ম্যাকেলেলেকে বড্ড বেমানান ঠেকল পেরেজের কাছে। চেলসির কাছে বিক্রি করে দিলেন এই পরিশ্রমী খেলোয়াড়কে। সভাপতির এমন সিদ্ধান্ত দেখে চমকে গিয়েছিলেন জিদানও, ”বেন্টলি গাড়ির ওপর একের পর এক রূপার প্রলেপ দিয়ে কী লাভ যদি আমার ইঞ্জিনটাই না থাকে?” বলেছিলেন ম্যাকেলেলের স্বদেশি এই কিংবদন্তি। বিক্রি করার পর পেরেজেরও হুঁশ হয়, বড্ড ভুল করে ফেলেছেন। একাদশে সব আক্রমণাত্মক খেলোয়াড়, রক্ষণভাগকে আগলে রাখবে কে? দরকার ছিলে একজন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের। পেরেজ তাই পাগলের মতো ইংল্যান্ডে হাত বাড়ান, একটা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের জন্য। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের রয় কিন, আর্সেনালের প্যাট্রিক ভিয়েরা, দুজনই আরেকটু হলে চলে আসছিলেন মাদ্রিদে। কিন্তু শেষমেশ দুজনের কেউই ক্লাব ছাড়েননি। শেষমেশ এভারটনের ড্যানিশ মিডফিল্ডার টমাস গ্রাভেসেনকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় পেরেজকে!

জাহানারাদের বিশ্বকাপ বাছাই পিছিয়ে দিল আইসিসি

আগামী ৩ জুলাই ২০২১ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জনের লড়াইয়ে নামার কথা ছিল সালমা-জাহানারাদের। শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত এই বাছাইপর্ব থেকে বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়ার কথা ছিল তিন দলের। বাংলাদেশসহ দশ দলের লড়াইয়ে তাই চোখ ছিল সবার। কিন্তু করোনাভাইরাস সংক্রমণের ফলে আপাতত বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আট দলের বিশ্বকাপে এর মাঝেই স্বাগতিক নিউজিল্যান্ড ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার জায়গা পাকা। বাকি তিনটি স্থানের জন্য বাংলাদেশকে লড়তে হতো আয়ারল্যান্ড, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়ে, নেদারল্যান্ডস, পাপুয়া নিউগিনি, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে। ১৯ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল এই বাছাইপর্ব। কিন্তু আজ শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় এই বাছাইপর্ব স্থগিতের ঘোষনা দেওয়া হয়েছে। সে সঙ্গে ২০২২ অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বও স্থগিত করা হয়েছে।

আইসিসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ”সদস্য ও এর সঙ্গে জড়িত দেশ গুলোর সরকার ও স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ২০২১ নারী বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব ও ২০২২ ছেলেদের অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব আপাতত স্থগিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।” অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইউরোপ অঞ্চলের পর্ব আগামী ২৪ জুলাই শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ডেনমার্কে আপাতত সেটা আয়োজন করার কোনো সুযোগ নেই।আইসিসি টুর্নামেন্ট আয়োজক কমিটির প্রধান ক্রিস টেটলি বলেছেন, ”কোভিড-১৯ সংক্রমণের ফলে ভ্রমণে বাধা নিষেধ, বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং বিভিন্ন দেশের সরকার ও স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের উপদেশ মেনে আমরা দুটি বাছাইপর্ব পিছিয়ে দিচ্ছি। নারী বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব ও অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের ইউরোপিয়ান বাছাইপর্বের ওপর এর প্রভাব পড়ছে।”আইসিসি টুর্নামেন্ট আয়োজনের চেয়ে খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য নিয়েই বেশি চিন্তিত। এ কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া বলে জানিয়েছেন টেটলি, ”এই কঠিন সময়ে খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা, সমর্থক ও পুরো ক্রিকেট বিশ্বের সবার স্বাস্থ্য আমাদের কাছে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে এবং আমরা সঠিক ও দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত নিব।”

করোনার “আর্শীবাদ” উপভোগ করছেন কোহলি

ভারত জাতীয় দলের দায়িত্ব বিরাট কোহলির কাঁধে। দল নিয়ে আজ ইংল্যান্ড তো কাল অস্ট্রেলিয়া। তাঁর স্ত্রী বলিউড তারকা আনুশকা শর্মাকেও শুটিংয়ের জন্য দেশে — বিদেশে থাকতে হয়। বিয়ের পর তাই চুটিয়ে সংসার করাটা হয়ে উঠছিল না তাঁদের। অপ্রত্যাশিতভাবে সেই সুযোগটা এনে দিয়েছে করোনাভাইরাস মহামারির এ সময়।

করোনা-সংক্রমণ আতঙ্কে খেলা বন্ধ। প্রাণ বাঁচাতে থাকতে হচ্ছে ঘরে।লকডাউনের এ সময়ে সবার মতোই বাসায় আছেন কোহলি — আনুশকা জুটি। বিয়ের পর এই প্রথম এত দীর্ঘ সময়ে এক সঙ্গে আছেন তাঁরা। প্রতিটি মুহূর্ত যে ভীষণ উপভোগ করছেন তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোহলি— আনুশকার কর্মকাণ্ডেই পরিষ্কার।

কোহলির চুল কেটে দিতে দেখা গিয়েছে আনুশকাকে। প্রিয়তম স্ত্রীর সঙ্গে কাটানো এই সময়গুলো দারুণ উপভোগ করছেন কোহলি। স্টার স্পোর্টসকে তিনি বলেন, ” সত্যি বলতে পরিচয় হওয়ার পর, এই প্রথম আমরা এক সঙ্গে এত সময় কাটাচ্ছি। সাধারণত আমি সফরে যাই , তখন আনুশকা কাজ করছে। কেউ কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত। কিন্তু এ সময়ে আমরা

দুজন একসঙ্গে থাকছি এবং দারুণ সময় কাটাচ্ছি।”

অপ্রত্যাশিতভাবে সময়টা যে এভাবে ধরা দেবে তা ভাবেননি কোহলি ,” আমরা কখনোই ভাবিনি প্রতিদিন একে অপরের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য এত সময় পাব। জীবনে যে কোনো পরিস্থিতিরই যে সুবিধাজনক দিক আছে তা টের পেয়ে ভালো লাগছে। কেউ একজন ব্যস্ত থাকলে আমরা কখনোই এত সময় একসঙ্গে কাটাতে পারতাম না।”

২০১৪ সালে কোহলি — আনুশকার পরিচয়। প্রণয় থেকে ২০১৭ সালে বিয়ের পিড়িতে বসেন তাঁরা। নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ভালো আরও ভালো করতে এই ঘরবন্দী অখন্ড অবসর বেশ কাজে লাগছে, জানিয়েছেন কোহলি, ”আমরা একে অপরকে অনেক বিশ্বাস করি এবং আমাদের পছন্দও এক। এভা বে সময় কাটাতে পারাটা আমাদের জন্য আর্শীবাদ। এই সময়টা সত্যিই দারুণ।”

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এর ২০০তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

লকডাউনের সময় প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় বিনামূল্যে চাল ও গ্যাস পেয়ে খুশি সুবিধাভোগীরা

আগরতলা, ১২মে।। করোনা ভাইরাসের আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য সাড়া দেশের সাথে রাজ্যেও তৃতীয় পর্যায়ের লকডাউন চলছে। এই লকডাউনের সময়ে কর্মহীন শ্রমজীবি মানুষদের সহায়তা প্রতিনিয়ত। আজ গোমতী জেলার মাতাবাড়ী, কিল্লা ও টেপানিয়া ব্লক অন্তর্গত সুবিধাভোগীদের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম তারা প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনায় বিনামূল্যে গ্যাস এবং রেশনশপ থেকে চাল পেয়েই যাচ্ছে। গোমতী জেলার মাতাবাড়ী ব্লক অন্তর্গত ছাত্রাইফাড় গ্রামের বাসিন্দা মহিনি দেববর্মা জানান, "এখন লক ডাউন চলছেন এই সময়ে পঁচিশ কেজি চাল ফ্রিতে পেয়েছিন রান্নার গ্যাসও ফ্রিতে পেয়েছে"ন এই জেলার টেপানিয়া ব্লকের বারোভাইয়া গ্রামের বাসিন্দা রিঙ্কু রানী দাস সরকার জানায়, "প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের মাথাপিছু পাঁচ কেজি করে চাল বিনামূল্যে দিয়েছেন সরকার আমাদের এই ভাবে সাহায্য করায় আমরা খুবই উপকৃত হয়েছিন" কিল্লা ব্লকের রাইয়ো মলসম গ্রামের বাসিন্দা মনিহাও মলসম জানায়, "আমাকে বিনামূল্যে মাথা পিছু পাঁচ কেজি করে চাল দিচ্ছেন"
জেলার কাঁকড়াবন ব্লকের জামজুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা নরেন্দ্র কর্মকার জানায়, "লক ডাউনে কাজ কর্ম নাইন অনেক কষ্ট পাইছিন প্রধানমন্ত্রী বিনামূল্যে মাথা পিছু পাঁচ কেজি চাল দিয়েছেন"
জেলার মাতাবাড়ি ব্লকের চন্দ্রপুর কলোনি গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিদাস নমঃ জানান, "চন্দ্রপুর কলোনি পঞ্চায়েতের এক জন আটো রিকশা শ্রমিকন প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় বিনা মূল্যে কেন্দ্রীয় সরকার আমাকে মাথা পিছু পাঁচ কেজি করে চাল দিয়েছেন এতে আমরা খেয়ে বেঁচে আছিন এতে আমি এবং আমার পরিবার খুবই খুশিন"
এই দু:সময়ে সরকার থেকে সাহায্য পেয়ে তারা সবাই খুশি এবং সরকার ও দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলস এর ২০০তম জন্ম দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলস এর ২০০তম জন্ম দিবস মঙ্গলবার রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। দুশো বছর আগে ১২ ই মে নাইটেঙ্গেলস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মানবপ্রেমী মহীয়সী নারীর জন্ম দিবস টি গোটা বিশ্ব জুড়ে নার্সেস ডে হিসেবে পালিত হয়। মানবপ্রেম এবং সেবা ধর্মের যে পরিচয় তিনি দিয়ে গেছেন তা আজও সমসাময়িক। আইজিএম হাসপাতালসহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নার্সেস ডে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে আইজিএম হাসপাতালে নার্সেস ডে উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে নাইটেঙ্গেলস এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।
তিনি নাইটেঙ্গেলস এর জীবন আদর্শ নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। সাংসদ বলেন ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল কোনদিনই নার্সের প্রশিক্ষণ নেননি। তিনি ছিলেন বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রী। বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রী হয়েও তিনি আত্রের সেবার মানসিকতা নিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন। সে কারণেই ফোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মদিনটি বিশ্বজুড়ে সেবিকা দিবস হিসেবে পালিত হয়। এই মহান দিনে সমস্ত নার্সদের আর্তের সেবায় নিয়োজিত হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করার আহ্বান জানান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। নার্সদের হাতে মাস্ক স্যানিটাইজার সহ বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেন। রিজিওনাল ক্যান্সার হাসপাতালে নার্সেস ডে উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। বিধায়ক শ্রী চক্রবর্তী নার্সদের হাতে বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেন।
এই মহান দিবসে নার্স সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। বিধায়ক রতন চক্রবর্তী বলেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে নার্স মিডওয়াইফ এবং চিকিৎসকরা যেভাবে আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করে চলেছেন তা শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ঋণ শেষ করা যাবেনা। তাদেরকে মানবতার মূর্ত প্রতীক বলেও তিনি আখ্যায়িত করেছেন। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও মঙ্গলবার যথাযোগ্য মর্যাদায় নার্সেস ডে পালিত হয়েছে। তবে লক ডাউন জনিত পরিস্থিতিতে বড় ধরনের কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি।

কর্মচারী সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান

আগরতলা, ১২ মে।। সারা বিশ্বব্যাপী করোনা আক্রমনে জনজীবন বিপর্যস্ত। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যেও তার প্রভাব মারাত্মকভাবে পড়েছে। এই অবস্থা মোকাবিলার জন্য বিপুল পরিমানে অর্থেরও প্রয়োজন। এই বিপর্যয় মোকাবিলায় সকেলই সামর্থ আনুযায়ী এগিয়ে এসেছেন। ত্রিপুরা

ছয়ের পাতায় দেখুন

যথাযথ মর্যাদার সহিত শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে বিশ্ব নার্স ডে পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ মে।। বর্তমানে করুনা ভাইরাসের প্রাদুরভাবের ফলে ছোট্ট আকারে সামাজিক দুরত্ব মেনে আজকে বিশ্ব সেবিকা দিবস পালন করাহয়। আজকের দিনে ফ্লোরেন্স নাটিঙ্গেলের ফটোতে পুস্প স্তব অর্পন করেন হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সরা। আজকের এই বিশ্ব নার্স দিবসের মূল থীম নার্সিং দি ওয়ার্ল্ড টু হেল। এই থীমের উপর সংক্ষীপ্ত আলোচনা করেন শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালের এম এস জে এস রিয়াং।

রাজধানীর চিত্তরঞ্জন ক্লাব এলাকায় যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। নিজ বাড়ি থেকে উদ্ধার এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ। ঘটনা রাজধানীর চিত্তরঞ্জন ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়। মৃত যুবকের নাম সম্রাট পাল, বয়স ২৫। পেশায় রেস্টুরেন্টের মালিক। মৃত যুবকের পিতা জানান প্রতি দিনের মত তিনি ছেলেকে ডেকে যান সকালে। কিন্তু দীর্ঘ সময় দরজা না খোলায় সন্দেহ হয় তাদের। এরপর ঘর থেকে উদ্ধার হয় সম্রাটের ঝুলন্ত মৃতদেহ। পিতা আরও জানান বেশ কয়েকদিন আগে অসুস্থ হয় সে। চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় ছেলেকে। ওষুধ খাচ্ছিল সম্রাট। কিন্তু এরই মাঝে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয় সে। ভাত খেতে দিলে অনিহা প্রকাশ করত। সারাক্ষন অসুস্থ বলে জানাত। এরই মাঝে এই কান্ড ঘটনা সম্রাট। খবর পেয়ে ছুটে যায় পূর্ব থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়ে দেয়। ছেলেকে হারিয়ে দিশেহারা পরিবারটি।

বিশালগড়ে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ মে।। ১৯৬৫ সালের ১২ মার্চ ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ নার্সেস প্রথমবার পালন করে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস। তারপর থেকে প্রতি বছর পালিত হয়ে আসছে দিনটি। আধুনিক নার্সিংয়ের জননী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের আজ জন্মদিন। তাই এই দিনটি পালন করা হয় আন্তর্জাতিক নার্স দিবস হিসেবে। মঙ্গলবার বিশালগড় মহকুমা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের সমস্ত নার্সদের এবং শিখুরিয়া পি এইস সি,বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে তাছাড়া দয়ারাম পাড়া পিএইসসি স্থিত হাসপাতালে নার্সদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, পাশাপাশি এদিন বিশালগড় মহকুমার সমস্ত সাংবাদিকরা৯ নার্সদের ও সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি করোনা মোকাবেলায় হাসপাতালে নার্সদের ভূমিকা ছিল ৯যথেষ্ট প্রশংসনীয়, তাই আন্তর্জাতিক সেবিকা দিবসে তাদের সম্বর্ধিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সমস্ত সাংবাদিকরা।এই মহতি অনুষ্ঠানকে হাসপাতালের এসডিএমও সাধুবাদ জানান।

বিশ্বে করোনা-আক্রান্ত ৪.১৭ মিলিয়নের বেশি, মৃত্যু বেড়ে ২,৮৫,৬৯০

ওয়াশিংটন, ১২ মে (হি.স.): মারণ ভাইরাসের কাছে মনুষ্যজাতি এখন অসহায়! কোভিড-১৯, নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬৯০-এ পৌঁছেছে। পৃথিবীব্যাপী মারণ এই ভাইরাসে সংক্রমিত ৪.১৭ মিলিয়নের বেশি মানুষ। ১২ মে সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৪.১৭ মিলিয়নের বেশি। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ২,৮৫,৬৯০। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ১,৩৪৬,৭২৩, স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ২২৭,৪৩৬, ইতালিতে সংক্রমিত ২১৯,৮১৪, ব্রিটেনে আক্রান্ত ২২৪,৩৩২ এবং রাশিয়ায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২২১,৩৪৪ জন।

আমেরিকায় করোনায় মৃত বেড়ে ৮০,৩৫২

ওয়াশিংটন, ১২ মে (হি.স.): দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশই নিম্নমুখী আমেরিকায়। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন ৮৩০ জন। নতুন করে ৮৩০ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ৮০,৩৫২-তে পৌঁছেছে। মঙ্গলবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৮৩০ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০,৩৫২। গত মার্চ মাসের পর রবিবার ও সোমবার, পরপর দু''দিন ১,০০০-এর নিচে নামল আমেরিকায় দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা। এর আগে রবিবার মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৭৭৬।

২ বেড়ে রাজস্থানে করোনায় মৃত্যু ১১৫ জনের, সংক্রমিত ৪,০৩৫

জয়পুর, ১২ মে (হি.স.): রাজস্থানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৪৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। নতুন করে ৪৭ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,০৩৫। মঙ্গলবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাজস্থানে নতুন করে ৪৭ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।
আক্রান্ত ৪৭ জনের মধ্যে উদয়পুরে ৩২ জন, জয়পুরে ৮ জন আক্রান্ত হয়েছেন, কোটায় ৩ জন এবং আজমের, চিত্তোরগড়, হনুমানগড় ও সিকারে একজন করে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৪,০৩৫-এ পৌঁছেছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

এইমস থেকে ছেড়ে দেওয়া হল মনমোহনকে, ফিরলেন বাড়িতে

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি.স.): চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। মঙ্গলবার দুপুরে এইমস থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে, হাসপাতাল থেকে সোজা বাড়িতে যান মনমোহন সিং। নতুন ওষুধের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মনমোহন সিং। রবিবার রাতে তাঁকে এইমস-এ ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠেছেন মনমোহন সিং। তাই মঙ্গলবার দুপুর ১২.৩০ মিনিট নাগাদ তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
এইমস সূত্রের খবর, সোমবার রাতে কার্ডিও-নিউরো টাওয়ারে, প্রাইভেট ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মনমোহনকে।
মনমোহনের কোভিড-১৯ পরীক্ষাও হয়েছে, করোনা-রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মনমোহন সিং। বর্তমানে তিনি রাজস্থান থেকে রাজ্যসভার সাংসদ। গত মার্চ মাসেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন মনমোহন সিং। সে সময় চিকিৎসকরা পুরোপুরি বিশ্রামের পরামর্শ দেন ৮৭ বছরের ওই কংগ্রেস নেতাকে। দু'বার বাইপাস সার্জারিও হয়েছে তাঁর। প্রথম বার ১৯৯০-তে। দ্বিতীয় বার ২০০৯-এ। এ ছাড়াও ডায়াবেটিস রয়েছে তাঁর।

কেন্দ্রের উদ্যোগে ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসা হল ৩৩১ জন যাত্রীকে

হায়দরাবাদ, ১২ মে (হি. স.): করোনার জেরে ইংল্যান্ডে আটকে পড়েছিল ৩৩১ জন প্রবাসী ভারতীয়। অবশেষে বন্দে ভারত প্রকল্পের মাধ্যম তাদের উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে এল কেন্দ্রীয় সরকার। দিল্লিতে আসার পর তাদের ফের বিমানে করে হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিয়ে আসে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এই সকল বিমান যাত্রীরা।অন্যদিকে তেলেঙ্গানায় আটকে পড়া ৮৭ জন মার্কিন নাগরিককে নিয়ে এদিন সকাল ৫ টা ৩২ মিনিট নাগাদ হায়দরাবাদ থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে অপর একটি বিমান।দিল্লিতে পৌঁছানোর পর তাদেরকে বিশেষ বিমানে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেওয়া হয়।
উল্লেখ করা যেতে পারে, এই গোটা প্রক্রিয়ায় লকডাউনের যাবতীয় নিয়ম ও সামাজিক দূরত্ব মানা হয়েছে। প্রত্যেক যাত্রী থার্মাল স্ক্রিনিং করানো হয়েছে।

বিশালগড়ে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ সরকারী সহায়তা বন্টন নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ মে।। সরকারি আর্থিক সহায়তা বন্টন নিয়ে বিজেপি দলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে বিশালগড় ধজ্জনগর এলাকায়। বিশালগড়ে শাসক দলীয় দুই গোস্বির মধ্যে সংঘর্ষে কামাল হোসেন বিজেপি যুব মোর্চার সদস্য মারাত্বক ভাবে জখম হয়।সাহেব মিয়া বিশালগড় ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং বিশালগড় যুবমোর্চার শক্তি কমিটির ইনচার্জ দুজনেই শাসক দলের কর্মী। আজ সকালে সাহেব মিয়া যিনি ঝড়ে ক্ষতি হওয়াতে সরকার সেই অসহায় পরিবারগুলোকে কিছু আর্থিক সহায়তা করার লক্ষ্যে কিছু টাকা দেয় সেই টাকাগুলোকে আত্মসাৎ করতে চায়ছে সাহেব আর সেখানে বাধা দেওয়াতে কামাল হোসেনকে তার এলাকায়

ছয়ের পাতায় দেখুন

শ্রীনগরে মহিলাকে হত্যার লক্ষ্যে আক্রমণ, গ্রেপ্তার ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। শ্রীনগর থানা এলাকার নাগিছড়ার পার্থ কলোনি এলাকার মমতা খাতুন নামে এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলাকে মারধরের ঘটনায় ৭জনকে গ্রেপ্তার করেছে শ্রীনগর থানার পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে নির্ধারিত ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। মঙ্গলবার তাদের গ্রেপ্তার করার পর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত রবিবার রাতে পার্থ কলোনি এলাকার মমতা খাতুন এর বাড়িতে ঢুকে ১০-১২ জনের দুষ্কৃতিকারী মমতা খাতুনকে ঘরে ঢুকে প্রচণ্ড মারধোর করে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে রক্তাক্ত করে। মহিলা আত্মরক্ষার জন্য রাবার বাগান দিয়ে অপর একটি বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানেও তার ওপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। আক্রান্ত মহিলাকে স্থানীয় লোকজন প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে মহিলা চিকিৎসাধীন। মহিলার তরফ থেকে শ্রীনগর থানায় সুনির্দৃষ্ট ধারায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগের তদন্তে নেমে শ্রীনগর থানার পুলিশ ৭জনকে গ্রেপ্তার করেছে। অপর অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলে শ্রীনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। এ ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এলাকার জনগণ।

ওবিসি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ১১টি অটোরিক্সার পারমিট দেয়া হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। ওবিসি করপোরেশনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার ১১ টি অটো রিস্কা শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। লক ডাউন ঘোষণার আগেই চল্লিশটি পারমিট বেরিয়েছিল। লকডাউন ঘোষণার ফলে ওইসব অটো শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। লকডাউন এর নিয়ম কানুন কিছুটা শিথিল করার ফলে এই এগারোটি অটো শ্রমিকদের হাতে মঙ্গলবার ওবিসি করপোরেশনের পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। ওবিসি কর্পোরেশন থেকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এসব অটো প্রদান করা হয়। আরও ৩০ টি অটো কিছুদিনের মধ্যেই অটো শ্রমিকদের হাতে তুলে দেবে ওবিসি কর্পোরেশন। মঙ্গলবার ওবিসি কর্পোরেশন ভবনের সামনে সংক্ষিপ্ত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অটোগুলি তুলে দেওয়া হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওবিসি করপোরেশনের চেয়ারম্যান তাপস মজুমদার সহ অন্যান্যরা। বেকারদের কর্মসংস্থানের স্বার্থেই ওবিসি কর্পোরেশন থেকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এই সব অটো প্রদান করা হয়েছে বলে অভিযোগ করপোরেশনের চেয়ারম্যান তাপস মজুমদার জানিয়েছেন।

রেনেসাস ও রেডক্রসের উদ্যোগে উদয়পুরে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। গোমতী জেলার উদয়পুরে কুঞ্জবন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মঙ্গলবার রেনেসাঁস ক্লাব এবং রেডক্রস সোসাইটির উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের ৩২ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, জেলাশাসক টি কে দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। রক্তদান উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ বলেন লকডাউন চলাকালে রক্তদান শিবির প্রায় বন্ধ হয়ে পড়েছে। এর ফলে রাজ্যের প্রতিটি ব্লাড ব্যাংকে রক্তশূন্যতা দেখা দিয়েছে। প্রয়োজনীয় রক্তের অভাবে চিকিৎসা পরিষেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এই সংকটময় মুহূর্তে রেনেসাঁস ক্লাব এবং রেডক্রস সোসাইটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করায় তিনি এ ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সমাজসেবী ও অন্যান্য সংগঠনগুলোকে এই সংকটময় মুহূর্তে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ আবেদন জানিয়েছেন।

বেসরকারি স্কুল কলেজের গাড়িচালকরা ডেপুটেশন দিলেন শ্রম কমিশনারকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। বেসরকারি স্কুল কলেজের গাড়িচালক সহ চালকদের বেতন কমিয়ে দেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার শ্রমদপ্তর অফিস ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। বি এম এস নেতা বিপ্লব করের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল দপ্তরের অফিসে মঙ্গলবার ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন। ডেপুটেশন প্রদানকালে প্রতিনিধিদল শ্রম দপ্তরের যুগ্ম-কমিশনারকে জানান লক ডাউন ঘোষণার পর প্রথম মাসে বেসরকারি স্কুলের গাড়ির চালকসহ চালকদের পুরো বেতন দেওয়া হয়। পরের মাস থেকেই বেতন অনেকটাই কমিয়ে দেওয়া হয়। কেন বেতন কমিয়ে দেওয়া হল সে বিষয়ে কোনো স্পষ্টীকরণ দেয়া হয়নি। এরই প্রতিবাদে মঙ্গলবার শ্রমদপ্তর এর যুগ্ম অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

রাধানগরে মহিলার গলার চেইন ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। দিন দুপুরে এক মহিলার গলা থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো রাজধানী আগরতলার রাধানগর এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় রাধানগর এলাকার বাসিন্দা আশা আচার্য কর্মসূত্রে সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন। দুপুরের পর কর্মস্থল থেকে তিনি বাড়িতে ফিরে আসছিলেন। রাধানগর মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় আসতেই আশা আচার্যর গলা থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনতাই করে নিয়ে যায় দুই ছিনতাইকারী। ঘটনার কথা বলতে গিয়ে আশা আচার্য জানান একটি বাইকে করে এসেছিল ছিনতাইকারীরা। একজন ব্যক্তি চালাচ্ছিল বাইকটি। পিছনে বসা যুবক ওনার গলা থেকে স্বর্ণের চেইনটি ছিনতাই করে নিয়ে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। তবে ঘটনাস্থলের পাশে থাকা সিসি ক্যামেরায় ছিনতাইয়ের ঘটনা ক্যামেরাবন্দি হয়। এখন দেখার বিষয় পুলিশ সিসি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে ছিনতাইকারীদের শনাক্ত করে আটক করতে সক্ষম হয় কিনা।

বিশালগড়ে বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ মে।। লকডাউন আর থেমে নেই যান দুর্ঘটনা।মঙ্গলবার বিশালগড় থানাধীন ব্রজপুর এলাকায় টিআর-০১৭-বি-৯৪৯৮ নম্বরে একটি পালসার বাইক সমেত দুজন ব্যক্তি দুর্ঘটনায় পড়েন। প্রায় ২০ থেকে ২৫ মিনিট রাস্তায় পড়ে থাকেন দুজন ব্যক্তি। কারণ লকডাউন এর ফলে গ্রাম্য এলাকার লোকেরা রাস্তায় চলাচল করছেন না। হঠাৎ করে এক ভবঘুরে লোক তাদেরকে পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার করার ফলে এলাকার লোকেরা চলে আসেন সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরকে। খবর পেয়ে বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে দুজন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসার পর দেখা যায় এক ব্যক্তির পুরো মাথা থেঁতলে রয়েছে। অন্য ব্যক্তি টি সেরকম আঘাত পায়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসার পর উক্ত ব্যক্তির কোনরকম পরিচয় পাওয়া যায়নি।যার কারণ প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টা বিশালগড় হাসপাতালে মধ্যে পড়ে থাকতে হয় আহত ব্যক্তিদের। তারপর বিশালগড় হাসপাতালে উদ্যোগে এম্বুলেন্স করে রোগীকে জিবির উদ্দেশে রওনা করা হয়। খবর লেখা পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তিদের কোনরকম পরিচয় পাওয়া যায়নি।বিশালগড় থেকে প্রতিনিধি হারাধন দেবনাথ এর রিপোর্ট।

ভারতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ২২৯৩ জন আক্রান্ত ৭০ হাজারেরও বেশি : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি.স.): মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপে থমকে গিয়েছে জনজীবন। কিন্তু, ভয়ঙ্কর এই জীবাণু স্বমহিমায়! ক
রোনা-হানায় ভারতে ফের বাড়ল আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা।
মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২২৯৩ এবং সংক্রমিত ৭০,৭৫৬ জন। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ২২,৪৫৪ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৬০৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৮৭ জনের। মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭০,৭৫৬ জন ('অ্যাক্টিভ' করোনা রোগী ৪৬,০০৮)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২২৯৩। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২২,৪৫৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ২২৯৩ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে দু''জনের, বিহারে ৬ জনের, চন্ডীগড়ে দু''জন, দিল্লিতে ৭৩ জনের, গুজরাটে ৫১৪ জনের, হরিয়ানায় ১১ জনের, হিমাচল প্রদেশে ২ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১০ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩ জনের, কর্ণাটকে ৩১ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ২২১ জন, মহারাষ্ট্রে ৮৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ৩ জনের, পঞ্জাবে ৩১ জন, রাজস্থানে ১১৩ জনের, তামিলনাড়ুতে ৫৩ জন, তেলেঙ্গানায় ৩০ জন, উত্তরাখণ্ডে একজন, উত্তর প্রদেশে ৮০ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৯০ জন প্রাণ হারিয়েছেন।
করোনা-প্রকোপে বেসামাল অবস্থা মহারাষ্ট্রের। মহারাষ্ট্রে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২৩,৪০১, দিল্লিতে ৭২৩৩, তামিলনাড়ুতে ৮০০২, অন্ধ্রপ্রদেশে ২০১৮ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন (প্রত্যেকেই সুস্থ) অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৬৫ জন, বিহারে ৭৪৭ জন, চন্ডীগড়ে ১৭৪ জন, ছত্তিশগড়ে ৫৯ জন, দাদর নগর হাভেলিতে একজন, গোয়ায় ৭ জন (প্রত্যেককেই সুস্থ), গুজরাটে ৮৫৪১ জন, হরিয়ানায় ৭৩০ জন, হিমাচল প্রদেশে ৫৯ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৮৭৯ জন, ঝাড়খণ্ডে ১৬০ জন, কেরলে ৫১৯, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৮৬২ জন, লাদাখে ৪২ জন, মধ্যপ্রদেশে ৩৭৮৫ জন, মণিপুরে দু''জন (উইয়েই সুস্থ), মেঘালয় ১৩ জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ৪১৪ জন, পুদুচেরিতে ১২ জন, পঞ্জাবে ১৮৭৭ জন, রাজস্থানে ৩৯৮৮ জন, তেলেঙ্গানায় ১২৭৫ জন, ত্রিপুরায় ১৫২ জন, উত্তরাখণ্ডে ৬৮ জন, উত্তর প্রদেশে ৩৫৭৩ এবং পশ্চিমবঙ্গে ২০৬৩ জন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।